আল্লাহর ভয়ে যে চোখ কাঁদে

ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী
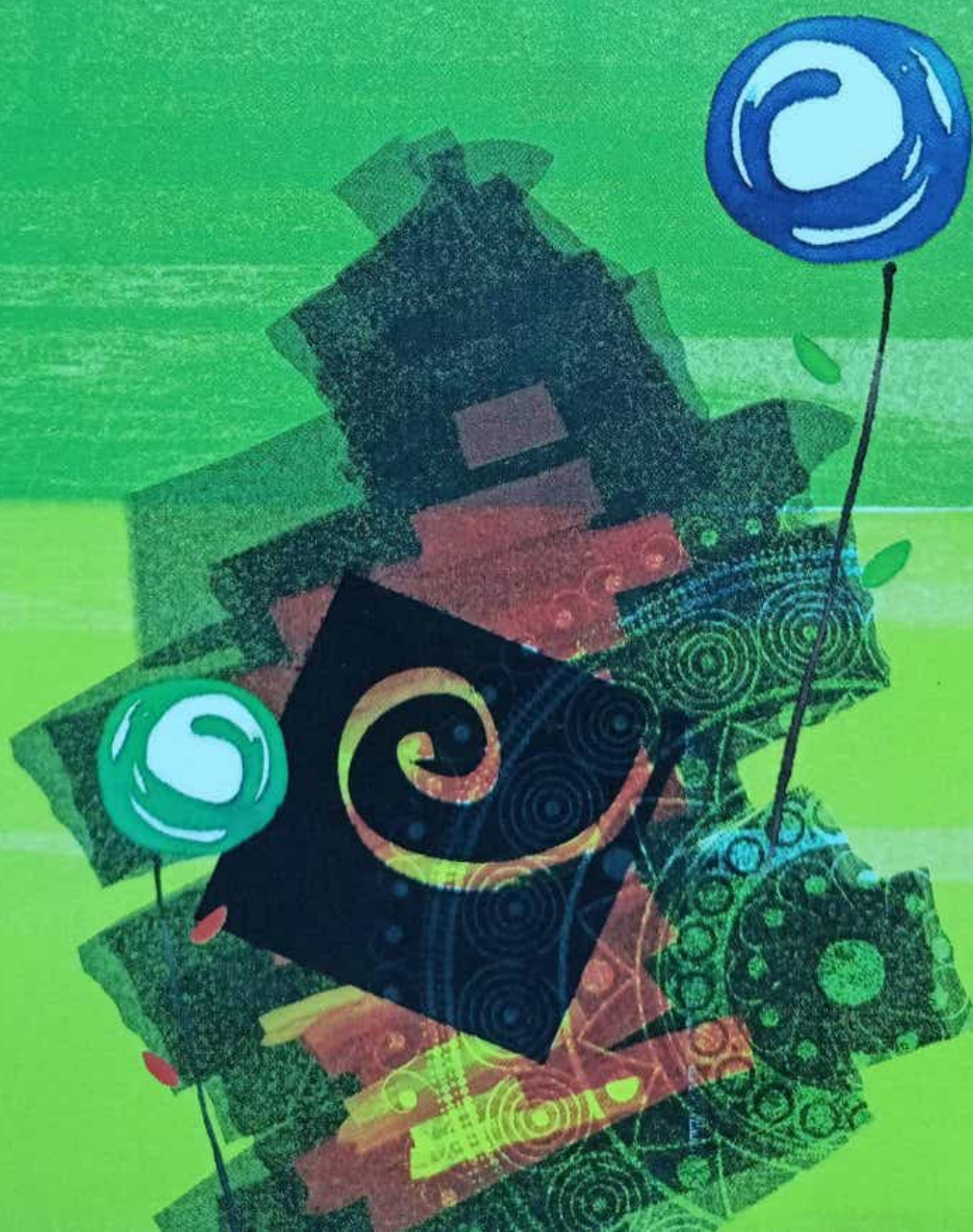
বই পরিচিতি

জীবন পাল্টে দেয়ার গল্প।
যখন তোমার মনে কারো ভয় থাকবে, তাকে সর্বদা নিজের সামনে বিরাজমান মনে করবে...
তুমি কি পারবে তার অপছন্দনীয় কোনো কাজ করতে?
যখন তোমার মনে কারো ভালোবাসা লালন করবে, মনে মনে তার মন চাইবে...
তুমি কি পারবে তাকে কষ্ট দেয় এমন কোনো কাজ করতে?
তাহলে বন্ধু! তুমি তোমার বুকে হাত দাও।
বিবেককে প্রশ্ন করো...
কী তোমার কাজ... কী করছ তুমি?
কোথায় তোমার ঠিকানা... কোথায় যাচ্ছ তুমি?
হ্যাঁ বন্ধু! হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়ার এমনই বেশ কিছু গল্প নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন 'আল্লাহর ভয়ে যে চোখ কাঁদে' আশা করি বইটি পাঠক হৃদয়ে স্থান করে নিবে এবং আখেরাতের পথের পাথেয় হবে।

- সেখ আবদুস সালাম

ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী

আল্লাহর ভয়ে যে চোখ কাঁদে

ছানা উল্লাহ সিরাজী অনূদিত

[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

অনুবাদকের কথা

গল্পের ছলে যে লোকটি পথহারা মানুষকে পথের দিশা দেয়, আল্লাহভোলা মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়, মরচে পড়া হৃদয়ে আলোর পরশ দেয়, আনমনা উদাসীন যুবকের চিত্তে শীতল সমীরণ বয়ে দেয়, সেই লোকটির নাম ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফী।

তাকে যতো অধ্যয়ন করি, ততই মুগ্ধ হই। বিমোহিত হই। হারিয়ে যাই গভীর থেকে গভীরে...

হৃদয়ের গভীর থেকে কল্যাণের আর্জি বেরিয়ে আসে– হে পরোয়ারদেগার! লোকটিকে তুমি দীর্ঘজীবী করো। অগণিত মানুষের হিদায়াতের উপলক্ষ্য করো...

আর যারা তার কথাগুলো মনের মাধুরি মিশিয়ে তোমার বান্দাদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে, যারা মাধ্যম হচ্ছে, যারা পড়ছে, সকলকে তুমি তোমার রহমের কোলে আশ্রয় দাও...

এই প্রয়াসকে কবুল করো। কার্যকরী করো। মর্যাদা দাও...
আমিন !

-ছানা উল্লাহ সিরাজী
২০/০১/২০১৭

সূচিপত্র

সবচেয়ে মন্দ এবং সবচেয়ে ভালো লোক

কয়েক হাজার বছর আগের কথা। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম একবার আল্লাহ তায়ালার কাছে আরজ করলেন– হে দয়াময় প্রভু! বড় ইচ্ছে হচ্ছে আমার উম্মতের সবচেয়ে মন্দ লোকটিকে দেখতে। প্রভু! আমার উম্মতের মধ্যে কে সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি আমাকে দেখিয়ে দাও।

অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো, আগামীকাল সকালে রাস্তার পাশে বসে থেকো। যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই পথ দিয়ে অতিক্রম করবে, সে ব্যক্তিই হলো তোমার উম্মতের সবচেয়ে মন্দ লোক।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সময়মত নির্দিষ্ট স্থানে বসলেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন এক ব্যক্তি একটি ছোট ছেলে কোলে নিয়ে তাঁর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তাকে দেখে মনে মনে বললেন– এই ব্যক্তিই তাহলে আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ লোক? এবার হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ইচ্ছে হলো তাঁর উম্মতের সবচেয়ে ভালো লোকটিকে দেখবেন। তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন– হে দয়াময় প্রভু! এবার আমার উম্মতের সবচেয়ে ভালো লোকটিকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কে আমার উম্মতের সবচেয়ে ভালো লোক আমাকে দেখিয়ে দাও।

আওয়াজ এলো, হে মুসা! পথের পাশে বসো, সন্ধ্যায় যে লোকটি সর্বপ্রথম তোমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, সে-ই তোমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে

ভালো লোক। নির্দেশ অনুযায়ী সন্ধ্যায় হযরত মুসা আলাইহিস সালাম নির্দিষ্টস্থানে বসলেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন সকালের লোকটি-ই ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে ফিরে আসছে। তাকে দেখে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তো অবাক। তিনি খুবই চিন্তিত হলেন।

হযরত মুসা আ. আল্লাহর নিকট আরজ করলেন– হে দয়াময় প্রভু! একি কাণ্ড, ইয়া ইলাহী! সকালে যে লোকটি আমার উম্মতের সবচেয়ে মন্দ ছিলো, সন্ধ্যায় কিভাবে সে আমার উম্মতের সবচেয়ে ভালো লোক হয়ে গেলো?

মহান আল্লাহ আওয়াজ দিলেন– হে মুসা! সকালে যখন এই লোকটি ছেলেকে কোলে নিয়ে তোমাকে অতিক্রম করে জঙ্গলে প্রবেশ করলো, তখন ছেলেটি তাকে প্রশ্ন করলো– বাবা! এই জঙ্গল কতবড়?
সে উত্তরে বললো, অনেক বড়।
ছেলে আবার প্রশ্ন করলো– বাবা! জঙ্গল থেকে কি বড় কোনো কিছু আছে? তখন সে বললো, হ্যাঁ বাবা! ওই যে দেখছো পাহাড়গুলো, সেগুলো এই জঙ্গল থেকে বড়। ছেলে পুনরায় প্রশ্ন করলো– পাহাড় থেকেও কি বড় কিছু আছে? সে বললো– আছে, এই আকাশ। এই আকাশ ওই পাহাড়গুলো থেকেও বড়। ছেলে আবার প্রশ্ন করলো– আচ্ছা বাবা! আকাশ থেকেও বড় কিছু আছে? সে বললো– হ্যাঁ, আমার পাপ এই আকাশ থেকেও বড়।

ছেলে বাবার উত্তর শোনে বললো– তোমার পাপ থেকে বড় কিছু কি নেই? তখন সে চিৎকার করে কান্না করতে লাগলো। অতঃপর সে লজ্জিতকণ্ঠে বললো, আছে বাবা! আমার পাপ থেকেও আল্লাহর রহমত অনেক বড়। হে মুসা! এই ব্যক্তির পাপের অনুভূতি ও অনুশোচনা আমার এতো পছন্দ হয়েছে যে, আমি তাঁকে তোমার উম্মতের সবচেয়ে মন্দ লোক থেকে সবচেয়ে ভালো লোক বানিয়ে দিয়েছি।

চাওয়া পাওয়া...

আল্লাহু আকবর। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে পিছনের গুনাহের কথা স্মরণ করে সামনের দিনগুলোতে সত্যপথে চলার তাওফিক দান করো। আমিন। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করো। মুসা আলাইহিস সালামের উম্মতের সবচেয়ে মন্দ লোকটিকে যেভাবে ভালো লোক বানিয়ে দিলেন, ঠিক তেমনি আমাদেরও ভালো বানিয়ে দিন। আল্লাহর রহমত অনেক বড়।

গুহায় আশ্রয় নেয়া তিন ব্যক্তির কান্না

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ সা.কে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের পূর্বের যুগে তিন ব্যক্তির একটি দল কোথাও ভ্রমণ করছিল। যাত্রাপথে ঝড়-তুফান শুরু হলো। তারা একটি গুহাতে আশ্রয় নেয়। অকস্মাৎ পাহাড় থেকে একটি বড় পাথর খসে পড়ে এবং গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এতে তিনজনই অসহায় হয়ে পড়ে। নিরুপায় অবস্থায় তারা বলাবলি করছিল– এ পাথর হতে মুক্ত করতে পারবে এমন কিছুই হয়ত আমাদের নেই। তবে যদি আমরা নিজ নিজ নেক আমল উপস্থাপন করে কাকুতি মিনতি করে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করি, তাহলে হয়ত মুক্তি পেতে পারি।

এতে তারা রাজি হলো এবং তাদের একজন বললো– হে আল্লাহ! আমার বয়োবৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন। আমি তাদেরকে খাওয়ানোর পূর্বে আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্য; স্ত্রী-সন্তান ও গোলাম-পরিচারিকাদের কাউকে রাতের খাবার দুগ্ধ খেতে দিতাম না।

একদিনের ঘটনা : আমি ঘাসাচ্ছাদিত চারণভূমির অনুসন্ধানে বের হয়ে বহু দূরে চলে গেলাম। সেদিন ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। আমার ফেরার পূর্বেই তারা ঘুমিয়ে পড়েন। আমি তাদের জন্য রাতের খাবার দুগ্ধ দোহন করলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম তারা ঘুমাচ্ছেন। তাদের আগে পরিবারের কাউকে দুধ দেয়া অপছন্দ করলাম।

সুতরাং আমি পেয়ালা হাতে তাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকলাম। এভাবে অপেক্ষা করতে করতে একসময় সকাল হয়ে যায়। অতঃপর তারা জাগ্রত হলেন এবং তাদের রাতের খাবার দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ! আমি এ খেদমত যদি আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে এ পাথরের মুসিবত হতে আমাদের মুক্তি দিন। এ কথা বলে সে খুব কান্নাকাটি করে দোয়া করলো।

তার এই দোয়ার ফলে পাথর সামান্য সরে যায়। কিন্তু তাদের বের হওয়ার জন্য তা যথেষ্ট ছিলো না।

নবী সা. বলেন, অপর ব্যক্তি বললো– হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিলো। সে ছিলো আমার নিকট সমস্ত মানুষের চেয়ে প্রিয়। আমি তাকে পাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম। সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং আমার থেকে দূরে সরে থাকলো। পরে এক সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে অভাবগ্রস্ত হয়ে আমার কাছে ঋণের জন্য আসে। আমি তাকে একটি শর্ত সাপেক্ষে একশত বিশ দিরহাম দেই। শর্তটি ছিলো, আমার এবং তার মাঝখানের বাধা দূর করে দিবে। সে তাতেও রাজি হলো।

সে বললো– আমি নিরুপায় হয়ে আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে তোমার প্রস্তাবে রাজি হতে বাধ্য হয়েছি। তোমার জন্য বৈধ পথও খোলা রয়েছে। এ কথা শুনে তোমার ভয়ে আমি ফিরে এলাম। অথচ তখনও সে আমার নিকট সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ছিলো এবং আমি যে কোনো কিছু করতে তার ওপর সক্ষম ছিলাম। আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম, তা পরিত্যাগ করলাম।

হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি, তাহলে যে মুসিবতে আছি, তা হতে মুক্তি দাও। এ কথা বলে সেও খুব কান্নাকাটি করলো। এবারও পাথর সরে গেলো। তবে এখনও তাদের বের হওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়নি।

রাসূল সা. বলেন, তৃতীয় ব্যক্তি বললো– হে আল্লাহ! আমি কয়েকজন দিনমজুর নিয়োগ করেছিলাম। যথাসময়ে আমি তাদের পাওনা মিটিয়ে দেই। কিন্তু এক ব্যক্তি নিজের পাওনা মজুরি না নিয়ে চলে যায়। আমি তার মজুরি ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছি। এতে সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

দীর্ঘদিন পর সে আমার কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর বান্দা! আমার মজুরি পরিশোধ করো। আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার সামনে উট, গরু, বকরি এবং গোলাম যা কিছু দেখছো, সব তোমার মজুরি। সে বললো– হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার সাথে উপহাস করো না।
আমি বললাম– উপহাস করছি না। তুমি যা কিছু দেখছো সবই তোমার। আমি তোমার মজুরি বিনিয়োগ করে এগুলো বাড়িয়েছি।

অতঃপর সে সবগুলো গ্রহণ করলো এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো। কিছুই রেখে যায়নি। হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি, তাহলে আমরা যে মুসিবতে আছি তা হতে মুক্তি দাও। এ কথা বলে সেও খুব কান্নাকাটি করলো। এতে পাথর পুরোপুরি সরে যায়। তারা সকলে নিরাপদে বের হয়ে আসে। [বুখারি ও মুসলিম শরীফ]

হিদায়াত...

দোয়া সর্বোত্তম ইবাদত। মুমিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। কারণ দোয়ার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তায়ালাকে সর্বাঙ্গে অনুভব করে। তাঁর প্রতি ধাবিত হয়। এতে নিজের দারিদ্র্য, হীনতা, অপার-গতা ও সামর্থহীনতাকে প্রকটভাবে উপলব্ধি করে। এতে আল্লাহ তায়ালা খুবই খুশি হন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো।
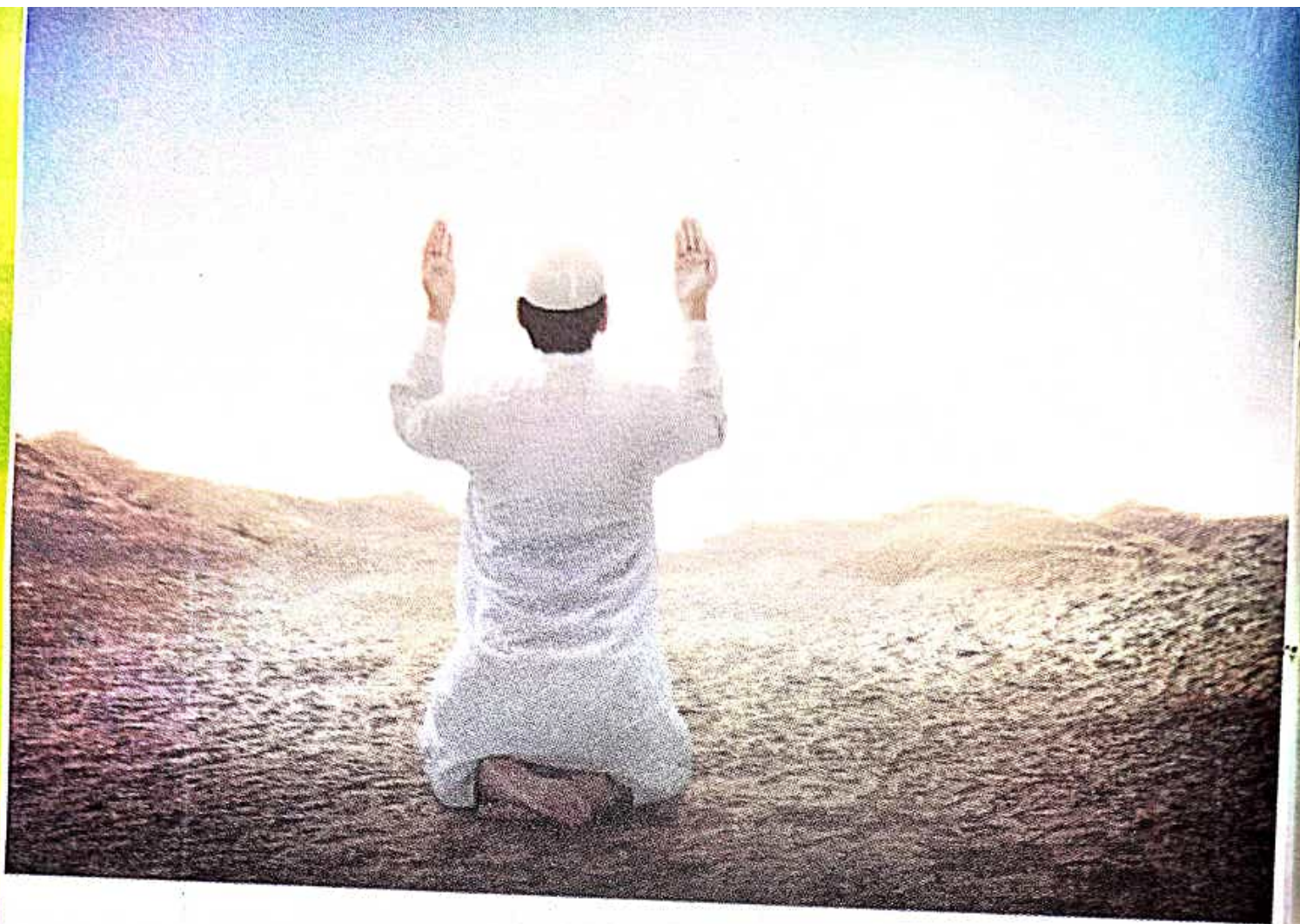
এক ব্যভিচারীর কান্না

হযরত কাব আহবার রাযি. থেকে বর্ণিত, বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তি এক পতিতার সঙ্গে অপকর্ম করে। অতঃপর সে যখন গোসলের উদ্দেশ্যে নদীতে গিয়ে নামলো, তখন আল্লাহ তায়ালার কুদরতে নদীর পানির বাকশক্তি খুলে যায়।

পানি তাকে ডাক দিয়ে বলে– হে অমুক! তোমার কি লজ্জা হয় না? তুমি কেনো এ জঘন্যতম গুনাহ থেকে তওবা করছো না এবং কেনো এ কথা বলছো না যে, আমি আর কোনোদিন এ পাপকাজে লিপ্ত হবো না?
পানির ডাক শুনে ব্যভিচারী লোকটি ভীত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সে নদী থেকে ওঠে বললো, আমি আর কোনোদিন আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা করবো না।

অতঃপর সে এক পাহাড়ে আশ্রয়গ্রহণ করলো। সেখানে বারোজন মানুষ আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বন্দেগী করছিলো। সেও তাদের সঙ্গে ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন হয়ে গেলো।

একদিন সেখানে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তারা খাবারের অন্বেষণে পাহাড় থেকে বের হয়। চলতে চলতে তারা সেই নদীর তীরে এসে উপনীত হলে তাদের সঙ্গী ব্যভিচারী লোকটি বললো– তোমাদের সঙ্গে আমি যাবো না। তারা কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললো, আমার গুনাহ সম্পর্কে অবগত একব্যক্তি সেখানে আছেন। আমার লজ্জা হয়, যদি সে আমাকে দেখে ফেলে। তাকে কোনোভাবে রাজি করাতে না পেরে তারা তাকে রেখেই পথ চললেন। নদী তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বললো– হে আবেদগণ! তোমাদের সঙ্গী কী অপরাধ করেছে যে, তোমরা তাকে রেখেই চলে এসেছো? আবেদগণ বললেন, আমাদের সঙ্গীর ধারণা তার গুনাহ সম্পর্কে অবগত এমন কেউ এখানে বিদ্যমান, যে তাকে দেখে ফেলবে। এ লজ্জায় সে আসেনি।

নদী বললো, সুবহানাল্লাহ! তোমাদের কেউ যদি তার সন্তানের ওপর কিংবা তার স্বজনের ওপর তার কোনো অপরাধের কারণে রাগান্বিত হয়, অতঃপর সে ওই অপরাধ ত্যাগ করে তোমাদের পছন্দমত কোনো কাজ করে, তাহলে তোমরা তাকে অধিক ভালোবেসে থাকো নিশ্চয়ই। অনুরূপ তোমাদের সঙ্গীও তার কৃত অন্যায় কাজ ত্যাগ করে তওবা করেছে এবং আমার পছন্দসই কাজ করেছে, তাই আমিও তাকে অত্যধিক ভালোবাসি, ভীষণ মহব্বত করি। যাও, তোমরা তাকে নিয়ে এসো এবং আমার তীরে আমার স্রষ্টা মহান রাব্বুল ইজ্জতের ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হয়ে পড়ো।

নদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আবেদগণ তাদের সেই সঙ্গীকে নিয়ে এলো এবং সবাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকলো।
এক পর্যায়ে সে ব্যভিচারী থেকে তওবাকারী মৃত্যুবরণ করলো।

নদীটি তাদেরকে ডেকে বললো– হে আবেদগণ! হে দুনিয়ার মোহ ত্যাগকারী-গণ! আমার পানি দিয়েই তাকে শেষ গোসল দাও এবং আমার তীরেই তাকে দাফন করো; যাতে কেয়ামতদিবসে সে আমার পাশ থেকে উত্থিত হয়।

আবেদগণ নদীর আবেদনক্রমে লোকটিকে নদীর পানি দিয়ে গোসল দিয়ে নদীর তীরেই দাফন করলেন। দাফনশেষে তারা বললো, আমাদের প্রাণপ্রিয় বন্ধুর বিয়োগব্যথায় আজ রাত আমরা তার কবরের পাশেই কান্না করে কাটাবো। অতঃপর সকালবেলা পুনরায় আমরা যাত্রা শুরু করবো। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবেদগণ কান্নাকাটি করে তার কবরের পাশেই সে রাতটি কাটিয়ে দিলো।

যখন রাতের শেষপ্রহর শুরু হলো তখন তাদেরকে অতিনিদ্রা গ্রাস করলো। ভোরবেলা নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে দেখলো তার কবরের ওপর সবুজ বৃক্ষবিশেষ উদ্গাত হয়েছে। আর তখনই মহান আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম এ জাতের বৃক্ষ উদ্গাত করেন। এ বৃক্ষ দেখে আবেদগণ বললেন, এ স্থানে আল্লাহ তায়ালা হঠাৎ চিরহরিৎবৃক্ষ উদ্গাত করা এ কথার প্রমাণ যে, আল্লাহ তায়ালা এ স্থানে আমাদের ইবাদতকে পছন্দ করেন। ফলে তারা তার কবরের পাশেই আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগীতে রত থাকলেন। যখনই তাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করতো তাকে তার কবরের পাশেই দাফন করা হতো।

এভাবে একে একে তারা সবাই না ফেরার দেশে চলে গেলেন। উল্লেখ্য, সে সময় কবরের পাশে ইবাদত-বন্দেগী করার অবকাশ ছিলো, কিন্তু পরবর্তীতে এটাকে নিষেধ করা হয়েছে। [কিতাবুত তাওয়াইবনে/৭৬]

লেনাদেনা...

আমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার শাস্তির ওপর অগ্রগামী হবে। তার সহনশীলতা তার ক্রোধের ওপর বিজয় লাভ করবে। তাওবার দরজা খোলা। সুতরাং মৃত্যুর পর পাপীষ্ট ও গুনাহগারদের আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

মৃত্যুশয্যায় হযরত ওমর রাযি.-এর কান্না

মদীনার দিকে মনোনিবেশ করো। যাতে সত্যনিষ্ঠ খলিফা ওমর ইবনে খাত্তাব সম্পর্কে জানতে পারো। তিনি দীনকে সাহায্য করেছেন। জগতসমূহের প্রতিপালকের জন্য জিহাদ করেছেন। অগ্নিপূজারী রাষ্ট্রের অগ্নিকে নিবিয়ে দিয়েছেন। কাফেররা তার ওপর বিদ্বেষ পোষণ করেছিলো। সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষী ছিলো তাদের মধ্যে অগ্নিপূজারী আবু লু'লু'। সে ছিলো মদীনার গোলাম। কাঠমিস্ত্রি ও কর্মকার। সে পেষণ যন্ত্র বানাতো।

এই কাফের গোলাম হযরত উমর রাযি.-এর থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সুযোগ খুজতে লাগলো। এরই মধ্যে একদিন রাস্তায় তার সাথে হযরত ওমর রাযি.-এর সাক্ষাত। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার নিকট খবর পৌঁছেছে তুমি নাকি বলেছো, যদি আমি চাই তাহলে তুমি এমন এক খঞ্জর তৈরি করবে, যা বাতাসের মাধ্যমে কর্তনের কাজ করবে?

তখন সে ওমর রাযি.-এর প্রতি ভ্রূকুটি করে তাকালো এবং বললো– হ্যাঁ, অবশ্যই আমি এমন খঞ্জর তৈরি করবো, যার ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীরা আলোচনা করবে। ওমর রাযি. তাঁর সাথীদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বললেন, গোলাম আমাকে হুমকি দিলো।

অতঃপর গোলামটি চলে গেলো এবং একটি খঞ্জর বানালো। যার দুই পাশে দুই মাথা ছিলো এবং হাতল ছিলো মাঝখানে। এটির যে কোনো এক পাশ দিয়ে আঘাত করলে খুন করে ফেলবে। সে তাতে বিষ দ্বারা প্রলেপ দিতে লাগলো, যাতে যখন তা দ্বারা আঘাত করবে, হয়তো আঘাতই তাকে খুন করবে নতুবা বিষের কার্যকারিতা তাকে খুন করবে।

কিছুদিন পরের কথা। সে রাতের আঁধারে আগমন করলো এবং ওমর রাযি.-এর উদ্দেশে মসজিদের এককোণে আত্মগোপন করলো। সেখানে সে অবস্থান করতে লাগলো। এমন সময় ওমর রাযি. ফজরের নামাজের উদ্দেশ্যে মানুষকে জাগ্রত করতে প্রবেশ করলেন। নামাজের সময় হলে ওমর রাযি. তাদের সামনে অগ্রসর হলেন এবং তাকবীর বলে নামাজ শুরু করলেন।

যখন তিনি কেরাত শুরু করলেন, অগ্নিপূজারী গোলাম তাঁর ওপর আক্রমণ করলো এবং চোখের পলকে দ্রুত তিনটি আঘাত করলো। প্রথমটি তার বক্ষে, দ্বিতীয়টি তার পার্শ্বদেশে ও তৃতীয়টি তার নাভীর নিম্নে পতিত হলো।

তখন ওমর রাযি. চিৎকার দিলেন এবং জমিনে পতিত হলেন। তখন তিনি আল্লাহর তায়ালার এই বাণী বারবার তেলাওয়াত করছিলেন–

وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা আগেই লিপিবদ্ধ ছিলো।

[সূরা আহযাব/৩৮]

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ অগ্রসর হলেন এবং মানুষের সাথে নামায পরিপূর্ণ করলেন, কিন্তু গোলাম, মুসলমানদের কাতার ভেঙ্গে তার খঞ্জর নিয়ে মুসলমানদেরকে ডানে বায়ে আঘাত করতে করতে পলায়ন করলো। সে তেরজন লোককে আঘাত করে এবং তাঁদের সাতজনই ইন্তেকাল করেন। অতঃপর সে ছোরা কোষমুক্ত করে দাঁড়িয়ে গেলো। যেই তার নিকটবর্তী হলো, তাকে আঘাত করলো। তৎক্ষণাৎ একজন লোক তার নিকটবর্তী হয়ে তার মুখের ওপর একটি মোটা চাদর নিক্ষেপ করলো।

এতে অগ্নিপূজারক কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়লো এবং সে বুঝে নিলো, তাঁরা তার ওপর বিজয়ী হয়ে গেছে। তখন নিজেই নিজেকে আঘাত করলো। এতে তার রক্ত গড়িয়ে পড়লো এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

হযরত ওমর রাযি.কে অচেনত অবস্থায় তার বাড়িতে বহন করে আনা হলো। মানুষজনও তার সাথে কাঁদতে কাঁদতে চললো। তিনি অচেতন অবস্থায় থাকলেন। একপর্যায়ে সূর্য উদিত হওয়ার নিকটবর্তী হলো।

যখন ওমর রাযি. সংজ্ঞা ফিরে পেলেন, তখন পাশের লোকজনের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিলো, মানুষেরা কি নামাজ আদায় করেছে? তাঁরা বললেন– হ্যাঁ হে আমিরুল মু'মিনীন। তিনি বললেন, সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর, ওই ব্যক্তির জন্য কোনো ইসলাম নেই, যে নামাজ ছেড়ে দেয়।

অতঃপর তিনি পানি চাইলেন এবং ওযু করলেন। তারপর নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হতে ইচ্ছা করলেও পারলেন না। তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহর হাত ধরলেন এবং তাকে তার পেছনে বসালেন। তারপর বসার জন্য তার ওপর ভর করলেন। কিন্তু তখন তার ক্ষত থেকে রক্ত বের হচ্ছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, খোদার কসম, আমি আমার আঙ্গুল দিয়েও রক্ত বন্ধ করতে সক্ষম হলাম না। তাই আমি তার ক্ষতস্থান পাগড়ি দিয়ে বাঁধলাম। অতঃপর তিনি ফজরের নামাজ আদায় করলেন। তারপর তিনি বললেন– হে ইবনে আব্বাস! দেখো কে আমাকে খুন করলো...? তিনি বললেন, আপনাকে অগ্নিপূজারী গোলাম আঘাত হেনেছে। এরপর আপনার সাথে একদলকেও সে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। অবশেষে নিজেকে আঘাত করেছে।

ওমর রাযি. বললেন– সমস্ত প্রসংশা ওই আল্লাহর জন্য, যিনি আমার হত্যাকারীকে এমন বানাননি যে, সে আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট এমন সিজদা দ্বারা বাদানুবাদ করতো , যেই সিজদা সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতো।

অতঃপর ওমর রাযি.-এর নিকট ডাক্তার আসলো তার যখম দেখার জন্য। সে জানতে চাইলো আঘাত কি পাকস্থলি ও নাড়িভুড়ি পর্যন্ত পৌছেছে কী-না? এজন্য ডাক্তার তাঁকে খেজুর মিশ্রিত পানীয় পান করালো। পানি তার মুখ দিয়ে প্রবেশ করে তল পেটের জখম দিয়ে বের হয়ে গেলো। ডাক্তার মনে করলো, যা বের হয়েছে তা হয়তো রক্ত ও পুঁজ। তাই দুধের পাত্র তলব করে তাঁকে পান করালো। কিন্তু দুধও তার নাভীর নিচের জখম দিয়ে বের হয়ে গেলো। তখন ডাক্তার বুঝতে পারলো, জখমগুলো তার শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। তাঁর পেট কখনোই খাবার ও পানীয় ধারণ করতে পারবে না।
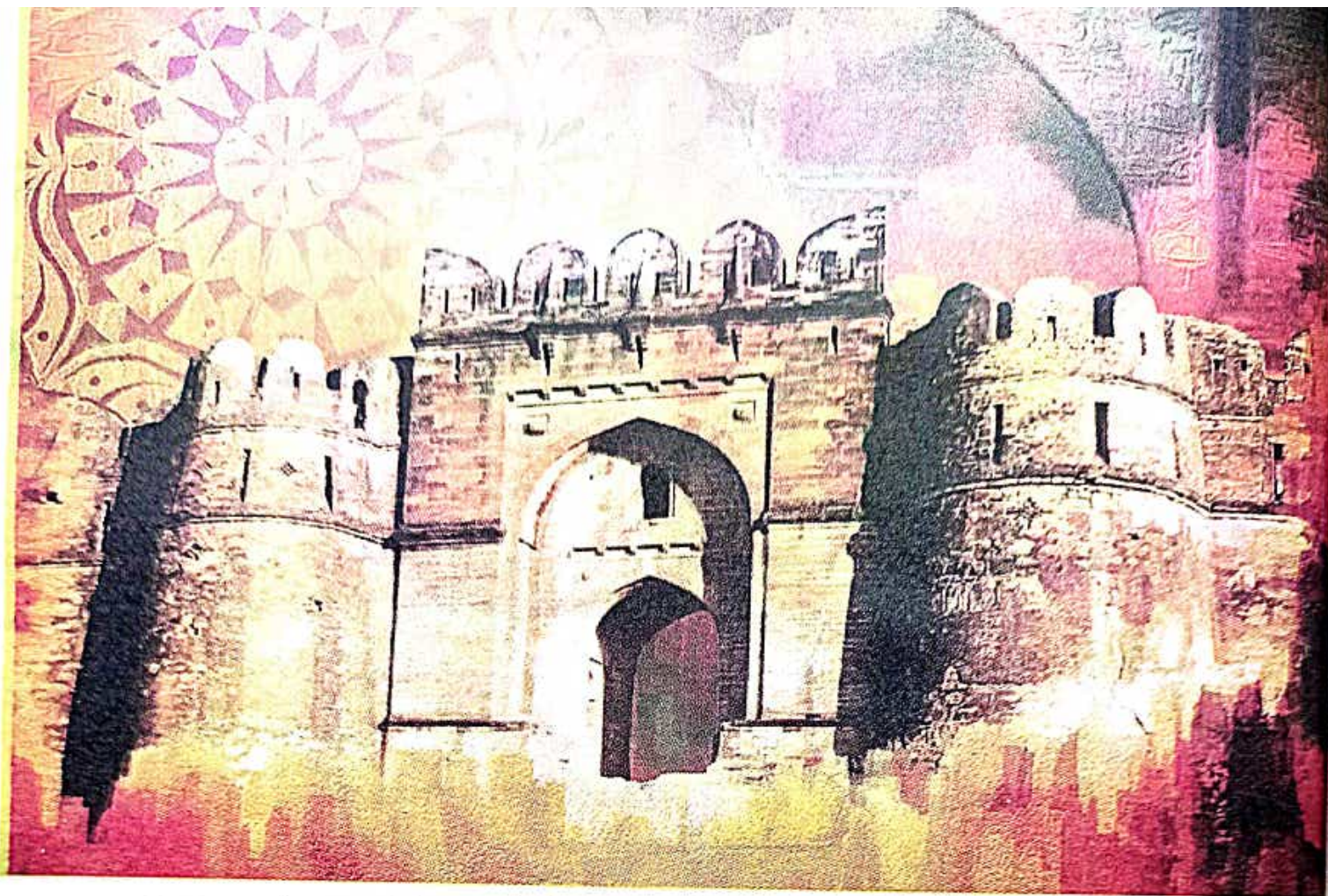
সে বললো, হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনি কোনো ওসিয়্যাত করতে চাইলে করুন। আমি ধারণা করছি আপনি আজ বা কালই ইন্তেকাল করবেন।

হযরত ওমর রাযি.কে যে অবস্থায় মৃত্যু সংবাদ দেয়া হলো, তিনি তার সমস্ত কথাকে বিশ্বাস করে সত্যায়ন স্বরূপ বললেন, তুমি সত্য বলেছো। যদি তুমি আমার অন্য কিছু সংবাদ দিতে তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতাম। অতঃপর তিনি বললেন– আল্লাহর কসম, যদি সমস্ত দুনিয়া আমার হতো, তাহলে আমি তা দিয়ে হলেও আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো হতে বিরত থাকতাম না।

হযরত ওমর রাযি.-এর উক্তি, তার নম্রতা ও আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তার প্রতি আগ্রহের ব্যাপার শুনে ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন– হে আমিরুল মুমিনীন! যদি আমি তা বলি... তাহলে আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। যখন মুসলমান মক্কায় ভীত সন্ত্রস্ত ছিলো, তখন রাসূল সা. কি দোয়া দেননি যে আপনার মাধ্যমে আল্লাহ দীন ও মুসলমানদের সম্মান দিবেন? আপনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্মানের কারণ হলো এবং আপনার মাধ্যমে ইসলাম আত্মপ্রকাশ করলো। আপনি হিজরত করেছেন, আপনার হিজরত বিজয় রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

তদুপরি আপনি কি মুশরিকদের বিরুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লা-মের সাথে যুদ্ধে উপস্থিত থাকেননি? আপনি কখনও অনুপস্থিত হননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহ কবজ করা হয়েছে এমন অবস্থায়, যখন তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এরপর খলিফার সমর্থন করেছেন। তিনিও ইন্তেকাল করেছেন এমন অবস্থায় যে তিনি আপনার ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। আপনাকে সন্তুষ্টচিত্তে শাসক বানানো হয়েছে। অন্য কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। আপনার মাধ্যমে আল্লাহ শহরকে আবাদ করেছেন। আপনার মাধ্যমে অনেক ধন-সম্পদ সংগ্রহ করেছেন। আপনার মাধ্যমে শত্রুদের বিতাড়িত করেছেন। অতঃপর আপনার জন্য শাহাদাত নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং আপনার জন্য সুখময় হোক...

যখন ইবনে আব্বাস রাযি. তার কথাবার্তা শেষ করলেন, ওমর রাযি. বললেন, আমাকে বসাও। অতঃপর তিনি ইবনে আব্বাসকে বললেন, আমার ব্যাপারে তোমার উক্তিগুলো আবার বলো। যখন তিনি পুনরায় ব্যক্ত করলেন, তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই প্রতারিত ওই ব্যক্তি, যাকে তোমরা প্রতারিত করো। অতঃপর তিনি ইবনে আব্বাস রাযি.-এর দিকে দেখলেন। তিনি তাঁর জ্ঞান ও বুযুর্গীর ব্যাপারে অবহিত ছিলেন।

তিনি অশ্রুসজল চোখে তাকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, যেদিন তুমি আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, সেদিন কি আল্লাহর নিকট আমার জন্য এসব বিষয়ের সাক্ষ্য দিবে?

ইবনে আববাস রাযি. বললেন, হ্যাঁ। তখন ওমর রাযি. আনন্দিত হলেন এবং আরয করলেন– হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। অতঃপর মানুষেরা এসে তাঁর প্রশংসা করলো এবং তাকে বিদায় জানালো।

এরই মধ্যে এক যুবক এসে হযরত ওমর রাযি.-এর নিকট প্রবেশ করলো। সে বললো, সুসংবাদ গ্রহণ করুন হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে থেকেছেন এবং তাঁর খলিফা নিয়োগ হয়েছেন। ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করেছেন। সেইসঙ্গে আবার শাহাদাতের মর্যাদা।
হযরত ওমর রাযি. বললেন, আমি পছন্দ করলাম যে, আমি দায়িত্ব থেকে স্বাভাবিকভাবেই বের হয়েছি। যে অবস্থায় আমার ওপর কারো কোনো চাওয়া পাওয়া নেই।

যুবকটি চলে যাচ্ছিলো, তার লুঙ্গি জমিন স্পর্শ করে চলছিলো। ওমর রাযি. বললেন, বালকটিকে আমার নিকট নিয়ে আসো। বালকটি তাঁর নিকট ফিরে এলে ওমর রাযি. তাকে বললেন, হে আমার ভাতিজা! তোমার কাপড় উঠাও। এটি তোমার কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে সহায়ক হবে। তোমার প্রতিপালকের প্রতি পরহেযগারীর ব্যাপারেও সহায়ক হবে।

অতঃপর ওমর রাযি.এর ওপর যন্ত্রণা বেড়ে গেলো এবং তাকে কষ্ট আচ্ছন্ন করে ফেললো। তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বলেন, আমার পিতা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে আমি তাঁর মাথা ধরে আমার কোলে রাখলাম। অতঃপর সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে বললেন, আমার মাথা জমিনে রাখো। পূনরায় তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। যখন সংজ্ঞা ফিরে পেলেন, তখনও তার মাথা আমার কোলে। তিনি তখনো তাঁর মাথা জমিনে রাখতে বললেন।

আমি বললাম– হে আমার পিতা! জমিন ও আমার কোল একই কথা। তিনি বললেন, আমার মুখমণ্ডল মাটির ওপর রাখো। হয়তো আল্লাহ আমার ওপর মেহেরবানী করবেন। যখন আমার প্রাণবায়ু গ্রহণ করা হবে, তখন তোমরা আমাকে দাফন করতে দেরি করবে না। কেননা ভালো হলে তোমরা আমাকে তার নিকট অগ্রগামী করলে। আর মন্দ হলে তোমরা তোমাদের কাঁধ থেকে তাকে রেখে দিলে।

অতঃপর তিনি বললেন, যদি ওমরকে মাফ না করা হয়, তাহলে ওমর এবং তার মাতার জন্য আফসোস। এরপর ওমর রাযি.-এর শ্বাস-প্রশ্বাস সংকীর্ণ হয়ে আসলো এবং মৃত্যুযন্ত্রণা বেড়ে গেলো। অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করলেন। তাঁরা তাঁকে তার দুই সাথীর পাশে দাফন করলেন। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর পাশে।

হ্যাঁ ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি. ইন্তেকাল করলেন। কিন্তু তাঁর কীর্তি মৃত্যুবরণ করেনি। তিনি নেক আমলের ওপর অগ্রগামী হয়েছেন ও উচ্চমর্যাদার ওপর অগ্রগামী হয়েছেন। কবরে তাঁর সাথী হলো কুরআন শরীফ তেলাওয়াত এবং সাথী হলো দয়াময় আল্লাহর ভয়ে তাঁর ক্রন্দন। তাঁর নামাজ তার বিষণ্নতার সময়ে আনন্দ দিবে, তার জিহাদ তাকে উচ্চস্তরে উন্নীত করবে। তিনি দুনিয়ায় সামান্য দুর্দশাগ্রস্ত হলেও আখিরাতে স্থায়ী আরাম ভোগ করবেন।

নবী কারীম সা. তাকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের মধ্যে গণ্য করেছেন। রাসূল সা. ইরশাদ করেন–

بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِيْ فِي الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَاَةٌ تَتَوَضَّأُ اِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ اَعَلَيْكَ اَغَارُ يَا رَسُوْلَ اللهِ.

একবার আমি স্বপ্নে নিজেকে জান্নাতের মধ্যে দেখতে পেলাম। হঠাৎ এক রমণী একটি অট্টালিকার পাশে ওযু করছিলো। আমি আরয করলাম, এই অট্টালিকার পাশের রমণী কার জন্য? তারা বললো, ওমরের জন্য। তখন আমি তাঁর আত্মসম্মানবোধের কথা স্মরণ করে ফিরে আসলাম। এ কথা শুনে ওমর রাযি. কাঁদলেন এবং বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে তা ঈর্ষান্বিত করেছে? [বুখারী শরীফ]

আস্থা...

বান্দার আস্থা আল্লাহর কুদরত ও তার জ্ঞানের ওপর...; তার ক্ষমার প্রশস্ততা এবং রহমতের ওপর। তিনি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। কেননা তারা অধিক আকাঙ্ক্ষা করে এবং মিনতি করে।

আবেদ ও পতিতার কান্না

সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত হাসান বসরি রহ. থেকে বর্ণিত, এক অনিন্দ্য সুন্দরী দেহপসারিণী ছিলো। সে একশ' দিনার ছাড়া কাউকেই তার দেহদান করতো না। একদিন এক আবেদ তাকে দেখে মুগ্ধ হলো। সে রূপসী পতিতার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য একশ' দিনার সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে কাজে বের হলো। অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে ওই পরিমাণ টাকা উপার্জন করে তার কাছে এসে মনের কথা খুলে বললো। সে বললো, তোমার রূপ-সৌন্দর্য আমাকে ভীষণ মুগ্ধ করেছে। অনেক পরিশ্রমের পর তোমার কাঙ্ক্ষিত দিনার সঞ্চয় করে এনেছি। পতিতা বললো, তাহলে ঘরে চলো। তার কথামতো আবেদ নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করলো। মহিলা ঘরের অভ্যন্তরে রক্ষিত সোনারখাটে উপবেশন করে আবেদকে আহ্বান করলো।

পতিতার আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে আবেদ তার বিশেষ স্থানের কাছে বসে পড়লো। এ সময় অকস্মাৎ আল্লাহ তায়ালার শাস্তির কথা স্মরণ হলো এবং তার মধ্যে ভীষণ কম্পন শুরু হলো। আবেদ পাপকর্ম থেকে বিরত থেকে তাকে বললো, তুমি একশ' দিনার রেখে আমাকে ছেড়ে দাও।

পতিতা বললো, একি হয়েছে তোমার? তুমি না বলেছিলে, আমার রূপলাবণ্য তোমাকে মুগ্ধ করেছে। আমাকে ভোগ করতে অনেক কষ্টক্লেশ করে একশ' দিনার জমা করেছো। এখন আমাকে হাতের নাগালে পেয়েও একি বলছো? আবেদ বললো, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার ভয় ও শঙ্কায় এখন তুমি আমার কাছে ঘৃণিত ও নিন্দিত। এমনকি সবমানুষের চাইতে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ও উপেক্ষিত।

পতিতা বললো, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে তুমি ছাড়া আমার আর কোনো স্বামী নেই।
আবেদ বললো– আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাই।

পতিতা বললো– না আমাকে বিয়ে করা ছাড়া তোমাকে ছাড়বো না। আবেদ বললো, না, বের না হওয়া পর্যন্ত সম্ভব নয়।
পতিতা বললো, তোমার ওপর আমার দাবি রইলো। যদি কখনও তোমার কাছে ফিরে আসি তবে আমাকে বিয়ে করবে?
আবেদ বললো– হতে পারে। অতঃপর আবেদ কাপড় দিয়ে নিজের মুখ আবৃত করে নিজ এলাকার উদ্দেশ্যে গমন করলো।

এদিকে পতিতা তার পতিতাবৃত্তি থেকে তওবা করে পূর্ণ শরীয়তসম্মতভাবে জীবনযাপন শুরু করলো এবং সে আবেদের খোঁজে তার এলাকায় এসে আবেদের নাম ও বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করলো। তাকে আবেদের বাড়ি দেখিয়ে দেয়া হলো। আবেদকে এ মর্মে সংবাদ দেয়া হলো যে, আপনার কাছে এক সুন্দরী সম্রাজ্ঞী এসেছে। আবেদ তাকে দেখে এমন দীর্ঘশ্বাস ফেললো যে, মহিলার সামনেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।
এ অবস্থা দেখে মহিলা বললো, এ মহামানবটি আমার হাতছাড়া হয়ে গেলো। তার কোনো নিকটাত্মীয় আছে কি?

লোকজন বললো, তাঁর এক দরিদ্র ভাই আছে। মহিলা বললো, তার ভাইয়ের ভালোবাসার টানে এ দরিদ্রকেই আমি বিয়ে করবো। অবশেষে সে আবেদের দরিদ্র ভাইকেই পতিতাবৃত্তি থেকে তওবাকারী রূপসী রাণী বিয়ে করলো। [কিতাবুত্তাওয়াইবনে/৬৩]

ইনসাফ...
পরহেজগার সৎচরিত্রা মুমিন নারী হুরদের থেকেও উত্তম...
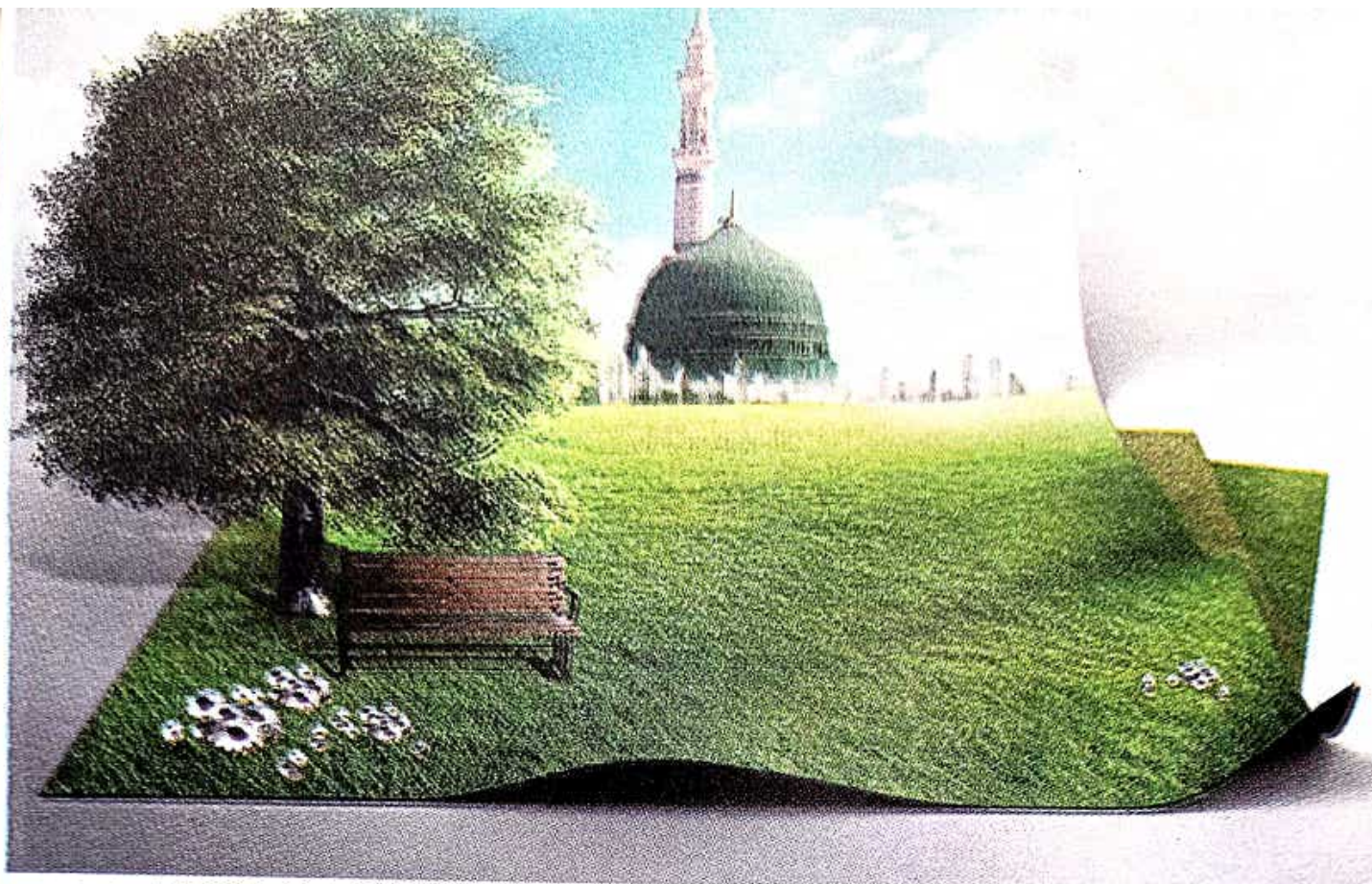
পরকালের ভয়ে নবীজীর কান্না

আল্লাহর রহমতসমূহের একটি হলো, তিনি বাদি-বিবাদির মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন। তিনি মজলুমকে বলবেন, সে যেনো জালিমকে ক্ষমা করে দেয়। পক্ষান্তরে তিনি মজলুমকে সন্তুষ্ট করে দিবেন।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসে ছিলাম। দেখলাম, তিনি এমনভাবে হাসছেন যে, তাঁর দু'পাশের দাঁত মুবারক বের হয়ে আসছে।

প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেনো হাসছেন? তিনি বললেন, আমার উম্মতের দু'জন ব্যক্তি আমার রবের সামনে মুকাদ্দমা পেশ করবে। তাদের একজন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার বিবাদী থেকে আমার হক আদায় করে দিন।

আল্লাহ তায়ালা বিবাদীকে বলবেন, তুমি তোমার বাদির হক দিয়ে দাও। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমারতো আর কোনো নেকি অবশিষ্ট নেই। তখন বাদি বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আমার কিছু গুনাহের বোঝা তাকে দিয়ে দিন।

এ কথা বলার সময় রাসূল সা.-এর দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছিলো। তারপর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এই দুনিয়ার যিন্দেগী এমন একটি দিনের জন্য, যেদিন মানুষ তার পাপের বোঝা হালকা করতে চাইবে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বাদিকে বলবেন, তুমি ওপরের দিকে তাকাও। তখন সে তার মাথা ওপরের দিকে উঠিয়ে বলবে, হে প্রতিপালক! আমি তো স্বর্ণের শহর, প্রাসাদ এবং মণি-মুক্তার সিংহাসন দেখছি। এসব কিছু কোন নবীর জন্য? কোন সত্যবাদির জন্য? নাকি কোনো শহীদের জন্য?

আল্লাহ তায়ালা বলবেন, যে আমাকে এসবের মূল্য দিবে তার জন্য।
সে বলবে, হে প্রতিপালক! এর মূল্য কে দিতে পারবে?
আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমিই তো এসবের মূল্যের মালিক।
সে বলবে, তাহলে সেটা কী, হে আমার মালিক?
তিনি বলবেন, তুমি তোমার ভাইকে ক্ষমা করে দাও। এটাই এসবকিছুর মূল্য।
তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।

আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি তোমার ভাইয়ের হাত ধরো এবং তাকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।
অতঃপর রাসূল সা. বললেন, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো। নিজেদের মধ্যে সন্ধি ও ফায়সালা কামনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন মুমিনদের মধ্যে সন্ধি ও সমাধানের ব্যবস্থা করবেন। [বুখারী শরীফ]

নছীহত...

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টায় এগিয়ে যাও...
যদিও খেজুরের একটি অংশ দ্বারাই হোক না কেনো।

মায়েয ইবনে মালেক রাযি.-এর কান্না

মায়েয ইবনে মালেক রাযি. একজন সাহাবী ছিলেন। একদিন শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো। শয়তান তাকে একজন আনসারের বাঁদীর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করলো। তিনি বাঁদীকে লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে গেলেন। যেখানে শয়তান ছিলো তৃতীয় জন। সুতরাং শয়তান উভয়কে ফুসলালো এবং একজনকে অন্য জনের প্রতি আকৃষ্ট করে তুললো। এমনকি উভয়ে অপকর্মে লিপ্ত হলো। অতঃপর মায়েয রাযি. যখন তার অপকর্ম শেষ করলো, শয়তান চলে গেলো।

তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং নফসের হিসেব নিতে লাগলেন। নফসকে ভৎর্সনা করলেন এবং আল্লাহ তায়ালার আযাবকে ভয় করতে লাগলেন। তাঁর জীবন সংকীর্ণ হয়ে আসলো। তাঁর পাপ তাকে বেষ্টন করে নিলো। মনে হচ্ছিলো পাপ তাঁর অন্তরকে পুড়িয়ে দিয়েছে। তিনি দ্রুত নফসের চিকিৎসকের নিকট আসলেন। তিনি তাঁর সামনে বসলেন এবং কৃতকর্মের জন্য হা-হুতাশ করে বলতে লাগলেন— হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করে ফেলেছি, আমাকে পবিত্র করুন। রাসূল সা. তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি সেদিক দিয়েই রাসূল সা.-এর সামনে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি, আমাকে পবিত্র করুন।

রাসূল সা. বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি ফিরে যাও। আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং তাওবা করো। এতে তিনি চলে যান। বেশি দূর যেতে পারেননি। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে আবারো রাসূল সা.-এর কাছে ফিরে আসেন। তখন তিনি ছিলেন আল্লাহর ভয়ে কম্পমান। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে পবিত্র করুন।

তিনি বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি ফিরে যাও। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। একথা শুনে তিনি চলে যান। অল্প দূর যেতেই আবার ফিরে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে পবিত্র করুন।

এতে রাসূল সা. রাগান্বিত হয়ে বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি যিনা দ্বারা কী বুঝাতে চাচ্ছো? এবার তাকে বের করে দেয়ার আদেশ করলেন।

সুতরাং তাকে টেনে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু তিনি তো নিজেকে পবিত্র করতে এসেছেন। তাঁর অন্তরে তখন আল্লাহর দরবারে পাপী হয়ে উপস্থিত হওয়ার ভয় তোলপাড় করছিলো। তাঁকে অস্থির করে রাখছিলো। যে কোনো মূল্যে তাঁকে পবিত্র হতে হবে। নতুবা মহা পরাক্রমশালী মালিকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সাহস তাঁর নেই।

সুতরাং তাঁকে আবারো ফিরে আসতে হলো। তিনি পুনরায় ফিরে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি, আমাকে পবিত্র করুন।

রাসূল সা. বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। যিনা দ্বারা তুমি কী বুঝাতে চাচ্ছো? অতঃপর তাঁকে বের করে দেয়ার আদেশ করলেন। সুতরাং তাঁকে টেনে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু কিছুতেই তিনি ফিরে যাবার নন। ক্ষমা যে তাঁকে পেতেই হবে। আল্লাহর ভয় তাঁকে তৃতীয়বার, চতুর্থবার ফিরে আসতে বাধ্য করলো। এভাবে সে যখন বারবার ফিরে আসতে লাগলো, রাসূল সা. উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি পাগল?

সকলে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জানা মতে তার মধ্যে এ ধরনের কোনো সমস্যা নেই।
রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মদ পান করেছে?

তখন এক লোক দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে গেলো এবং ঘ্রাণ নিলো। কিন্তু কোনো মদের গন্ধ পেলো না।

রাসূল সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো যিনা কী জিনিস?
তখন তিনি মাথা নিচু করে অশ্রুসজল নয়নে বললেন– হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হারামভাবে একজন মহিলার সাথে মিলিত হয়েছি। যেমনটি একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে বৈধভাবে করে থাকে।

রাসূল সা. বললেন, তুমি এই বর্ণনার দ্বারা কী বুঝাতে চাচ্ছো?
তিনি বললেন, আমার উদ্দেশ্য হলো আপনি আমাকে পবিত্র করুন। রাসূল সা. বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। এরপর তিনি তাঁর ব্যাপারে রজমের আদেশ করলেন। তাঁকে রজম করা হলো এবং এতে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

যখন তাঁর জানাযা হলো এবং দাফন করা হলো, তখন রাসূল সা. কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তার কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কোনো একজন সাহাবী কবরের দিকে ইশারা করে অন্য একজনকে বলছিলেন, দেখো কোন ধরনের লোক! আল্লাহ তায়ালা যাকে গোপন রাখছিলেন, সে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে দিলো। যার ফলে কুকুরের মতো পাথর খেয়ে মরলো।

এ কথা শুনে রাসূল সা. চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ চললেন এবং একটি মৃত গাধার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যেটি সূর্যের তাপে ঝলসে গিয়েছিলো। ফলে সেটি ফেটে পা-দুটি উপরের দিকে উঠেছিলো।
রাসূল সা. মন্তব্যকারী দু'জন সাহাবীর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, অমুক এবং অমুক কোথায়? তারা বললেন, আমরা এখানে হে আল্লাহর রাসূল!
তিনি বললেন, যাও তোমরা এই মৃত গাধার গোশত খাও। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ক্ষমা করুন। কে এই মৃত গাধার পঁচা গোশত খাবে?

রাসূল সা. বললেন, একটু আগে তোমরা তোমার ভাইয়ের সম্মানহানি করে যা ভক্ষণ করেছো, তা এই মৃত প্রাণি খাওয়া থেকেও জঘন্য। সে এমন তাওবা করেছে যে, তার তাওবা যদি গোটা উম্মতের ওপর বণ্টন করে দেয়া হয়, তাহলে সকলের জন্য যথেষ্ট হবে। ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই সে এখন জান্নাতের ঝর্ণাগুলোতে সাঁতরে বেড়াচ্ছে।

প্রত্যাবর্তণ...

কতই না সৌভাগ্যবান মায়েয ইবনে মালেক। তার তাওবা তার এবং তার রবের মধ্যকার পর্দাকে ছিন্ন করে দিয়েছে। সে এমন তাওবা করেছে যে, তার তাওবা গোটা উম্মতের মধ্যে বণ্টন করে দিলেও সবার জন্য যথেষ্ট হবে।

নাফরমান বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা

একবার হযরত মুসা আ.-এর যামানায় বনী ইসরাঈলদের মাঝে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মানুষজন একত্রিত হয়ে হযরত মুসা আ. -এর নিকট আবেদন করলো– হে আল্লাহর নবী! আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন; তিনি যেন আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

হযরত মুসা আ. আবদার অনুযায়ী তাদেরকে সাথে নিয়ে মাঠে গেলেন। তারা সংখ্যায় সত্তর হাজারেরও অধিক ছিলো। তিনি তাদের নিয়ে দোয়া করলেন– ইয়া ইলাহী! আপনি আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আমাদের ওপর রহমতের ধারা বর্ষণ করুন। দুগ্ধ শিশু, চুতষ্পদ প্রাণী ও নামাযি বৃদ্ধদের উসিলায় আমাদের ওপর রহম করুন।

কিন্তু একি! হযরত মুসা আ.-এর দোয়ার পর আকাশ আরো পরিষ্কার মেঘমুক্ত হয়ে গেলো এবং সূর্যের আলো আগের চেয়ে প্রখর হলো। এ অবস্থা দেখে হযরত মুসা আ. কায়োমনোবাক্যে আবেদন করলেন– হে আমার মাওলা! আমার ইজ্জত সম্মান যদি আপনার নিকট কমে গিয়ে থাকে, তাহলে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সা.-এর উসিলায় অনুরোধ করছি। যাঁকে আপনি সর্বশেষ নবী হিসেবে শেষ যামানায় পাঠাবেন। আপনি আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। হে আমার মালিক! আপনি আমাকে বে-ইজ্জতি করবেন না।

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে ওহী আসলো– হে মুসা! আপনার সম্মান আমার নিকট কমেনি। আপনার ইজ্জতও কমেনি। কিন্তু আপনাদের মাঝে এমন এক বান্দা রয়েছে, যে আজ চল্লিশ বছর যাবত গুনাহের মাধ্যমে আমার সাথে মুকাবেলা করে আসছে। আপনি লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দিন, যাতে সে আপনাদের থেকে বের হয়ে যায়। শুধু তার কারণে বৃষ্টি বন্ধ রেখেছি।

হযরত মুসা আ. তা-ই করলেন। তিনি সবার মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন। ঘোষণা শুনে লোকটি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো, আমি যদি মানুষের মধ্য হতে বের হয়ে যাই, তাহলে সবার সামনে অপদস্ত হবো। আর যদি না বের হই, তাহলে আমার কারণে সকল মানুষ বৃষ্টি হতে বঞ্চিত হবে। এসব ভাবতে ভাবতে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সে নিজের মুখমণ্ডল ঢেকে নিলো।

অতঃপর আল্লাহর প্রতি মনযোগী হয়ে বলতে লাগলো– আয় মেরে মাওলা! চল্লিশ বছর যাবত তোমার নাফরমানি করছি। আমার দিন রাত তোমার নাফরমানিতে অতিবাহিত করেছি। তুমি আমাকে সুযোগ দিয়েছ। এখন আমি লজ্জিত হয়ে একান্ত আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। অশ্রুসিক্ত নয়নে তোমার দরবারে হাজির হয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমাকে তুমি লজ্জিত করো না। আমার জন্য অন্যদের কষ্ট দিয়ো না। তুমি মুসা আ.-এর দোয়া কবুল করে নাও। সকলের দোয়া কবুল করে নাও।

দোয়া তখনো শেষ হয়নি, তার কান্না তখনো থামেনি। এরই মধ্যে আকাশে এক খণ্ড সাদা মেঘ দেখা দেয়। সেইসঙ্গে প্রবল বর্ষণ। যেন কলসের মুখ খুলে দেয়া হয়েছে।

এ দৃশ্য দেখে হযরত মুসা আ. দরখাস্ত করলেন, হে আল্লাহ! এখনও তো আমাদের থেকে কেউ বের হয়নি। তাহলে বৃষ্টি কোত্থেকে এলো?
ইরশাদ হলো– হে মুসা! যার কারণে বৃষ্টি বন্ধ ছিলো, তার কারণেই এখন বৃষ্টি হচ্ছে।

তিনি বললেন– হে রহস্যের আধার; আমার মালিক! তোমার ওই বান্দার সাথে আমার সাক্ষাত করিয়ে দাও।

ইরশাদ হলো– হে মুসা! যখন সে আমার নাফরমান ছিলো তখনতো আমি তাকে অপদস্ত করিনি। তাকে এবং তার অন্যায়কে গোপন রেখেছি।

তাহলে এখন কিভাবে তাকে পরিচয় করিয়ে অপদস্ত করবো? কেননা এখন তো সে আমার একান্ত অনুগত বান্দা...।

[নুজহাতুল বাসাতিন ও ইবনে কুদামার কিতাবুত তাওয়াইবনে]

ফিরে এসো...

ভুল হয়েছে, স্বীকার করো। অন্যায় করেছো, ক্ষমা প্রার্থনা করো...

একমাত্র এটাই এমন দরবার; যেখানে শতবার অন্যায় করেও ফিরে আসা যায়। এটা এমন মালিকের দরবার, যেখানে তাওবার মাধ্যমে প্রত্যাবর্তণকারী পাপীকে সাদরে আপন করে নেয়া হয়...

মৃত্যু থেকে পালায়নপর মন্ত্রী

দাউদ আ.-এর একজন বুযুর্গ মন্ত্রী ছিলো। যখন দাউদ আ. ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি তাঁর পুত্র সুলাইমান আ.-এর মন্ত্রী হন।

একদিন সুলাইমান আ. সকাল বেলা মজলিসে বসা। তাঁর কাছেই বসা সেই বুযুর্গ মন্ত্রী। হঠাৎ সেখানে এক লোক প্রবেশ করলো এবং সালাম দিলো। অতঃপর সে সুলাইমান আ.-এর সাথে কথা বলতে শুরু করলো। কিন্তু তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো মন্ত্রীর দিকে। এতে মন্ত্রী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। হযরত সুলাইমান আ.-এর সাথে কথা বলে লোকটি যখন বের হয়ে গেলো, মন্ত্রী দাঁড়িয়ে সুলাইমান আ.কে জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর নবী! আপনার নিকট থেকে যে লোকটি বের হয়ে গেলো, সে কে? আল্লাহর কসম! তার দৃষ্টি আমাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দিয়েছে।

সুলাইমান আ. বললেন, সে মালাকুল মউত। সে একজন লোকের আকৃতি ধারণ করে আমার নিকট এসেছে।

মন্ত্রী এ কথা শুনে আরো সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন এবং কাঁদতে শুরু করেন। মনে মনে বলতে থাকেন, হায় আল্লাহ! আমি তো মৃত্যুর কোনো প্রস্তুতিই গ্রহণ করিনি। আমি কিভাবে মহাপরাক্রমশালী মালিকের সামনে উপস্থিত হবো। আমার তো সময়ের প্রয়োজন, সফরের সামানা প্রয়োজন, পরকালের সম্বল প্রয়োজন।

অথচ তিনি ছিলেন দাউদ আলাইহিস সালামে নৈকট্যপ্রাপ্ত মন্ত্রী। স্বীকৃত বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। সেই সঙ্গে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাহচর্যপ্রাপ্ত মন্ত্রী। একই সঙ্গে দুইজন মর্যাদাবান নবীর সাহাবী হয়েও আল্লাহর ভয়ে পরকালের প্রস্তুতি নিতে মৃত্যু থেকে পালায়ন করতে চাচ্ছেন। হায়, আফসোস নিজের ওপর... হাজারো পাপের পাপী হয়েও কী প্রস্তুতি নিয়েছি? মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে পেশ করার মতো কী সঙ্গে নিয়েছি।

মন্ত্রী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বললেন– হে আল্লাহর নবী! আল্লাহর দোহাই দিয়ে আপনার নিকট দরখাস্ত করছি, আপনি বাতাসকে আদেশ করুন আমাকে যেনো হিন্দুস্তানের দূরবর্তী কোনো স্থানে নিয়ে যায়।

সুলাইমান আ. বাতাসকে আদেশ করলেন। হুকুম পেয়ে বাতাস তাকে সেখানেই নিয়ে গেলো, যেখানে গিয়ে সে মৃত্যু থেকে বাঁচতে চেয়েছিলো। পরদিনও মালাকুল মউত সুলাইমান আ.-এর নিকট আসলো এবং সালাম দিলো। যেমনটি সে গতকাল করেছিলো। সুলাইমান আ. তাকে বললেন, গতকাল তো তুমি আমার মন্ত্রীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে ফেলেছো। কেনো তুমি তোমার দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ করে রেখেছিলে?

মালাকুল মউত বললো– হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার নিকট গতকাল সকালে এসেছিলাম। অথচ আল্লাহ তায়ালা আমাকে যোহরের পর হিন্দুস্তানে তার জান কবজ করতে আদেশ করেছিলেন। আমি তাকে আপনার নিকট দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। তাই তার দিকে অমন করে তাকিয়ে ছিলাম।

সুলাইমান আ. জিজ্ঞেস করলেন, তখন তুমি কী করলে?
মালাকুল মউত বললো, আমি ওই স্থানে গেলাম যেখানে আল্লাহ তায়ালা আমাকে তার জান কবজ করার আদেশ করেছেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম সে সেখানে উপস্থিত এবং আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি তার রুহ কবজ করলাম। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

হ্যাঁ, শক্তিশালী বেষ্টনীতে গোটা মানব জাতিকে বেষ্টন করে রেখেছেন আল্লাহ তায়ালা। *[সূরা জুম'আ/৮]*
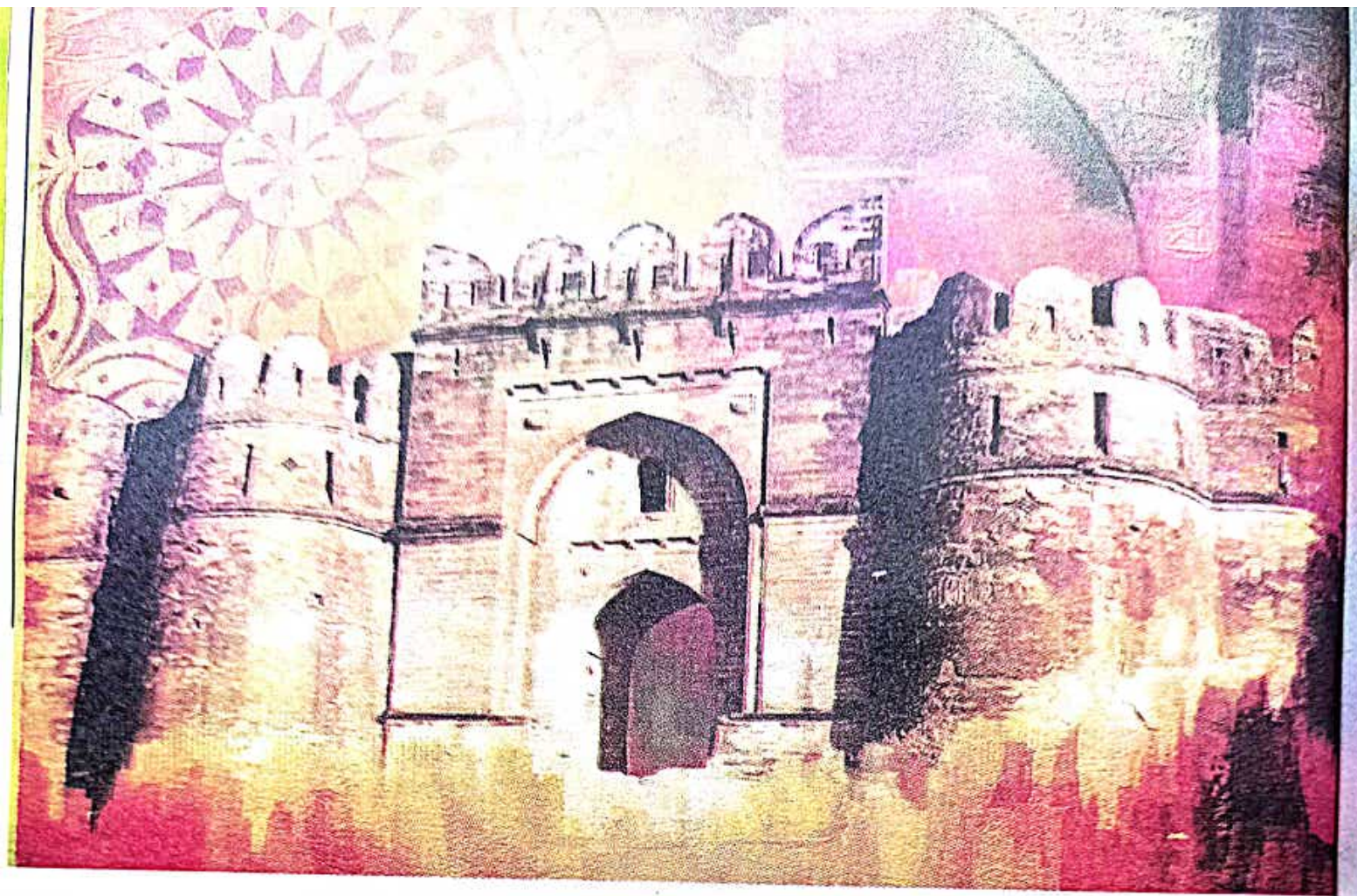
রাজা-বাদশাহ, উজির-মন্ত্রী, সম্ভ্রান্ত-নীচ, ধনী-গরীব এমনকি সম্মানিত ফেরেশতা, জিন-শয়তান, পশু-পাখি সবকিছুই সেই কুদরতী বেষ্টনির সামনে টিকে থাকতে অক্ষম। অবুঝ অবাধ্য বান্দাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়ে তিনি ইরশাদ করেন–

فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করো।

[সূরা আলে ইমরান/১৬৮]

আল্লাহ তায়ালা নিজের সক্ষমতা ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে বলেন–

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো, মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই। লোহার প্রাচীর ঘেরা দুর্গে লুকিয়ে থাকলেও। *[সূরা নিসা/৭৮]*

কোথায় সৈন্য-সামন্ত? কোথায় রাজত্ব? কোথায় প্রতিপত্তি? কোথায় প্রাসাদ? কোথায় সিংহাসন? কোথায় বাহাদুর? কোথায় বণিক? কোথায় ডাক্তার? কবি ঠিকই বলেছেন–

أَتَى عَلَى الْكُلِّ أَمْرٌ لَا مَرَدَّ لَهُ   حَتَّى قَضَوْا فَكَانَ الْقَوْمُ مَا كَانُوْا

وَصَارَ مَا كَانَ مِنْ مَلِكٍ وَمِنْ مُلْكٍ   كَمَا حُكِيَ عَنْ خِيَالِ الطِّيْفِ وَسِنَانٍ

এটি প্রত্যেকের কাছে আসে, কেউ পারে না ফিরাতে
যখন তার কাজ শেষ হয়ে যায়,
লোকজন যেমন ছিলো তেমনই রয়ে যায়।
আর রাজা ও রাজ্য হয়ে যায় তেমন;
তন্দ্রাচ্ছন্ন অলিক কল্পনাকারী যেমনটি বলে যায়।

শুরু...

হ্যাঁ বন্ধু, মৃত্যুই জীবনের শুরু....। সুতরাং অনন্ত জীবনের প্রস্তুতি নাও...!
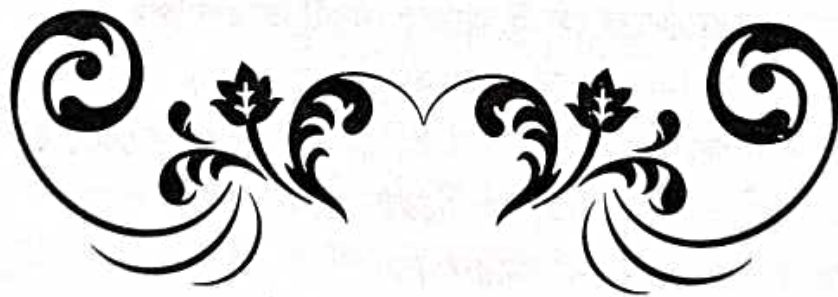
ইন্তেকালের সময় নবীজীর আল্লাহভীতি

রাসূল সা. যখন বিদায় হজ থেকে ফিরে এলেন, মরণব্যাধি তাঁর ওপর মারাত্মক আকার ধারণ করলো। দিনের পর দিন... প্রতিটি কথায়, প্রতিটি দৃষ্টিতে এই জগতকে তিনি বিদায় জানাচ্ছিলেন।

জরের মাত্রা বেড়ে গেলো এবং তিনি পরপারে চলে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন। তিনি মানুষজন থেকে বিদায় নিতে চাইলেন। তিনি মাথা উঠালেন এবং ফযল ইবনে আব্বাস রাযি.কে লোকজনকে মসজিদে জমায়েত করার আদেশ দিলেন। ফযল ইবনে আব্বাস রাযি. তাই করলেন। রাসূল সা. তাঁর কাঁধে ভর করে মিম্বরে আরোহণ করলেন। তারপর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণগান করে বললেন–

হামদ ও সালাতের পর কথা হলো, হে মানবসকল! তোমাদের মধ্য থেকে অনেকেই আমার নিকটবর্তী হয়েছে। কিন্তু তাদের অনেককেই এখানে তোমাদের মধ্যে দেখছি না। সুতরাং শোনো! তোমাদের থেকে যার পিঠে আমি চাবুক দ্বারা আঘাত করেছি, এই নাও আমার পিঠ, প্রতিশোধ নিয়ে নাও। আমি যার থেকে মাল নিয়েছি, এই নাও আমার মাল, এ থেকে পাওনা পরিশোধ করে নাও। আমি যার সম্মানে আঘাত করেছি, এই আমার সম্মান, প্রতিশোধ নিয়ে নাও। কেউ যেনো এই কথা না বলে যে, আমি বিদ্বেষকে ভয় করি। জেনে রাখো! বিদ্বেষ আমার বৈশিষ্ট্য নয়। আর এটা আমার চরিত্রও নয়। তোমাদের মধ্য থেকে সে-ই আমার নিকট অধিক প্রিয়, যে আমার ওপর থাকা তার অধিকার নিয়ে নিবে। অথবা আমাকে মুক্তি দিবে। আমি আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাত করবো। আর কারো ওপর আমার কোনো দাবি নেই। *[হাদিসটি ইমাম তবরানী রহ. কাবীরের মধ্যে বর্ণনা করেন। আর আবু ইয়া'লা তার মুসনাদেও বর্ণনা করেন।]*

অতঃপর রাসূল সা. মিম্বর থেকে অবতরণ করেন এবং তাঁর বরকতময় ঘরের দিকে প্রস্থান করেন।

জর শুরু হলো এবং তাঁর শরীর মোবারক ক্ষয় হতে শুরু হলো। তিনি নিজের ওপর চাপ প্রয়োগ করে মানুষের সামনে বের হতেন এবং তাদের ইমামতি করতেন। সর্বশেষ শুক্রবার তিনি নিজের সাথীবর্গকে মাগরিবের নামায পড়ালেন। তারপর নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন।

এরপর থেকে জ্বর বেড়ে গেলো। তাঁর জন্য বিছানা পাতা হলো। তিনি তাতে শরীর মোবারক হেলিয়ে দিলেন এবং বিছানায়ই থাকতে লাগলেন। এরপর তার মরণব্যাধি প্রবল হয়ে গেলো এবং তিনি বিছানায়ই রয়ে গেলেন।

একদিন মানুষজন ইশার নামাজের জন্য সমবেত হলো। তারা তাদের ইমামতি করার জন্য আপন ইমাম নবীর অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু রাসূল সা.কে রোগব্যাধি দুর্বল করে দিয়েছে। তিনি বিছানা থেকে উঠার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সক্ষম হলেন না। এর কিছু সময় পর তাদের কেউ কেউ নামাজ নামাজ বলে আহ্বান করতে লাগলো। তখন রাসূল সা. তাদের আওয়াজ শুনলেন এবং তিনি নিজের আশপাশে তাকিয়ে বললেন, মানুষেরা নামাজ আদায় করছে?

তারা বললো– না, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি লক্ষ্য করলেন শরীর মেবারকের উত্তাপ তাঁকে উঠতে বাধাগ্রস্ত করছে। তিনি ইরশাদ করলেন, তোমরা আমার জন্য পাত্রে পানি নাও। তারা বড় একটি মশক থেকে ঠাণ্ডা পানি নিয়ে তার শরীর মোবারকে ঢালতে লাগলো। যখন তাঁর শরীর মুবারক ঠাণ্ডা হলো, সামান্য উদ্যম অনুভব করলেন, তখন তিনি হাত মুবারকের মাধ্যমে ইঙ্গিত করলেন, যথেষ্ট হয়েছে। তারা পানি ঢালা থামিয়ে দেয়। তিনি হাতের ওপর ভর করে উঠতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তিনি সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিলো, মানুষেরা কি নামাজ আদায় করেছে?

তাঁরা বললেন– না, হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার অপেক্ষায় আছে। তিনি ইরশাদ করেন, আমার জন্য বড় পাত্রে পানি রাখো। তারা পানি ঢালতে লাগলেন এবং তিনি গোসল করলেন। যখন তিনি কিছুটা উদ্যম অনুভব করলেন, তখন দাঁড়াতে চাইলেন। কিন্তু তিনি আবারো বেহুঁশ হয়ে গেলেন এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কিছু সময় অতিক্রম করলেন।

অতঃপর সংজ্ঞা ফিরে পেলে আবারও প্রথম প্রশ্ন– মানুষেরা কি নামাজ পড়েছে? তারা বললো– না, হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার অপেক্ষা করছে।

তিনি ইরশাদ করলেন, আমার জন্য বড় পাত্রে পানি রাখো। তারা পানি রাখলো এবং শরীর মুবারকে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিতে লাগলেন। তাঁরা প্রচুর পানি ঢাললো। যখন রাসূল সা. হাত মুবারক দ্বারা ইশারা করলেন, তারা পানি ঢালা হতে বিরত হলো।

এরপর তিনি দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে পরিশ্রান্ত হাতদ্বয়ের ওপর ভর করলেন। কিন্তু তিনি আবারও সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন।

তাঁর পরিবারবর্গ তাঁকে দেখছিলেন। তাঁদের অন্তর ছটফট করছিলো। চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হচ্ছিলো। এদিকে মানুষজন মসজিদে অবস্থান করে তাঁর অপেক্ষায় ছিলো এবং তারা তাঁকে ইমাম হিসেবে দেখার প্রতি আগ্রহী ছিলো। তাঁর তাকবিরের মাধ্যমে তাঁরা তাকবীর বলতে এবং রুকু ও সেজদা করার ইচ্ছায় অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু তিনি তো সংজ্ঞাহীন পড়ে আছেন।

দীর্ঘ সময় এ অবস্থায় থেকে সংজ্ঞা ফিরে পেলেন তিনি এবং বললেন, মানুষজন কি নামাজ আদায় করে নিয়েছে? তারা বললেন– না, হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার অপেক্ষায় রয়েছে।

এরপর তিনি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন জ্বর তাকে প্রচণ্ড দুর্বল করে দিয়েছে। হ্যাঁ, ব্যাধি ওই মুবারক শরীরকে দুর্বল করে দিয়েছে, যা দীনের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে। আজ জগতের প্রতিপালকের সান্নিধ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করছে ঐ শরীর মুবারক, যা ইবাদত থেকে তার স্বাদ আস্বাদন করেছে এবং জীবন থেকে কঠোরতা। যে শরীরের পাদ্বয় অধিক দাঁড়িয়ে থাকার কারণে বিদীর্ণ হয়েছে, আখিদ্বয় রহমানের ভয়ে ক্রন্দন করেছে, আল্লাহর রাস্তায় ভোগান্তির শিকার হয়েছে, ক্ষুধার্ত থেকেছে ও জিহাদ করেছে।

যখন রাসূল সা. অবস্থা অনুধাবন করলেন এবং তার শরীরে ব্যাধির স্থায়িত্ব লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি তাঁদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন– তোমরা আবু বকরকে আদেশ করো সে যেনো মানুষকে নামাজ পড়ায়।

তখন বেলাল রাযি. নামাজের ইকামত দিলেন এবং আবু বকর রাযি. অগ্রগামী হলেন। নবী সা. -এর মেহরাবে মানুষদের নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। তার ক্রন্দনের কারণে কেরাত শোনা যাচ্ছিলো না। এ অবস্থায় ইশার নামাজ শেষ হলো।

ভোরে মানুষজন ফজরের নামাজের জন্য সমবেত হলো। হযরত আবু বকর রাযি. তাদের ইমামতি করলেন। এরপর কয়েক ওয়াক্ত নামাজের জন্য মানুষেরা সমবেত হলো, আবু বকর রাযি. কয়েকদিন তাদের ইমামতি করলেন, যে অবস্থায় রাসূল সা. শয্যাশায়ী ছিলেন।

সোমবার যোহর অথবা আসরের সময় রাসূল সা. শরীরে শক্তি ফিরে পেলেন। তিনি আব্বাস ও আলী রাযি.কে ডাকলেন। তাদের উভয়কে নিজের ডান ও বাম পাশে নিয়ে ভর করলেন। তাদের ওপর ভর করে বাইরে এলেন। তখন তিনি পাদ্বয় জমিনে টেনে হিঁচড়ে চলছিলেন। তিনি তাঁর ঘর ও মসজিদের মাঝে ঝুলন্ত পর্দা সরালেন। তখন মাত্র জামাত দাঁড়িয়েছিলো এবং মানুষজন নামাজ পড়ছিলো।

রাসূল সা. তাঁর সাহাবীদের নামাজে সারিবদ্ধ দেখলেন। তিনি তাঁদের মুখমণ্ডল কল্যাণময় ও পবিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখলেন। কতবার তিনি এই উত্তম ব্যক্তিদের ইমামতি করেছেন, তাঁদের সাথে মিলে জিহাদ করেছেন, তাঁদের সাথে বসেছেন, অনেক রাত তিনি ও তাঁরা দণ্ডায়মান অবস্থায় কাটিয়েছেন। কতদিন তিনি ও তাঁরা সিয়াম সাধনা করেছেন, তাঁরা মুসীবতের সময় তাঁর সংস্পর্শে থেকে ধৈর্য ধরেছেন। তাঁরা তাঁর সাথে থেকে দোয়ার প্রতি নিবেদিত
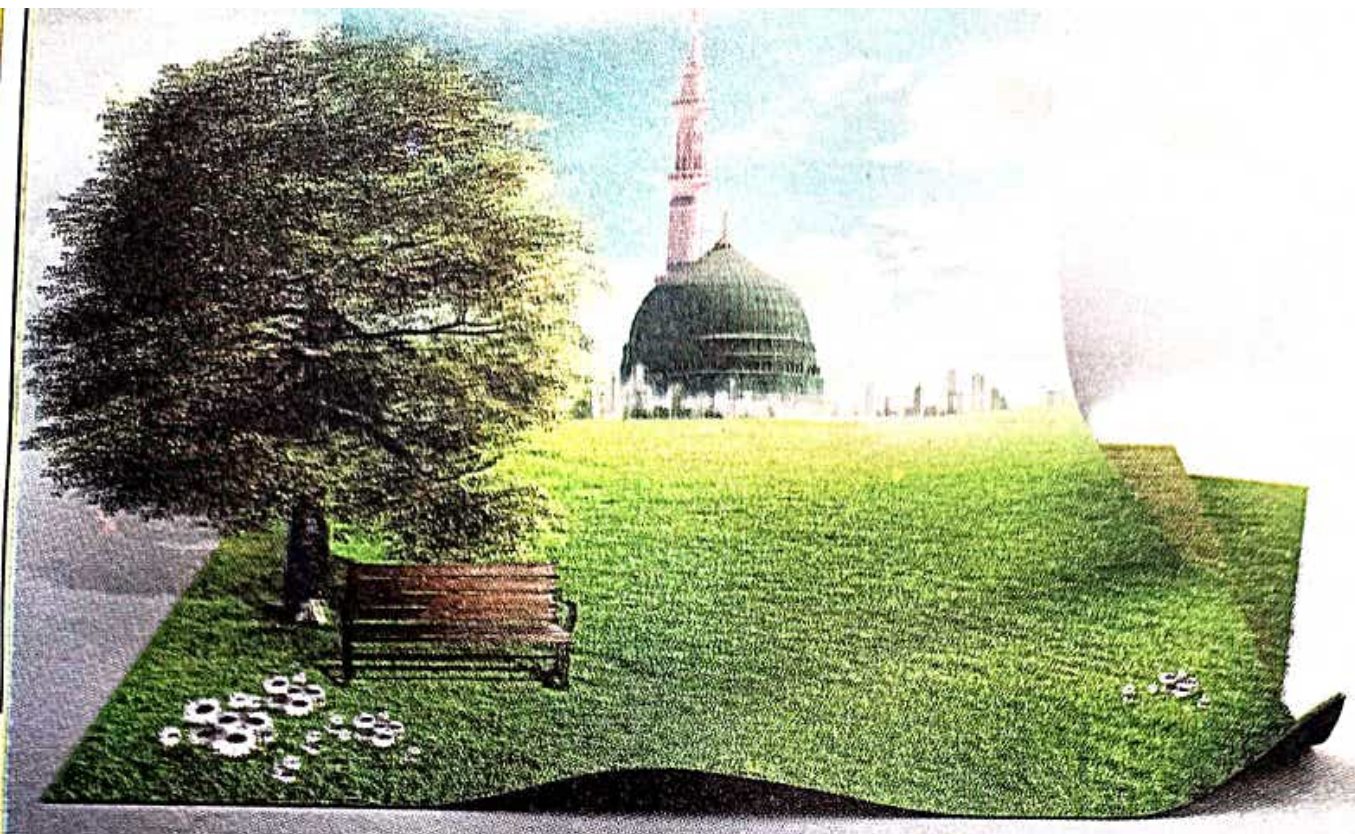
হয়েছেন। দীনের স্বার্থে পরিবারবর্গ ও ভাই-বেরাদার ছেড়েছেন, প্রিয়জন ও মাতৃভুমি ছেড়ে গিয়েছেন। যাদের অনেকেই যিন্দেগী অতিক্রম করে ফেলেছেন, কেউবা আবার অপেক্ষমান।

এইতো তিনি আজ তাঁদের ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমাবেন। যেখানে বসবাস করার প্রতি তিনি তাদেরকে কতই না সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি তাঁদের নামাজরত দেখে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। তখন তার মুখাবয়ব অর্ধচন্দ্রের মতো দেখা যাচ্ছিলো। এরপর তিনি পর্দা ছেড়ে দিলেন এবং বিছানায় ফিরে এলেন। তখনই মৃত্যু কাজ সম্পাদনকারী ফেরেশতা অবতরণ করলেন। সর্বাধিক পরিশুদ্ধ ও পবিত্র সৃষ্টরূহ কবজ করার জন্য।

মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হলো। যা তাঁর পবিত্র রূহ ও শরীর মুবারকের সাথে লড়ছি-লা।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. ইরশাদ করেন, আমি রাসূল সা.-এর মৃত্যুকালে দেখলাম, তাঁর নিকট পানি ভর্তি পাত্র ছিলো। তিনি হাতদ্বয় পাত্রে ঢুকিয়ে মুখমণ্ডল পনি দিয়ে মুছছিলেন। বলছিলেন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যুর যন্ত্রণা রয়েছে। ফাতিমা রাযি. কাঁদতে লাগলেন ও বলতে লাগলেন– ওহ! আমার পিতার কষ্ট হচ্ছে। রাসূল সা. তাঁর দিকে

ফিরে বললেন– আজকের পর তোমার পিতার ওপর আর কোনো কষ্ট হবে না। তখন আমি তাঁর চেহারা মুবারক মুছে দিতে লাগলাম এবং তার আরোগ্যের জন্য দোয়া করতে লাগলাম। তিনি ইরশাদ করলেন– না বরং আমি আল্লাহর নিকট ওপরের বন্ধুদের সাথে মিলিত হওয়ার প্রার্থনা করছি। জিবরাইল, মিকাঈল ও ইসরাফিলের সাথে।

অতঃপর তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হতে লাগলো এবং মৃত্যুযন্ত্রণা বেড়ে গেলো। তিনি এমন কালিমার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন, যার মাধ্যমে দুনিয়াকে বিদায় জানালেন। তিনি ঐ বিষয় সম্পর্কে বলছিলেন, যা তাকে চিন্তিত করছি-লা। তিনি শিরকের প্রতিকৃতি থেকে সতর্ক করে বলছিলেন– আল্লাহ্ ইয়াহুদ ও নাসারাদের ওপর অভিসম্পাত করুন তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ রূপে গ্রহণ করে নিয়েছে। আল্লাহর ক্রোধ ঐ জাতির ওপর কঠোর হোক, যারা আপন নবীদের সমাধিকে মসজিদ বানায়। আর শেষ বাণী ছিলো, 'নামাজ নামাজ এবং তোমাদের ডান হাত যা অধিকার করেছে' (অর্থাৎ উভয়টির প্রতি যত্নবান হও)। এরপর আমার পিতা-মাতা ও আমার আত্মার কসম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করলেন।

ইন্তেকাল...

হ্যাঁ, ইন্তেকাল করলেন রাসূলগণের সরদার। পরহেযগারদের ইমাম, সমগ্র জগতের প্রতিপালকের মাহবুব ইন্তেকাল করলেন। তিনি এমতাবস্থায় বিদায় নিলেন যে, কেউই তার থেকে কোনো অন্যায় আচরণের দাবি করতে পারবে না। কাউকেই তিনি কোনো শব্দ দ্বারাও কষ্ট দেননি। তিনি ইন্তেকাল করলেন। কিন্তু হারাম সম্পদ দ্বারা অপবিত্র হননি এবং অদৃশ্য কোনো বিষয় ও পাপকার্যের মাধ্যমেও অপবিত্র হননি। বরং তিনি ছিলেন আল্লাহর দিকে আহবানকারী। তিনি তাঁর প্রতিপালকের ক্ষমার আশাবাদী ছিলেন। নামাজের ও রহমানের ইবাদতের আদেশ করতেন। শিরক ও মূর্তি থেকে নিষেধ করতেন। আমাদের প্রতিপালক তাঁর গুণাবলী সত্যায়ন করে বলেন–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ-

নিশ্চয়ই তোমাদের নিজদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।

[সূরা তাওবা/১২৮]
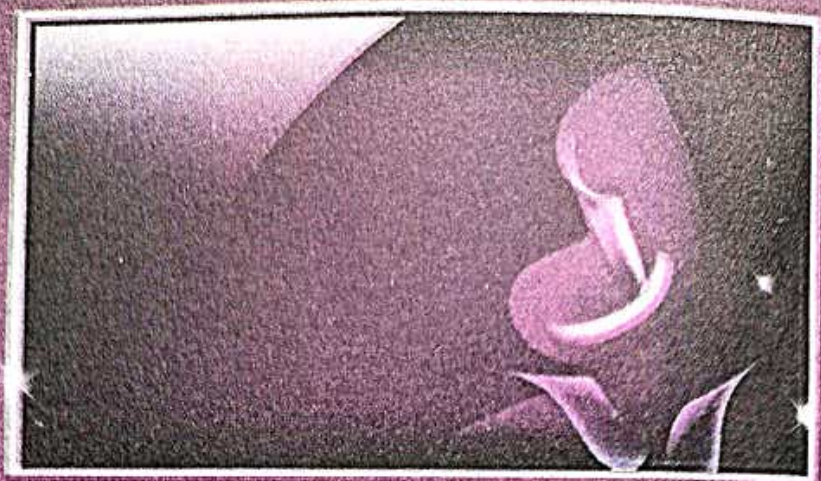
বাদশাহ হারুনুর রশিদের কান্না

বাদশাহ হারুনুর রশীদ নামেই সবাই তাকে চিনে। তিনি যে ভূখণ্ডের অধিকার লাভ করতেন, তা সৈন্যসামন্ত দিয়ে পরিপূর্ণ করতেন। তিনিই সে ব্যক্তি, যে মেঘমালার দিকে মাথা উঁচু করে দেখে দেখে বলতেন, তুমি হিন্দুস্থান বা চীন যেখানে ইচ্ছা বর্ষণ করো। আল্লাহর কসম, তুমি যে ভূমিতেই বৃষ্টি বর্ষণ করো, তা আমারই আয়ত্বে।

একদিন হারুনুর রশিদ শিকারে বের হয়ে এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে বাহলুল বলা হতো। বাদশাহ হারুনুর রশিদ বললেন, হে বাহলুল! আমাকে উপদেশ দাও।

সে বললো– হে আমিরুল মু'মিনীন! কোথায় আপনার পূর্বপুরুষেরা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে তোমার পিতা পর্যন্ত?
হারুন বললেন, তারা ইন্তেকাল করেছেন।

বাহলুল বললো, তাহলে তাদের অট্টালিকা কোথায়?
তিনি বললেন, ওই তো তাদের অট্টালিকা।
সে বললো, তাদের কবর কোথায়?
তিনি বললেন, এই যে তাদের কবর।

বাহলুল বললো, ওই যে তাদের অট্টালিকা এবং এই যে তাদের কবর, তাহলে তাদের অট্টালিকা তাদের কবরে কী কাজে আসলো?
হারুন বললেন, তুমি বাস্তব কথা বলেছো হে বাহলুল! আমাকে আরো কিছু উপদেশ দাও....

বাহলুল বললো, আপনার অট্টালিকা তো দুনিয়ায় প্রশস্ত। মৃত্যুর পরও যদি আপনার কবর প্রশস্ত হতো...। এ কথা শুনে বাদশাহ হারুনুর রশীদ খুব কাঁদলেন এবং বললেন, আরও বলো... বাহলুল! আরও বলো...।

বাহলুল বললো, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি ধরে নিন আপনি পারস্যের ধন-সম্পদের অধিকারী হলেন এবং অনেক বছর হায়াত পেলেন, এতে কি আসবে যাবে? কবর কি প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তির শেষ ঠিকানা নয়? এরপর কি এসব বিষয় সম্পর্কে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন না?
তখন বাদশাহ হারুনুর রশিদ বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই।
বাদশা হারুনুর রশিদ ফিরে গেলেন এবং অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন। কিছুদিন না যেতেই তার মৃত্যু উপস্থিত এবং মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন। তখন তিনি সৈন্যসামন্ত ও রক্ষকদের আওয়াজ দিলেন, আমার বাহিনী একত্রিত হও।

তারা তাঁর নিকট ঢাল-তরবারি নিয়ে আসলো, যাদের গণনা একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব ছিলো। তাদের প্রত্যেকেই তাঁর অনুগত ও আদেশের অধীনে ছিলো। যখন তিনি তাদের দেখতে পেলেন, তখন তিনি কাঁদলেন। আল্লাহর স্মরণে খুব কান্না করলেন। অতঃপর বললেন, হে ওই সত্তা! যার রাজত্ব শেষ হবে না, তুমি ওই ব্যক্তির ওপর রহমত বর্ষণ করো, যার রাজত্ব এইমাত্র শেষ হয়ে গেলো...

এরপর তিনি ক্রন্দন করতে করতে ইন্তেকাল করলেন। যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন তখন দুনিয়ার রাজত্ব পরিচালনাকারী এই বাদশাহকে বহন করে সংকীর্ণ গর্তে রেখে দেয়া হলো। তাঁর সাথে মন্ত্রীরা সঙ্গী হলো না। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তার সাথে আর থাকলো না। তাঁর সাথে তারা না খাবার পুঁতে দিলো, না তাঁর জন্য বিছানা দিলো। তাঁর ধনসম্পদ ও রাজত্ব কোনো কাজে আসলো না...

বিদায় বন্ধু...
যার কাছে যাচ্ছি সে-ই আপন...
তোমরা সবাই যাত্রাকালীন সফরসঙ্গী...

ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.

একবার ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. তাঁর পরিবারের কোনো এক লোকের জানাযায় বের হলেন। যখন তিনি তাকে কবরস্থ করলেন, তখন মানুষের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে মানবসকল! কবর আমাকে কাছে ডেকে বললো– হে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ! তুমি কি আমাকে প্রশ্ন করবে না যে, আমি মহব্বতের লোকদের সাথে কিরূপ আচরণ করবো?

আমি বললাম, অবশ্যই।
সে বললো, আমি কাফনগুলো ছিঁড়বো। শরীরগুলো বিদীর্ণ করবো। এরপর রক্ত শুষে নেবো। অতঃপর গোশত খাবো।

তুমি কি আমাকে প্রশ্ন করবে না, আমি অঙ্গসমূহের সাথে কিরূপ আচরণ করবো? আমি বললাম, অবশ্যই।

সে বললো, প্রথমে আমি উভয় হাতের তালু থেকে উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত খুলে ফেলবো। এরপর উভয় হাতের কনুই থেকে উভয় হাতের বাহু পর্যন্ত। এরপর বাহুদ্বয় থেকে নিতম্ব পর্যন্ত। এরপর নিতম্ব থেকে রান পর্যন্ত। এরপর রান থেকে উভয় পয়ের হাঁটু পর্যন্ত। এরপর উভয় হাঁটু থেকে উভয় পায়ের টাখনু এবং উভয় পায়ের টাখনু থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত খুলে ফেলবো।

এ কথা শুনে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. খুব কান্না করলেন। এরপর বললেন, সাবধান! শুনে রাখো! নিশ্চয়ই দুনিয়ার অবস্থান খুবই সীমিত। এরমধ্যে সম্মানিত ব্যক্তিরা অপদস্ত হবে এবং যুবকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। জীবিতরা মৃত্যুবরণ করবে। সুতরাং প্রতারিত সে-ই, যে দুনিয়ার চাকচিক্য দ্বারা ধোঁকা খায়। তাতে বসবাসকারীরা কোথায়, যারা তাতে বিভিন্ন শহর ও নগরী নির্মাণ করেছে? মাটি তাদের দেহের সাথে কিরূপ আচরণ করেছে? কীট-পতঙ্গ তাদের হাড়গুলো এবং অঙ্গসমূহের সাথে কী আচরণ করেছে? তারা দুনিয়াতে বড় খাটে থাকতো। পরিচ্ছন্ন বিছানায় অসংখ্য খাদেমদের মাঝে অবস্থান করতো। তারা তাদের খেদমত করতো। তারা এমন পরিবারের মাঝে অবস্থান করতো, যারা তাদের সম্মান করতো। সুতরাং যখন তুমি পথ অতিক্রম করো, তখন তাদেরকে ডাকো। তাদের বাড়ি থেকে তাদের কবর পর্যন্ত লক্ষ্য করো। তুমি তাদের ধনীদের জিজ্ঞেস করো। তাদের ধনাঢ্যতার কী কী উচ্ছিষ্ট বাকি আছে? তাদের দরিদ্রদের জিজ্ঞেস করো।

তাদের দারিদ্রতার কী কী নিদর্শন বাকি আছে? তুমি তাদের জিহ্বা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, যা দ্বারা তারা কথা বলতো। তাদের চোখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, যা দিয়ে তারা দেখতো। তুমি তাদের মসৃণ চামড়া, লাবণ্যময় চেহারা এবং সুঠাম দেহের ব্যাপারে প্রশ্ন করো। কীট-পতঙ্গ তার সাথে কী ব্যবহার করেছে? আজ তাদের চিহ্নও মুছে গেছে। গোশত খেয়ে ফেলেছে, চেহারা ধুলোয় ধূসরিত হয়েছে। সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে।

তাদের খাদেম এবং গোলামরা কোথায়? কোথায় তাদের সঞ্চয়কৃত সম্পদ আর খাযানাগুলো? আল্লাহ তায়ালার কসম! তাদের জন্য কোনো বিছানা প্রস্তুত করা হবে না। সেখানে কোনো সিংহাসনও থাকবে না। তারা কি নির্জনবাসে অবস্থান করবে না? সিক্ত নরম মাটির নিচে থাকবে না? অবশ্যই তাদের এবং আমলের মাঝে একটি দেয়াল থাকবে। তারা প্রিয়জন ও পরিবার পরিজন থেকে পৃথক থাকবে। আর অচিরেই তাদের স্ত্রীরা অন্যত্র বিবাহে অবদ্ধ হবে। তাদের ছেলে-সন্তানেরা বিভিন্ন পথ গ্রহণ করবে। নিকটাত্মীয়রা তাদের বাড়ি ঘর ও ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করে নিবে।

আল্লাহ তায়ালার কসম! তাদের মধ্যে কারো কারো কবর দৃষ্টির শেষসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হবে। সেখানে তাদের চাহিদা অনুযায়ী নেয়ামতরাজি দেয়া হবে। অতঃপর ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. অজোরে কাঁদলেন। কেঁদে কেঁদে বলেন, হে আগামীর কবরবাসীরা! দুনিয়ার কোন জিনিস তোমাদের ধোঁকায় ফেলেছে? কোথায় তোমার মসৃণ কাপড়? কোথায় তোমার সুগন্ধি? সিক্ত মাটির নিচে তুমি কেমন আছো?

অতঃপর ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. অজোরে কাঁদলেন। কেঁদে কেঁদে বলেন, হে আগামীর কবরবাসীরা! দুনিয়ার কোন জিনিস তোমাদের ধোঁকায় ফেলেছে? কোথায় তোমার মসৃণ কাপড়? কোথায় তোমার সুগন্ধি? সিক্ত মাটির নিচে তুমি কেমন আছো?

হায়! কে জানে নরখেকু কীটপতঙ্গ তোমার গাল থেকে খাওয়া শুরু করেছে না-কি অন্য কোথাও থেকে...! কে জানে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় মৃত্যুর ফেরেশতা কী নিয়ে আমার সামনে হাজির হবে? আমার রবের পক্ষ থেকে কোন বার্তা নিয়ে আমার কাছে আসবে...?

তিনি খুব কাঁদলেন। অতঃপর চলে গেলেন। এরপর তিনি এক সপ্তাহের মতো বেঁচে ছিলেন। তারপর ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

এসো এসো...

কবর তোমার বাড়ি। তুমি তা নির্মাণ করো। কিংবা তা বিরাণ করে দাও...
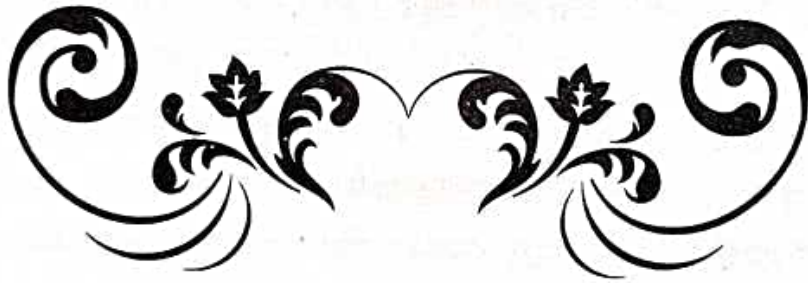
মৃত্যুর পর হৃদয়ের কান্না

বারা ইবনে আযেব রাযি. বলেন– একদা আমরা রাসূল সা.-এর সাথে জানাযার উদ্দেশ্যে বের হলাম। সেখানে রাসূল সা. কবরের কাছে বসেন। আমরাও তাঁর পাশে বসি। তখন আমাদের মনে হলো, আমাদের মাথার ওপর পাখি বসেছে। আর তিনি তার জন্য কবর খনন করলেন। এরপর তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো। আমরা বললাম–

نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

আমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

তারপর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে এবং আখেরাতে প্রবেশ করবে, তখন তার কাছে আসমান থেকে ফেরেশতা নেমে আসবে। তাদের চেহারা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকবে। যা দ্বারা তাকে কাফন দেয়া হবে এবং যে সুগন্ধি তার গায়ে লাগানো হবে, সবগুলোই আসবে জান্নাত থেকে। যখন তারা তার কাছে বসবে, তখন দৃষ্টি সম্প্রসারিত হবে। তাঁরা তার থেকে দূরে বসে থাকবে এবং তার রূহ বের হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকবে। অতঃপর মৃত্যুর ফেরেশতা আসবে। সে তার মাথার কাছে বসবে এবং বলবে, হে উত্তম আত্মার অধিকারী! তুমি আল্লাহ তায়ালার মাগফেরাত ও সন্তুষ্টির দিকে বের হও। ফলে সে বের হয়ে প্রবাহিত হবে।যেমনভাবে পানি পান করানোর সময় ফোঁটা ফোঁটা প্রবাহিত হয়। তার রূহ অত্যন্ত নরম, শান্ত এবং সুগন্ধের সাথে বের হবে। যেমন, শান্তভাবে মশক থেকে পানির ফোঁটা বের হয়।

এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে কবজ করবে। যখন সে তাকে কবজ করবে, তখন সে তা এক পলকের জন্য নিজের হাতে রাখবে না। বরং কবজ করে তা ওই সুগন্ধিময় কাপড়ে রাখবে। আর তা থেকে মেশকের সুঘ্রাণ থেকেও আরো অধিক সুঘ্রাণ বের হবে। যার সুবাস দুনিয়াতেও পাওয়া যাবে।

এরপর রাসূল সা. বলেন, তারপর ফেরেশতারা রূহ নিয়ে উপরে উঠবে। তারা যে ফেরেশতার পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, তারা বলবে, এই উত্তম রূহ কার? উত্তরে দুনিয়াতে তার যে নাম ছিলো তারা সেই নাম নিয়ে বলবে, অমুকের ছেলে অমুকের রূহ। এভাবে তারা দুনিয়ার আকাশের শেষ পর্যন্ত রূহ নিয়ে যাবে। এরপর তারা তার জন্য আকাশের দরজা খোলার অনুমতি

চাইবে। তাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হবে। এরপর তারা তা নিয়ে প্রত্যেক আসমানেই যাবে। অবশেষে তা নিয়ে সপ্তম আকাশে যাওয়া হবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমরা আমার বান্দার আমলনামা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে লিখে রাখো। আর তোমরা তাকে জমিনে নিয়ে যাও। নিশ্চয়ই আমি মাটি থেকে তাদের সৃষ্টি করেছি, তাতেই পুনরায় ফিরিয়ে নিবো এবং তা থেকেই তাদেরকে বের করবো। সুতরাং রূহকে তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তারপর দু'জন ফেরেশতা নিয়ে আসবে এবং তাঁরা তাকে বসাবে। তাকে জিজ্ঞেস করবে, তোমার রব কে? উত্তরে সে বলবে, আমার রব আল্লাহ তায়ালা। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করবে, তোমার দীন কী? উত্তরে সে বলবে, আমার দীন ইসলাম। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করবে, এই লোকটি কে; যাকে তোমাদের মাঝে পাঠানো হয়েছিলো? উত্তরে সে বলবে, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এরপর তারা তাকে পুনরায় বলবে, তোমার চিন্তা চেতনা কী? উত্তরে সে বলবে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, তার ওপর ঈমান এনেছি এবং তা সত্য বলে বিশ্বাস করেছি।

এরপর আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তোমরা তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করিয়ে দাও। তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও। এরপর তার কাছে সুগন্ধি এবং ঘ্রাণ আসবে।

তার জন্য তার কবরকে তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হবে। তারপর একজন সুন্দর চেহারা ও উত্তম কাপড়বিশিষ্ট লোক আসবে। তার দেহ সুঘ্রাণ ছড়াবে। সে বলবে, এমন বিষয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যা তোমাকে আনন্দিত করবে। আজ এমন একটি দিন, যা তুমি বারবার ফিরিয়ে আনতে চাইবে। এরপর সে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কে? আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনি কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। ওই ব্যক্তি বলবে, আমি তোমার সৎকর্মসমূহ। আল্লাহ তায়ালার কসম! আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে তুমি দ্রুতগামী ছিলে। আর আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতায় ধীরগামী ছিলে। ফলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিয়েছেন।

হ্যাঁ, সে তাকে বলবে, আমি তোমার সৎকর্মসমূহ। কিন্তু সৎকর্মগুলো কী? নিশ্চয়ই সেগুলো হলো, তার নামায, রোযা, উত্তম ব্যবহার এবং তার দান-সদকা। নিশ্চয়ই সেগুলো হলো, তার ক্রন্দন, ভয়-ভীতি, হজ-ওমরা, তার কুরআন তেলাওয়াত, রহমানের প্রতি তার মহব্বত, রাত্রি জাগরণ; অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায, দিনের রোযা, মহান পরাক্রমশালীর প্রতি ভয়, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, ইলমে দীন অন্বেষণ, আল্লাহ তায়ালার প্রতি তার দরদ, আল্লাহর রাস্তায় তার জিহাদ।

মুমিন বান্দা যখন এই উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোককে সুসংবাদ দিতে দেখবে, তখন সে চারপাশে তাকাবে। দেখবে তার কবর প্রশস্ত হয়ে গেছে। তাতে জান্নাতী বিছানা বিছানো রয়েছে। সে তার কাপড়ের দিকে তাকিয়ে দেখবে তা জান্নাতী হয়ে গেছে। সে লক্ষ্য করবে, যে নেয়ামত সে পেয়েছে, তার তুলনায় যে নেয়ামত তার জন্য অপেক্ষা করছে তা অনেকগুণ বেশি। তাই সে বলবে, হে আমার রব! কিয়ামত সংঘটিত করুন। যাতে আমি আমার পরিবার এবং নেয়ামতের কাছে দ্রুত যেতে পারি।

অতঃপর নবী কারীম সা. বলেন, যখন কাফের বান্দা অথবা ফাসেক বান্দা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আখেরাতে প্রবেশ করবে, তখন তার কাছে কালো চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতারা আকাশ থেকে নেমে আসবে। তাদের সাথে খুবই অমসৃণ এবং শক্ত কিছু চট থাকবে । তারা তার দৃষ্টিসীমা জুড়ে বসবে। তারপর মালাকুল মউত আসবে এবং তার মাথার কাছে বসবে। বলবে, হে মন্দ আত্মা! তুমি আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টির দিকে বের হও। তারপর তার শরীর বিদীর্ণ করা হবে এবং তাকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। যেমন-ভাবে লোহার শিক কাঁচা চামড়া ছিনিয়ে নেয়। আসমান জমিনের সকল

ফেরেশতা তাকে অভিশাপ দিতে থাকবে। এরপর সে রূহ কবজ করবে। রূহ কবজ করার সময় চোখের পলক পরিমাণও সুযোগ দেয়া হবে না। অবশেষে রূহটি সাথে নিয়ে আসা চটে রাখবে। তা থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে, যেনো তা মৃতদেহের গন্ধ। সেই গন্ধ জমিনে ছড়িয়ে যাবে। তারপর তারা তা নিয়ে উপরে উঠবে। তারা যে সকল ফেরেশতার কাছ দিয়েই অতিক্রম করবে, তারাই বলবে, এই খবীছ আত্মা কার? তখন তারা দুনিয়াতে তার যে নাম ছিলো, সেই মন্দ নাম নিয়ে উত্তর দিবে, এটি অমুকের ছেলে অমুকের রূহ। এভাবে তাকে নিয়ে দুনিয়ার আকাশ অতিক্রম করা হবে। এরপর তার জন্য দরজা খোলার অনুমতি চাওয়া হবে। কিন্তু তার জন্য দরজা খোলা হবে না। এরপর নবী কারীম সা. নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ

নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তার ব্যাপারে

অহঙ্কার করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না উট সূঁচের ছিদ্রতে প্রবেশ করে। আর এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রতিদান দেই। *[সূরা আ'রাফ : ৪০]*

তারপর আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমরা তার আমলনামা জাহান্নামের অতল গহ্বরে লিপিবদ্ধ করে রাখো। আর তার রূহকে জমিনের তলদেশে নিক্ষেপ করো। এরপর নবী কারীম সা. এই আয়াত তেলাওয়াত করেন–

وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ-

আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ল। অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো কিংবা বাতাস তাকে দূরের কোনো জায়গায় নিক্ষেপ করল। *[সূরা হাজ : ৩১]*

এরপর তার শরীরে তার রূহ ফিরিয়ে দেয়া হবে। দু'জন ফেরেশতা তা নিয়ে আসবে। তাঁরা তাকে বসাবে। তারা জিজ্ঞেস করবে, তোমার রব কে? উত্তরে সে বলবে, হায়! হায়! আমি জানি না। এরপর তারা জিজ্ঞেস করবে, তোমার ধর্ম কী? উত্তরে সে বলবে, হায়! হায়! আমি জানি না। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করবে, এই লোকটি কে, যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিলো? উত্তরে সে বলবে, হায়! হায়! আমি জানি না। এরপর তারা তাকে বলবে, তুমি কিছুই জানোনি এবং কিছুই তেলাওয়াত করোনি।

তখন আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, সে মিথ্যা কথা বলছে। তোমরা তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও। তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও। যাতে তার কাছে গরম তাপ এবং লু হাওয়া আসে। তার কবরকে এমনভাবে সংকীর্ণ করে দেয়া হবে যে, তার পাঁজরের হাড়গুলো পরস্পরে মিলে যাবে। তারপর তার কাছে কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট বিশ্রী এবং দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় পরিহিত এক লোক আসবে। তাকে বলবে, তুমি তোমার মন্দকর্মসমূহের সুসংবাদ গ্রহণ করো। আজ এমন দিন, যে অবস্থার ব্যাপারে তোমার সাথে ওয়াদা করা হয়েছিলো। তুমি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে ধীরগামী ছিলে এবং আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীতে দ্রুতগামী ছিলে। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তোমাকে খারাপ প্রতিদান দিয়েছেন। তখন সে বলবে, তুমি কে? তোমার চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি অকল্যাণ নিয়ে এসেছো। সে উত্তরে বলবে, আমি তোমার মন্দ কাজ।

হ্যাঁ, সে তাকে বলবে, আমি তোমার মন্দকর্ম। কিন্তু তার মন্দকর্মগুলো কী? নিশ্চয়ই সেগুলো হলো, শিরকে লিপ্ত হওয়া, কবর তাওয়াফ করা, মদ পান করা, যিনায় লিপ্ত হওয়া, সুদ খাওয়া, গান শোনা, উপদেশদাতাকে উপহাস করা, বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের ওপর দুঃসাহস দেখানো। তখন এই বান্দা আফসোস করবে। আকাশ-বাতাস কাঁপানো চিৎকার করবে।

কিন্তু তার আফসোস কী উপকারে আসবে? তার কান্না কে শুনবে? বরং তার আফসোস আর কান্না কেবল লাঞ্ছনাই বৃদ্ধি করবে। তাকে বলা হবে, এই ক্রন্দন কোথায় ছিলো? অথচ তুমি হারাম জিনিসের দিকে তাকাতে। অশ্লীলতা এবং কুপ্রবৃত্তির মধ্যে ডুবে থাকতে। কতবার তোমাকে তোমার লজ্জাস্থান হেফাজত করার জন্য নসীহত করা হয়েছে। তোমার শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিকে সংযত করতে বলা হয়েছে। সুতরাং তুমি আজ কান্না করো আর না-ই করো, কিছুতেই তুমি আযাব থেকে মুক্তি পাবে না।

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

তোমরা আগুনে প্রবেশ কর , তারপর তোমরা ধৈর্যধারণ করো বা না করো, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান; তোমাদেরকে তো কেবল তোমাদের আমলের প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। *[সূরা তূর : ১৬]*

নবী কারীম সা. বলেন, এরপর সে বলবে, হে আমার রব! কিয়ামত সংঘটিত করো না। তারপর তার জন্য একজন অন্ধ, বধির এবং বোবা ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। তার হাতে বিশাল এক হাতুড়ি থাকবে। সেই হাতুড়ি দ্বারা যদি পাহাড়ে আঘাত করা হয়, তাহলে তা ধুলো হয়ে যাবে। সে ওই হাতুড়ি দিয়ে তাকে এমন এক আঘাত করবে, যাতে সে মাটি হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাকে পুনরায় অস্তিত্ব দান করবেন। যেমনটি সে আগে ছিলো। তারপর আবারো তাকে এমন এক আঘাত করবে, যার ফলে সে চিৎকার করতে থাকবে। তার চিৎকারের বিকট আওয়াজ মানব ও দানব ছাড়া সকল প্রাণী শুনতে পাবে।

আকুতি...

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পবিত্র আত্মা দান করুন। আমাদের কবরকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করুন। জাহান্নামের গর্ত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন...

খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আল্লাহভীতি

খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান। দুনিয়া জুড়ে প্রভাব বিস্তারকারী এক খলিফা। কিন্তু মৃত্যু যখন তাঁর ওপর অবতীর্ণ হলো, কষ্ট ও ভয় তাঁকে আচ্ছাদিত করে নিলো। তার শ্বাস প্রশ্বাস সংকীর্ণ হয়ে এলো। তিনি তাঁর কামরার জানালা খোলার আদেশ করলেন।

সুতরাং তা খুলে দেয়া হলো। তিনি বাইরে তাকালেন। বালাখানার অদূরে দৃষ্টি করে একজন গরীব ধোপাকে দেখতে পেলেন। সে কাপড় ধৌত করছে। কাপড়গুলোকে পরিষ্কার করার জন্য খুব জোরে জোরে দেয়ালে মারছে।

এ দৃশ্য দেখে খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান খুব কাঁদলেন এবং বললেন... হায়! যদি ধোপা হতাম, হায় যদি মিস্ত্রি হতাম, হায় যদি কুলি হতাম তাহলে তো এতকিছুর হিসেব দিতে হতো না। হায় যদি মু'মিনের কোনো আমল পরিহার না করতাম। এসব বলে কান্না করতে করতে তিনি ইন্তেকাল করলেন।

হ্যাঁ, খলিফা ইন্তেকাল করে এমন স্থানে পৌঁছেছেন, যেখানে কোনো সেবক নেই যারা সেবা করবে। নেই কোনো পরিবার পরিজন, যারা তাঁকে সম্মান করবে। সেখানে নেই মন্ত্রীগণ, যারা তাঁর বন্ধুত্বগ্রহণ করবে। তিনি এমন স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছেন, যেখানে তাঁর সঙ্গী হবে তাঁর আমলসমূহ। আমলনামাসমূহ তার সাথে বাদানুবাদ করবে–

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ-

তোমার রব তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেই জালিম নন। *[সূরা ফুসসিলাত : ৪৬]*

বাস্তবতা...

অনেক লোক মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার বিষয়টিকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। কিন্তু খুব কম লোকই তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে...

যখনই মৃত্যু সামনে এসে উপস্থিত হয়, আল্লাহর ভয় হৃদয়ে স্থান করে নেয়। হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে থাকে। বলতে থাকে– হায়, কিছুই তো করা হলো না আমার!
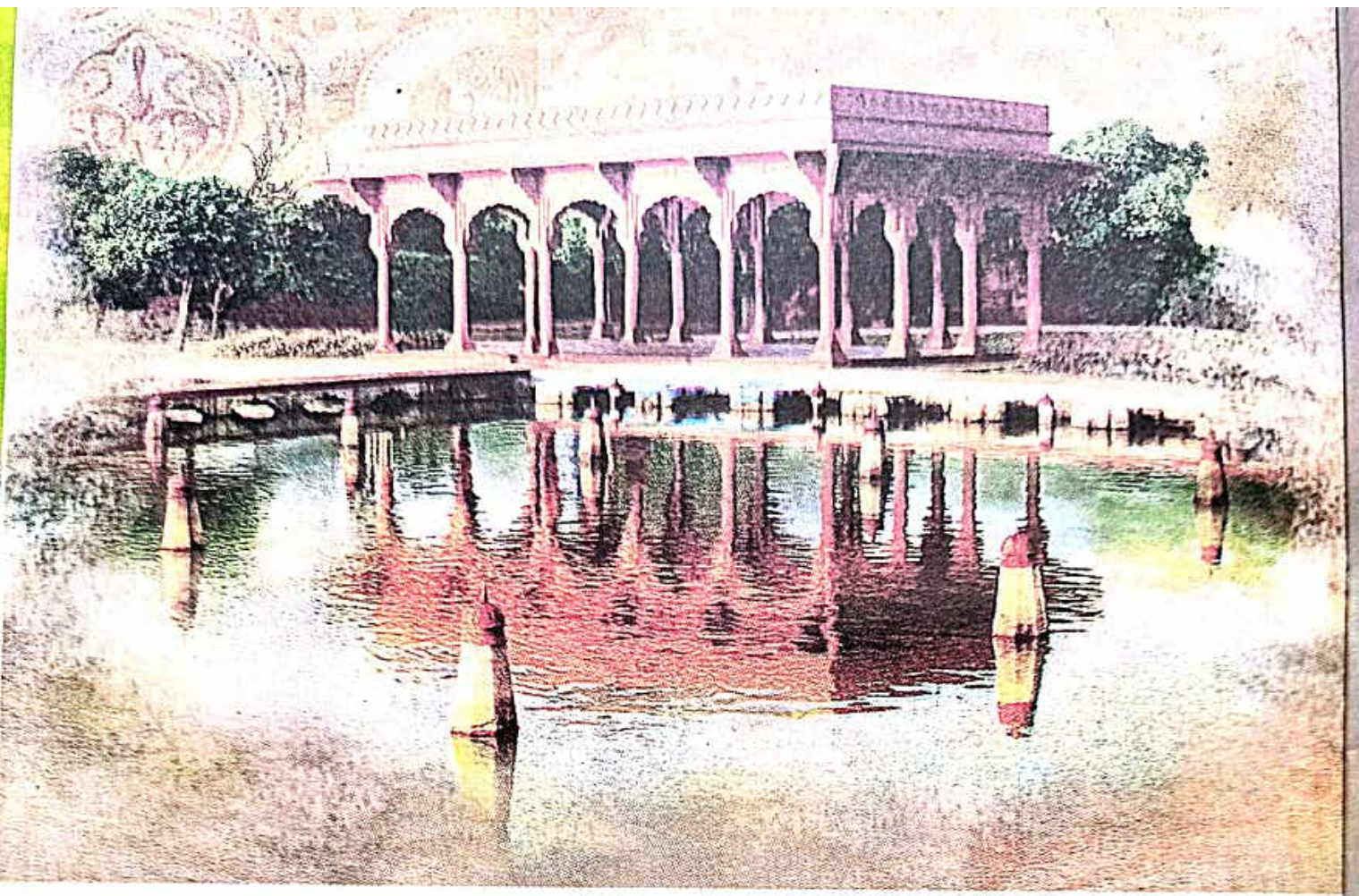
শহীদানের অবস্থা যদি তোমরা জানতে

জাফর রাযি. হলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই এবং আলী রাযি.-এর ভাই। তিনি এবং তার স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমাইস রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার বয়স তখনো ২১ বছর অতিক্রম করেনি। তিনি মক্কায় এমন কষ্ট ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, যা সহ্য করার মতো নয়। ফলে নবী করীম সা. তাদের হিজরত করতে অনুমতি দেন। এরপর জাফর রাযি. এবং তার স্ত্রী অপরিচিত সুদূর হাবশার দিকে বের হন। তিনি এমন অবস্থায় মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যান, যখন তিনি তার কওমের কাছে সম্মানিত ছিলেন। তিনি অপরিচিত দূর দেশে চলে যান। যা তিনিও চিনেন না। এমনকি কোনো গোত্রও যাদের সম্পর্কে ধারণা রাখে না। আর তাদের ভাষাও কেউ বোঝে না। তিনি হাবশায় তিন বছর অবস্থান করেন। এরপর তাদের নিকট প্রচার হয়, কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই সংবাদ শোনে তিনি তার স্ত্রী এবং সন্তানাদিসহ মক্কায় ফিরে আসেন। অথচ তখনও কুরাইশরা কুফরীতে লিপ্ত ছিলো। নবী করীম সা. তাদের পুনরায় হাবশায় পাঠিয়ে দেন। তিনি সেখানে পূর্ণ সাত বছর অবস্থান করেন।

পরবর্তীতে নবী করীম সা. যখন খায়বার বিজয় করেন, তখন তিনি হাবশায় মুসলমানদের নিকট বার্তা পাঠালেন যে, তারা যেনো মদীনায় চলে আসে। তারপর তারা মদীনায় চলে আসেন। নবী করীম সা. হযরত জাফর রাযি.-এর আগমনে খুবই আনন্দিত হন।

বর্ণিত আছে, তাকে দেখে তিনি তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে চুমু দেন। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আমি জানি না যে, আমি কোন বিষয়ে বেশি আনন্দিত। খায়বার বিজয়ে, নাকি জাফরের আগমনে।

[ইবনে কায়্যিম রহ. এই হাদীসটি যাদুল মা'আদ এর ২য় খন্ডের ১৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন। ইমাম হাকিম রহ. মুসতাদরাকে হাকীমের মানাকিবে জা'ফর বিন আব্দুল মুত্তালিবে উল্লেখ করেন।]

জাফর রাযি. চেহারার দিক থেকে অনেকটাই নবী করীম সা.-এর সদৃশ ছিলেন। এমনকি রাসূল সা. জাফর রাযি.কে বলতেন, তুমি আমার আকৃতি এবং চরিত্রের অধিক সাদৃশপূর্ণ ব্যক্তি।

[মুসনাদে আহমাদ। এই হাদীসের সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য। ইবনে সাঈদ রহ. অনুরূপ একটি হাদীস 'তবাকাত' এর মধ্যে বর্ণনা করেন।]

জাফর রাযি. যখন মদীনায় অবস্থান করছিলেন, তখন নবী করীম সা.-এর নিকট সংবাদ এলো যে, রোমানিয়রা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হচ্ছে। তাই নবী করীম সা. মূতায় রোমানীয়দের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন। যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.কে তাদের কমান্ডার নিযুক্ত করেন। তিনি তাদের বলেন, যদি যায়েদ শহীদ হয়ে যায়, তাহলে জাফর হবে সৈন্যদলের কমান্ডার। আর যদি জাফর শহীদ হয়ে যায়, তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ হবে কমান্ডার।

দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী মুজাহিদীন প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। তাদের সংখ্যা ছিলো তিন হাজার। রাসূল সা. তাদের বিদায় জানালেন। মুজাহিদীন মূতায় পৌছে দেখেন সেখানে এক লক্ষ রোমান সৈন্য উপস্থিত। একপর্যায়ে যুদ্ধ শুরু হলো। প্রথমে যায়েদ রাযি. কমান্ডারের পতাকা বহন করেন। এরপর তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শহীদ হন। তারপর জাফর রাযি. তার ডান হাতে তা ধারণ করেন এবং যুদ্ধ করতে থাকেন। অবশেষে যখন যুদ্ধ খুব তীব্র হলো, তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে একটি কবিতা আবৃতি করেন–
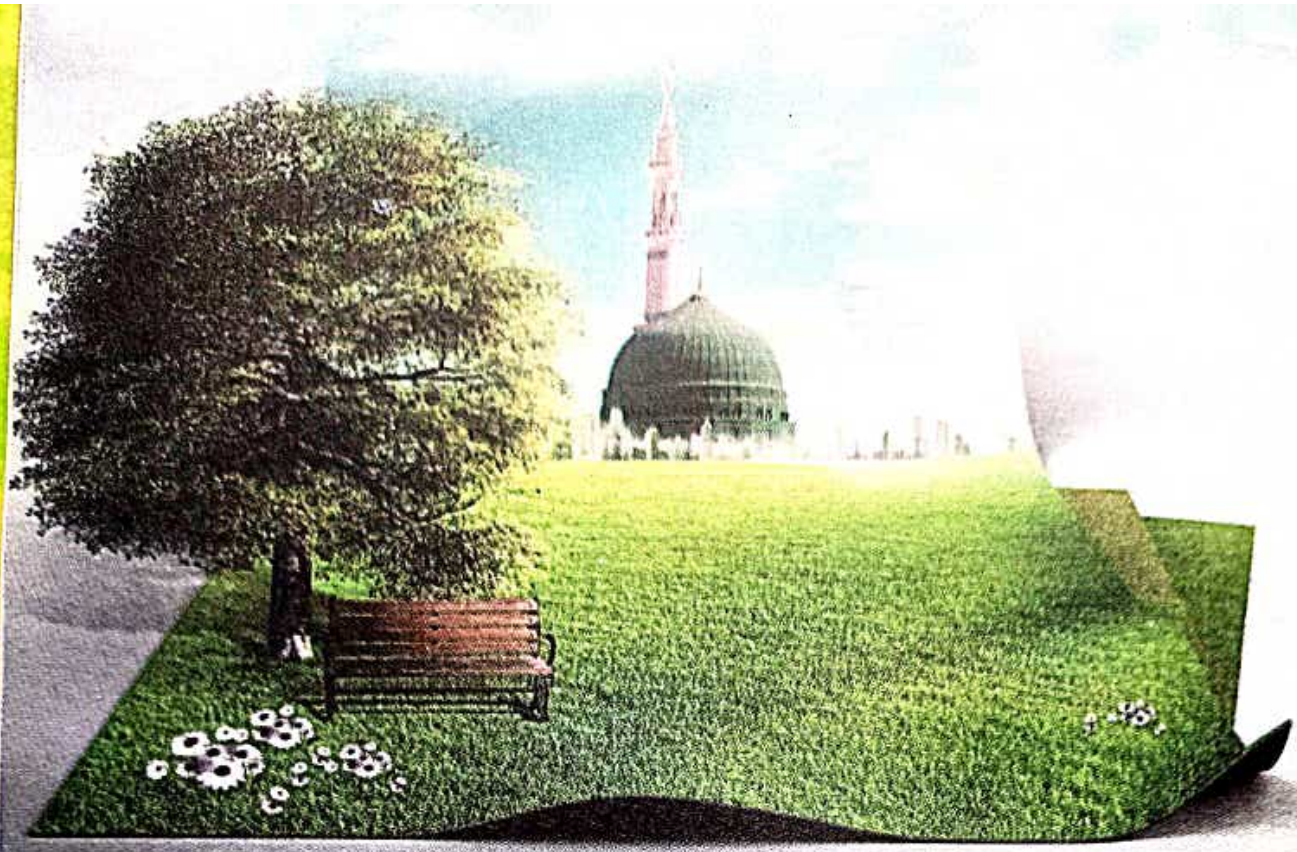
يَـا حَبَّذَا الْجَنَّةِ وَاَقْرَابِهَا   طَيِّبَةٌ وَبَارِدٌ شَرَابُهَا

وَالرُّوْمُ رُوْمٌ دُنٰى عَذَابُهَا   كَافِرَةٌ بَعِيْدَةٌ اَنْسَـابُهَا

عَلٰى إِذَا لَاقِيْهَا ضَرَابُهَا

কী চমৎকার! জান্নাত ও তার নৈকট্যতা কতোই না সুখময়। আর তার পানীয় কতোই না শীতল। আর রোমানরাই শাস্তির নিকটবর্তী। তারা কাফের। তাদের সাথে আমার সম্পর্ক অনেক দূরের।

তিনি ডান হাতে পতাকা ধারণ করে তাদের ওপর বিরামহীন তলোয়ার চালাতে থাকলেন। তখন এক রোমীয় সৈন্য তার ডান হাতে আঘাত করলো। ফলে তা কেটে যায়। তখন তিনি বাম হাতে পতাকা ধারণ করেন। এরপর তাও কেটে ফেলা হয়। এতে তিনি বাহু দিয়ে পতাকা আঁকড়ে ধরেন। এক পর্যায়ে তিনি শহীদ হয়ে যান। তখন তিনি ৩০ বছর বয়স্ক ছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বলেন, আমি জাফর রাযি.কে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছি। তখন তার শরীরে তরবারি ও তীরের ৯০টির বেশি আঘাত ছিলো। আল্লাহর কসম! তার পিঠে একটি জায়গাও জখম ছাড়া ছিলো না। জাফর রাযি.-এর শাহাদাতের পর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা আঁকড়ে ধরেন। একপর্যায়ে তিনিও আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং শহীদ হয়ে যান। তারপর খালেদ ইবনে ওয়ালিদ তা ধারণ করেন। এরপর তিনি সৈন্যদল নিয়ে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন।

এটা ছিলো মূ'তায় মুজাহিদীনের সংবাদ। আর মদীনার সংবাদ সম্পর্কে আনাস রাযি. তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তারপর নবী করীম সা. মিম্বরে উঠে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এই যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর সংবাদ দিবো না? উত্তরে আমরা বললাম, অবশ্যই...

তিনি বললেন, যায়েদ পতাকা ধারণ করে, তারপর সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শহীদ হয়ে যায়। তোমরা তার মাগফেরাত কামনা করো। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি রহম করুন। তিনি বলেন, তারপর জাফর পতাকা ধরে। একপর্যায়ে সেও আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং শহীদ হয়ে যায়। তোমরা তার জন্যও মাগফেরাত কামনা করো। আমরা বললাম, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি রহম করুন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করে। একপর্যায়ে সেও আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শাহাদাত বরণ করে। তোমরা তার জন্যও মাফফেরাত কামনা করো। আমরা বললাম, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি রহম করুন। অতঃপর নবী করীম সা. কাঁদতে কাঁদতে নেমে গেলেন এবং জাফর রাযি.-এর বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন।

জাফর রাযি.-এর স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়েস রাযি. বলেন, আমি আমার সন্তানাদিকে ভালোভাবে গোসল করিয়ে পরিপাটি করে তেল লাগিয়ে দিচ্ছিলাম। আটার খামিরা বানিয়ে জাফরের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় নবী করীম সা. আমার কাছে অনুমতি চেয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন, তুমি আমার ভাতিজার সন্তানদের ডাকো। আমি তাদের এমতাবস্থায় তাঁর নিকট নিয়ে এলাম যে, মনে হচ্ছিলো তারা যেনো তাঁর কাছে আসার জন্যই অপেক্ষা করছিলো। তারা রাসূল সা.কে দেখে, প্রতিযোগিতামূলক তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। তারা তাঁকে জড়িয়ে ধরলো এবং চুমো দিতে লাগলো। তারা মনে করছিলো তিনিই তাদের পিতা জাফর। রাসূল সা. তাদের মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন এবং কাঁদতে লাগলেন।

এরপর আসমা রাযি. বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাফরের ব্যাপারে কি আপনার কাছে কোনো সংবাদ এসেছে? কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি আবারো প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাফরের ব্যাপারে কি আপনার কাছে কোনো সংবাদ এসেছে? তখন তিনি বলেন, জাফর শহীদ হয়ে গেছে। এ কথা শুনে সে বললো– হে আল্লাহর রাসূল! তার সন্তানেরা এতীম হয়ে গেলা, তার-

সন্তানেরা এতীম হয়ে গেলো। তিনি বললেন, তুমি কি তাদের ওপর দারিদ্রতার ভয় করছো? দুনিয়া এবং আখেরাতে আমিই তাদের অভিভাবক।
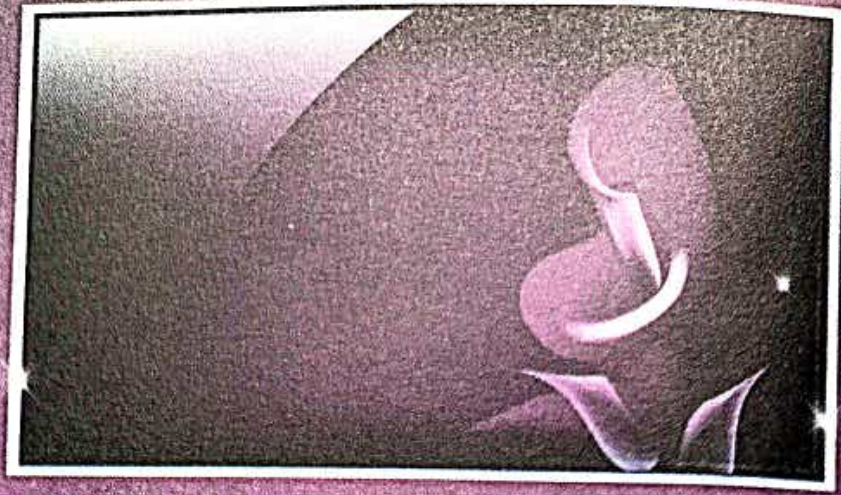
অতঃপর তিনি এই বাক্য বলতে বলতে বের হয়ে গেলেন–

আমার ওপর জাফরের মতো মসিবত বয়ে গেছে,
সুতরাং ক্রন্দনকারীরা কান্না করো...

[এটি 'ইস্তেআব' গ্রন্থে ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেন।]

অতঃপর তিনি পরিবারের নিকট ফিরে এসে বলেন, তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করো। আমি তাদের কান্নারত রেখে এসেছি।

[মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী শরীফ, হাদীসের সনদটি সহীহ।]

হ্যাঁ, জাফর রাযি. শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি জান্নাতে আসমান ও জমিনের ধনভাণ্ডার নিয়ে প্রবেশ করেছেন।

রাসূল সা. বলেন– আমি জাফরকে জান্নাতে দেখেছি। তার রক্তে মাখা দু'টি ডানা আছে। তা দিয়ে ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়ায়।

[ইমাম তবরানী রহ. 'আওসাত' গ্রন্থে তা বর্ণনা করেন। ইমাম হাকীম তার কিতাব মুসতাদরাকের মধ্যেও তা উল্লেখ করেনে। হাদীসটি সহীহ।]

মর্যাদা...

দুনিয়াতে হারিয়েছো অনেক কিছু, তাই না? ভয় নেই, ওরে ভয় নেই, বলো এসব কিছুই চাই না... সবকিছুই অপেক্ষা করছে আমার জন্য...
তোমরা তো কিছুই জানো না।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের আল্লাহভীতি

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর নাম কে না জানে। আল্লাহর ভয় তার নিত্যসঙ্গী। পরকালের প্রস্তুতি তার প্রতি মুহূর্তের ফিকির। তিনি তাকওয়া পরহেযগারীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পরকালের সম্বল প্রস্তুত করতে তিনি দিক দিগন্তে ছুটে বেড়াতেন। সেই উদ্দেশ্যে একবার তিনি মনস্ত করলেন, বাহলুল রহ.-এর সাথে সাক্ষাত করবেন। লোকমুখে জানতে পারলেন তিনি মরুভূমিতে আছেন। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. মরুভূমির দিকে রাওয়ানা হলেন। এক জায়গায় গিয়ে দেখলেন বাহলুল রহ. খালি মাথা খালি পায়ে ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! বলছে। তিনি কাছে গিয়ে সালাম দিলেন। বাহলুল রহ. সালামের উত্তর দিলেন।

এরপর আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বললেন– হে শায়খ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। আমাকে বলুন আমি গুনাহ থেকে কিভাবে পবিত্র হবো এবং নফসের চাহিদা থেকে বাঁচবো। কোন সঠিক পথ আমি বেছে নিবো।

বাহলুল রহ. বললেন– ভাই, আমি নিজেই অপরাগ। পেরেশানীত আছি! সুতরাং আমার থেকে তুমি আবার কি আশা করবে? আমি পাগল! তুমি কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে গিয়ে তালাশ করো। হয়তো সে তোমার আশা পূর্ণ করতে পারবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বুকের মধ্যে হাত রেখে বাহলুল রহ.কে বললেন– জি, এ জন্যইতো অযোগ্য আপনার কাছে এসেছে। কারণ, সত্যকথার সাহস শুধু পাগলরাই রাখতে পারে।

বাহলুল রহ. তার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। চুপ করে রইলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. খুবই বিনয়ের সাথে অনুরোধ করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি বাহলুল রহ.কে রাজি করালেন।

তখন বাহলুল রহ. বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আমার চারটি শর্ত যদি তুমি গ্রহণ করতে পারো তাহলে সঠিক পথ দেখতে পাবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বললেন– যে আকাঙ্ক্ষা আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তির যে বাসনা আমি হৃদয়ে লালন করছি, আপনি চারটি কেনো? হাজার শর্ত দিলেও আমি প্রস্তুত। যা দ্বারা আমি সঠিক রাস্তা খুঁজে পাবো।
বাহলুল রহ. বললেন, তাহলে শোনো–

প্রথম শর্ত : যখন তুমি গুনাহ করবে বা আল্লাহর নাফরমানী করবে, তখন তাঁর দানকৃত রিজিক খাওয়া বন্ধ করে দিবে।
আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বললেন, হযরত! এটা কিভাবে সম্ভব যে, মানুষ আল্লাহর রিযিক না খেয়ে থাকবে?

বাহলুল রহ. বললেন, তাহলে তুমিতো জ্ঞানী। তোমার কি এই ইনসাফ হবে যে, যার দেয়া রিযিক খাবে তাঁরই নিমকহারামি করবে? আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. মেনে নিয়ে বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। দ্বিতীয় শর্তটা বলুন–

দ্বিতীয় শর্ত : যখন তুমি গুনাহ করার ইচ্ছা করবে তখন আল্লাহ তায়ালার জমিন থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ, দুনিয়া শুধু আল্লাহ তায়ালার অনুগত বান্দাদের জন্য।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. চিৎকার করে কান্না করলেন এবং বললেন, হায় আল্লাহ! এটাতো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আল্লাহর জমিন ছাড়া কি কোনো জায়গা আছে, যেখানে গিয়ে অন্যায় করবে? এমন কে আছে যে, এতোটা দুঃসাহস দেখাবে?

বাহলুল রহ. বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক! এতো পেরেশান কেনো হচ্ছো? আচ্ছা, তোমার কি সামান্য পরিমাণ ইনসাফ নেই? তোমার কি এটা ঠিক হবে যে, যার জমিনে থাকবে, যার রিযিক খাবে তারই নাফরমানি করবে? আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বললেন, আপনি নিঃসন্দেহে সত্য বলেছেন। এবার তৃতীয় শর্ত বলুন–

তৃতীয় শর্ত : যখন তুমি গুনাহ করার ইচ্ছা করবে বা নাফরমানি করতে চাইবে তখন এমন জায়গায় যাবে, যেখানে আল্লাহ তোমাকে দেখতে পাবেন না। তোমার অবস্থা জানবেন না। যদি তুমি এমন জায়গা পাও যেখানে তোমাকে আল্লাহ দেখবে না, তাহলে তুমি সেখানে গিয়ে যা ইচ্ছা তা করো।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. খুবই সংকুচিত হয়ে বললেন, হযরত! এটা তো আরো কঠিন শর্ত। আল্লাহ তায়ালা সবসময় সকল জায়গায় হাজির এবং নাজির। তিনি সবকিছু দেখেন এবং সবকিছু জানেন। সুতরাং এমন জায়গা পাওয়া তো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, যেখানে আল্লাহ তায়ালা দেখবেন না বা খবর জানবেন না।

বাহলুল রহ. বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক! যখন তুমি জানো যে, আল্লাহ তায়ালা হাজির এবং নাজির। তাহলে কোনো বান্দা কি সাহস করবে, সে আল্লাহ তায়ালার জমিনের ওপর থাকবে, তার রিযিক খাবে এবং তারই সামনে নাফরমানি করবে?

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন, তোমরা কি এই ধারণা কর যে, তোমরা যা কর তা থেকে আল্লাহ তায়ালা বে-খবর?

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক নিজেকে খুবই অযোগ্য এবং নিকৃষ্ট মনে করলেন। নিজেকে বড় অপরাধী মনে অনুশোচনায় নতজানু হয়ে বললেন, হে বাহলুল! আমার আর বলার কিছু নেই। এবার আপনি চতুর্থ শর্ত বর্ণনা করুন–

চতুর্থ শর্ত : মালাকুল মউত যখন আল্লাহর আদেশে তোমার নিকট আসবে, তোমার জান কবজ করে নিয়ে যেতে চাইবে, তখন তুমি দাঁড়িয়ে মালাকুল মউতকে বলবে, হে মালাকুল মউত! কিছুক্ষণ দাঁড়াও আমি আমার প্রিয়জন থেকে বিদায় নিবো, নিজের সাথে কিছু পাথেয় নিবো; যা আখেরাতে আমার জন্য নাজাতের কারণ হবে। তারপর তুমি এসে আমার জান কবজ করো।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বললেন, হযরত! মালাকুল মওত কি কখনো কাউকে সময় দেয়? এটা তো খুবই কঠিন শর্তারোপ করেছেন।

বাহলুল বললেন, ওহে জ্ঞানী! এই পাগলের কথা শোনো! যখন তুমি এ কথা জানো যে, মালাকুত মউত থেকে কেউ রেহায় পাবে না। মালাকুল মউত কাউকে সময় দেয় না। মালাকুল মউত যখন করো সামনে আসে, তখন-

তাকে শ্বাস ফেলারও সুযোগ দেয় না। হে আল্লাহর বান্দাহ! তুমি কখন গাফলতির ঘুম থেকে জাগ্রত হবে? হুঁশিয়ার হও! দুনিয়ার চিন্তা থেকে দূরে থাকো, আখেরাতের চিন্তা করো। লম্বা সফর সামনে রয়েছে, জীবন অনেক সংক্ষিপ্ত। যেই কাজ এবং আমল করতে চাও আজই করে নাও। হতে পারে তুমি কাল থাকবে না। যেই সময় হাতে আছে তাকে মূল্যবান মনে করো। আজকের ভালো আমলই আখেরাতের পাথেয়। এমন যেন না হয়, আজকের কাজের জন্য কালকে আফসোস করতে হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. মাথা ঝুকিয়ে চলতে লাগলেন। তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে গেলো।

বাহলুল রহ. বললেন, হে আল্লাহর বান্দাহ! তুমিই তো আমাকে নসিহত করতে বলেছ। এখন কেন বাকহীন হয়ে গেলে? তুমি কেনো মাথা ঝুঁকিয়ে ফেললে? ভয় কেনো কাবু করে ফেললো? যখন হাশরের দিন তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তখন কী উত্তর দিবে? এজন্য দুনিয়াতেই হিসেব পরিস্কার করে রাখো। যাতে সেদিন ভয় থেকে বাঁচতে পার।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. নিচু মাথা উঠিয়ে বললেন, হযরত! আপনি ঠিক বলেছেন। আমি আপনার নসিহত মনযোগ দিয়ে শুনেছি। আমি এগুলোকে তাবিজ বানিয়ে নেবো। আপনি আমাকে আপনার শিস্য বানিয়ে নিন। লোকেরা তো আপনাকে পাগল বলে। আপনি পাগল নন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের পাগল।

এ কথা শুনে বাহলুল রহ. তালি দেয়া বিছানা উঠালেন এবং এই বলে চলতে লাগলেন যে, বান্দার কর্তব্য যা কিছু করে তা যেন আল্লাহর আদেশে হয়। যা বলে বা শুনে তা যেন আল্লাহর আদেশে হয়।

আফসোস...

হায় আফসোস! গুণীজনরা গুণীজন হয়েও আল্লাহর শাস্তিকে এতোটা ভয় করতেন, আর আমরা গুনাহের সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়েও নিজেকে মহাপুরুষই ভাবতে থাকি...

ভয়ানক স্বপ্ন

সামুরা ইবনে যুন্দুব রাযি. বলেন, রাসূল সা. অধিকাংশ সময় ফজরের পর বলতেন– কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছ? তখন আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী কেউ কেউ নিজ নিজ স্বপ্নের বর্ণনা দিতো।

একদিন তিনি আমাদের বলেন, রাত্রিবেলা দু'জন ফেরেশতা আমার নিকট আসলো। তাদেরকে আমার কাছেই পাঠানো হয়েছিলো। তারা আমাকে বললো, সামনে চলুন। সুতরাং আমি তাদের সাথে চললাম। চলতে চলতে আমরা শুয়ে থাকা এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম। তার পাশে পাথর নিয়ে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। সে বার বার শুয়ে থাকা ব্যক্তির মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করছে। আঘাতের তীব্রতায় তার মাথা থেতলে যাচ্ছে এবং পাথর এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি ছিটকে পড়া পাথর কুড়িয়ে আনতে আনতে আবার শুয়ে থাকা ব্যক্তির মাথা আগের মতোই সুস্থ্য হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবারো সে পাথর দিয়ে আঘাত করছে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? ফেরেশতারা বললো, সামনে চলুন, সামনে চলুন।

সুতরাং আমি তাদের সাথে চললাম। চলতে চলতে আমরা চিত হয়ে শুয়ে থাকা এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম। তার সামনে লোহার হুক নিয়ে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। সে এসে তার চোয়ালের এক পার্শ্বকে হুক দিয়ে টেনে পিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং তার নাকের ছিদ্রে আংটা লাগিয়ে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর অপর পাশ্ব দিয়ে পূর্বের মতো একই ধরণের কাজ করে যাচ্ছে। এক পার্শ্বকে শাস্তি দেয়ার আগেই অপর পার্শ্ব পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে বারবার একই ধরণের শাস্তি দিয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এই দুই ব্যক্তি কে? তারা বললো, সামনে চলুন, সামনে চলুন। আমি তাদের সাথে চললাম। চলতে চলতে একটি চুলার পাশে এসে পৌঁছলাম। সেখানে অনেক শোরগোল এবং হৈচৈ শুনতে পেলাম। বহু উলঙ্গ পুরুষ ও মহিলার ব্যাপারে জানতে পারলাম। তারা জ্বলন্ত চুলায় রয়েছে। যার নিচে রয়েছে আগুন। ওই আগুন তাদেরকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? তারা বললো, সামনে চলুন চলুন।

অতঃপর আমরা সামনে চলতে চলতে রক্তের নদীর কাছে পৌঁছলাম। সেখানে একজনকে সাঁতার কাটতে দেখলাম। আর একজন লোক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে।

তার কাছে অনেক পাথর। নদীতে থাকা লোকটি আপ্রাণ চেষ্টা করছে তীরে আসার জন্য। আর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে পাথর জমা করতে দেখলাম। সে নদীতে থাকা লোকটির মুখে পাথর মারছে। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা আমাকে বললো, সামনে চলুন, সামনে চলুন।

আমরা চলতে চলতে এক বিশ্রী চেহারার লোকের কাছে পৌঁছলাম। যা তুমি আগে কখনো দেখোনি। সে আগুনের পাশে জ্বালানি সংগ্রহ করছে এবং ঘুরাফেরা করছে। ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললো, সামনে চলুন, সামনে চলুন।

আমরা চলতে লাগলাম। চলতে চলতে এমন একটি বাগানের কাছে আসলাম, যেখানে বসন্তের আভা রয়েছে। বাগানের ভেতরে দীর্ঘকায় এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তার মাথা দেখা যাচ্ছিলো না। কারণ, তার মাথা আসমান পর্যন্ত লম্বা ছিলো। তার চারপাশে অনেক ছোটো ছোটো বালক-বালিকা খেলা করছে। তাদের মতো এত সংখ্যক ও এত সুন্দর বালক-বালিকা আমি কখনো দেখিনি। তখন আমি তাদের বললাম, ওরা কারা? তারা আমাকে বললো, সামনে চলুন, সামনে চলুন।

আমরা চললাম এবং একটি বিস্তৃত ডালপালা বিশিষ্ট বিশাল গাছের নিকট আসলাম। এত বিস্তৃত ডালপালার গাছ আমি আগে কখনো দেখিনি। ফেরেশতারা আমাকে বললো, গাছে আরোহণ করুন। সুতরাং আমরা তাতে আরোহণ করলাম। অবশেষে আমরা একটি শহরে এসে পৌঁছলাম। সেটি স্বর্ণ

এবং রোপার নির্মিত। আমরা শহরের দরজায় আসলাম এবং তা খুলে দেয়ার আবেদন করলাম। আমাদেরকে দরজা খুলে দেয়া হলো। সেখানে কিছু লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হলো। যাদের চেহারার এক অংশ এমন সুন্দর, যেমনটি তোমরা আগে কখনো দেখোনি। অপর অংশ এত কুৎসিত, যা তোমরা আগে কখনো দেখোনি। ফেরেশতারা তাদের বললো, তোমরা নদীতে অবতরণ করো। সামনের নহরটি ছিলো স্বচ্ছ পানির। তারা সামনে এগিয়ে নদীতে অবতরণ করলো। তারপর তারা ফিরে এলো। তখন তাদের চেহারা হলো খুবই সুন্দর। কুৎসিত অবস্থা একদমই নেই।

তারা আমাকে বললো, এটা চিরস্থায়ী বাসস্থান জান্নাত। আর ওটা আপনার বাসস্থান। তখন আমার চক্ষুদ্বয় উপরে উঠলো। আচানক দেখলাম একটি মহল সাদা মেঘের মতো দেখতে। তারা আমাকে বললো, ওটাই আপনার বাসস্থান। আমি তাদের বললাম, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণ করুন। তোমরা আমাকে ছাড়ো। আমি তাতে প্রবেশ করবো। তারা আমাকে বললো, এখন না। সময় হলেই প্রবেশ করবেন।

নবী করীম সা. বলেন, আমি আজ রাতে অনেক আশ্চর্যজনক বিষয় দেখলাম। এগুলো আমি কী দেখলাম? তারা আমাকে বললো, এবার আমরা সেসব বিষয়ের সংবাদ দেবো।

প্রথমত; পাথর দিয়ে যার মাথা থেতলে দেয়া হচ্ছিলো, তার কারণ, সে কুরআন গ্রহণ করেও তা মেনে নেয়নি এবং ফরজ নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকতো।

দ্বিতীয়ত; যার নিকট আমরা এসেছিলাম, যার চোয়াল, চোখ ও নাক পেছন পর্যন্ত চেরা হচ্ছিলো, তার কারণ, সে সকালে ঘর থেকে বের হয়ে মিথ্যা বলতো। আর তা পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তো।

তৃতীয়ত; ওইসব উলঙ্গ পুরুষ ও মহিলা, যারা চুলার মধ্যে ছিলো, তারা হলো যিনাকারী নারী-পুরুষ।

চতুর্থত; ওই ব্যক্তি যে নদীতে ছিলো, আর তার মুখে পাথর মারা হচ্ছিলো, তার কারণ হলো, সে সুদ গ্রহণ করতো।

পঞ্চমত; কুশ্রী চেহারার লোক, যে জ্বালানি সংগ্রহ করছিলো, সে ছিলো জাহান্নামের দারোয়ান ও রক্ষী।

ষষ্ঠত; দীর্ঘকায় যে লোকটি বাগানে ছিলো, তিনি হলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। আর যেসব বালক-বালিকা তার চারপাশে ছিলো, তারা হলো সেসব

নাবালেগ শিশু, যারা ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করেছিলো।

তখন কিছু মুসলমান বললো– হে আল্লাহর রাসূল! আর মুশরিকদের সন্তানদের অবস্থা কী হবে? তিনি বললেন, মুশরিকদের নাবালেগ সন্তানেরাও জান্নাতে থাকবে।

সপ্তমত; ওইসব লোক, যাদের চেহারার একপাশ সুন্দর এবং অন্য পাশ কুৎসিত, তারা হলো যারা ভালো আমলের সাথে মন্দ আমল মিশ্রিত করতো। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উপেক্ষা করেছেন। *[বুখারী ও ইবনে হিব্বান শরীফ।]*

আমরা আল্লাহর নিকট আশাবাদী যে, তিনি আমাদের রহমতের মধ্যে শামিল করবেন... আমিন।

স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়...

কবরের শাস্তি খুবই কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক। আর আখেরাতের শাস্তি এর চেয়েও ভয়ানক এবং তা সর্বদা বাকি থাকবে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রু দিয়ে তা প্রতিহত করো।

জাহেল লোকের আল্লাহভীতি

নবী করীম সা. পূর্ববর্তী এক লোকের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাকে সন্তান ও মাল উভয়টি দান করেছেন। কোনো কিছুরই কমতি ছিলো না তার। কিন্তু যখন তার সামনে মৃত্যু এসে উপস্থিত হলো, তখন সে তার সন্তানাদিকে ডেকে বললো, তোমাদের বাবা কোন ধরনের বা কেমন ছিলেন? তারা উত্তরে বললো, উত্তম।

সে বললো, আমি কখনো কোনো ভালো কাজ করিনি। সুতরাং যখন আমি মৃত্যুবরণ করবো, তখন তোমরা আমাকে জ্বালিয়ে দিবে। আমি যখন পুড়ে কয়লা হয়ে যাবো, তখন তোমরা আমকে পিষে ছাই বানাবে। এরপর যখন প্রবল বাতাস বইবে, তখন তোমরা আমাকে সমুদ্রে ছেড়ে দিবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালার কসম! যদি আমার রব আমাকে পুনরুত্থানে সক্ষম হন, তাহলে তিনি আমাকে এমন আযাব দিবেন যে আযাব কাউকে দেননি। অর্থাৎ নিশ্চয়ই এই লোক এরূপ বলেছে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাতের ভয় ও পেরেশানী থেকে। কারণ, সে জানতো, তার কোনো আমল নেই। যদি আল্লাহ তাআলা তাকে হাতের কাছে পান, তাহলে তাকে কঠোর এবং অসহনীয় শাস্তি দিবেন। তাই সে এর দ্বারা পুনরুত্থান দিবস ও হাশর-নশর থেকে পলায়নের ইচ্ছা করেছে। তার ধারনা ছিলো, তাকে পুড়ে ছাই বানিয়ে তার ছাই সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলে সে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু সে জানতো না যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা অদৃশ্য থেকে মানব জাতিকে অস্তিত্ব দান করেছেন ঠিক তেমনি পুনুরুত্থানেও সক্ষম।

এরপর সে তাদের থেকে এর ওপর ওয়াদা গ্রহণ করে। অতঃপর যখন সে মৃত্যুবরণ করে, তখন তারা তার সাথে অনুরূপ কাজ করে এবং তাকে পুড়ানো ছাই ঘূর্ণিঝড়ের দিন ছেড়ে দেয়।

আল্লাহ তায়ালা জমিনকে নির্দেশ দিবেন– তোমার মাঝে তার যে অংশ আছে তা তুমি একত্রিত করো। ফলে সে অনুরূপ করলো। তারপর যখন সে দাঁড়াে-লা, তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, ও বান্দা! তুমি যে কাজ করেছ তা করতে তোমাকে কোন জিনিস উদ্বুদ্ধ করেছে? উত্তরে সে বললো, হে আমার রব। আপনার ভয়। এরপর এই কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

[বুখারী ও মুসলিম।]

বিরাম...

হ্যাঁ, সকল সৃষ্ট জীবই পুনরায় জীবিত হয়ে দাঁড়াবে। কিয়ামত দিবসে তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিদান ও তাদের মাঝে পার্থক্য করার জন্য একত্রিত করার স্থানে হাঁকিয়ে আনা হবে।

কী অবাক কাণ্ড!! আমরা আমাদের দুনিয়ায় ওই বিষয়ে উদ্বিগ্ন হই, যা আমাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। আমরা তার জন্য অশ্রুবর্ষণ করি; অথচ সে বিষয়কে উপেক্ষা করি, যা আমাদের সঙ্গে কবরে প্রবেশ করবে!!
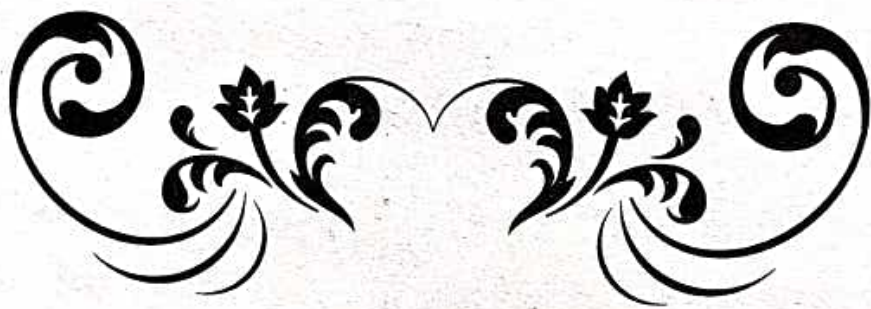
হাশর মাঠে নবীগণের আল্লাহভীতি

কিয়মতের কঠিন দিনে মানুষ মুক্তির জন্য নিজ নিজ আমল ও অন্যায় অনুযায়ী হাহাকার ও ছুটাছুটি করতে থাকবে। নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী উপযুক্ত আপনজনের কাছে সমাধানের জন্য যেতে থাকবে। কিন্তু আপনজন তো দূরের কথা নবীগণও তা থেকে অক্ষমতা প্রকাশ করবেন। অবশেষে রাসূল সা. সর্বস্থানের মানুষের জন্য সুপারিশ করবেন। যে অবস্থায় তারা হাশরের ময়দানে উপস্থিত থাকবে ভীত সন্ত্রস্ত ও পেরেশান অবস্থায়, তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। যেনো আল্লাহ তায়ালা তাদের মাঝে ফায়সালা করেন এবং তারা চিন্তা পেরেশানী ও হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পায়।

এ বিষয়ে রাসূল সা. আমাদেরকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের একই স্থানে একত্রিত করবেন। একজন আহ্বানকারী তাদের অবগত করবেন। তাদের দৃষ্টিশক্তি চলে যাবে। সূর্য নিচে নেমে আসবে। তখন মানুষ কষ্ট ও পেরেশানীতে নিপতিত হবে। যা তারা সহ্য করতে সক্ষম হবে না। যখন তাদের ওপর তা খুব অসহনীয় হবে এবং তারা আশা করবে যে আল্লাহ তায়ালা তাদের মাঝে বিচারকার্যের ফায়সালা করুন, তখন একে অপরকে বলবে তোমরা কি দেখছো না তোমরা কী অবস্থায় আছো? তোমাদের কী পরিস্থিতি হচ্ছে, তোমরা কি লক্ষ্য করছো না, কে তোমাদের জন্য মহান প্রতিপালকের নিকট শাফা'আত করবে? তখন কিছু মানুষ বলবে, তোমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালাম।

সুতরাং তারা আদম আলাইহিস সালামের নিকট এসে বলবে- হে আদম! মানুষের পিতা, আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজের রূহকে আপনার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন। ফেরেশতাদের আদেশ করেছেন তাই তারা আপনাকে সেজদা করেছেন। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কী অবস্থায় আছি? আপনি কি দেখছেন না, আমাদের ওপর কী আযাব পৌছেছে। তিনি বলবেন, আমার প্রতিপালক আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন যে, এর পূর্বে এমন গোস্বা কখনো হননি। এরপর কখনো এমন ক্রুদ্ধ হবেন না। আর তা
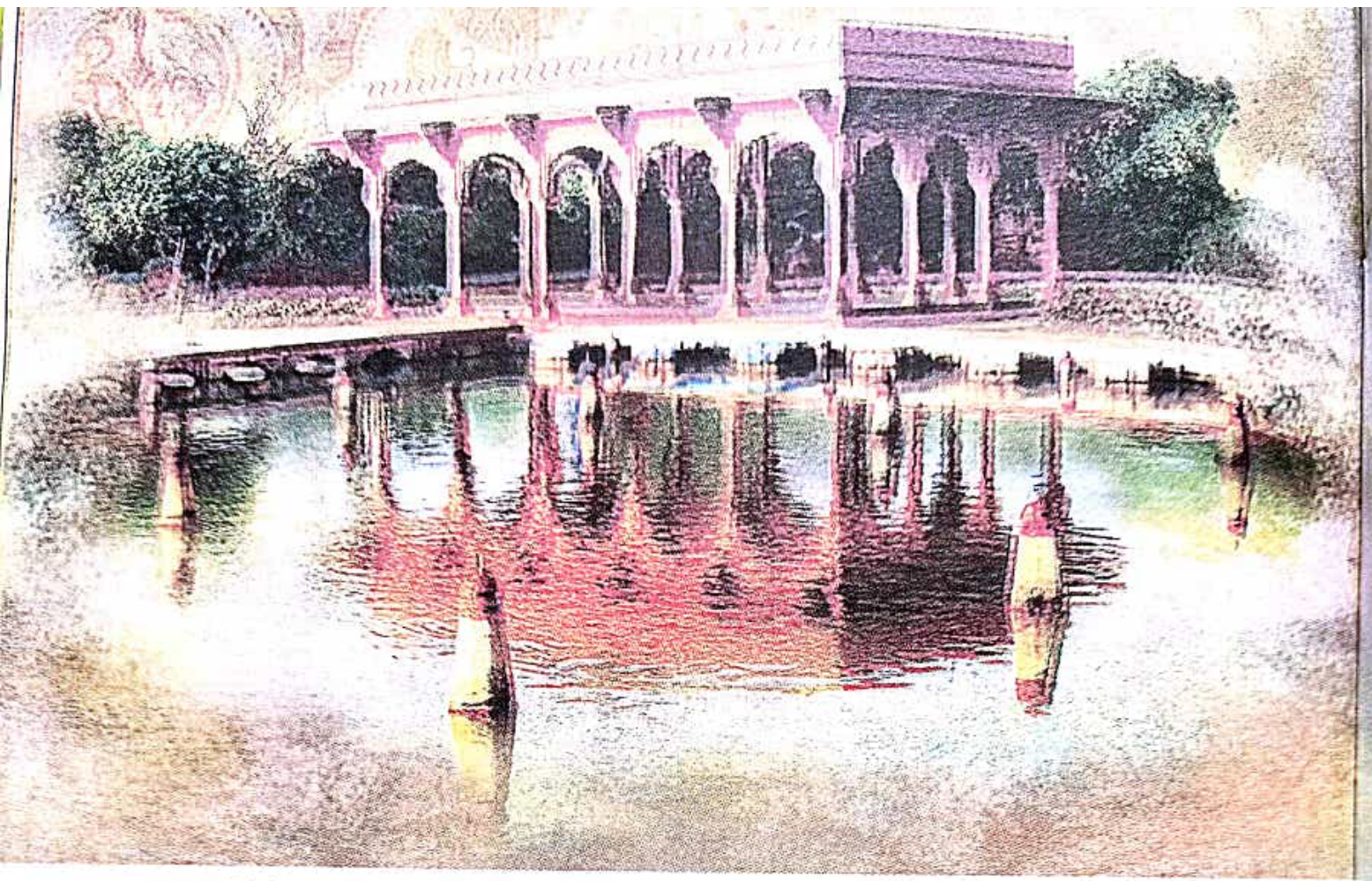
ছাড়া তিনি আমাকে ঝাক্কুম বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেছিলেন। অথচ আমি তার কথা অমান্য করেছি। আমি আমার নিজের ব্যাপারেই সংশয়ে রয়েছি। আমি আমার নিজের ব্যাপারেই সংশয়ে আছি। আমি আমার নিজের ব্যাপারেই সংশয়ে রয়েছি। তোমরা অন্য কারও নিকট যাও। তোমরা নূহ-এর কাছে যাও।

সুতরাং তারা নূহ আ.-এর কাছে আসবে এবং বলবে– হে নূহ! আপনি জমিনে রাসূলগণের পিতা এবং আপনাকে আল্লাহ শোকরগুজার বান্দা বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাই আপনিই পারেন আমাদের ব্যাপারে আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করতে। আপনি কি দেখছেন না আমরা কেমন অবস্থায় রয়েছি? আপনি কি দেখছেন না আমরা কেমন বিপদগ্রস্ত।

নূহ আ. বলবেন, আজ আমার প্রতিপালক এমন রাগান্বিত হয়েছেন যে, এরপূর্বে কখনো এমন রাগ হননি এবং এরপর কখনো এমন রাগান্বিত হবেন না। আর আমারও একটি ত্রুটি রয়েছে। তা হলো, আমি আমার কওমের ওপর বদ-দোয়া করেছিলাম। ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী। তোমরা অন্য কারও নিকট যাও। তোমরা ইবরাহীম আ.-এর নিকট যাও।

সুতরাং তারা তাই করবে এবং বলবে, হে ইবরাহীম! আপনি আল্লাহর নবী এবং জমিনবাসীদের মধ্যে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। তারা উপরে উল্লিখিত কথাগুলো বলবে এবং ইবরাহীম আ.ও একই কথা বলবেন। নিজের ব্যাখ্যা সাপেক্ষে কথাগুলো উল্লেখ করবেন এবং বলবেন, ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী... তোমরা মূসার কাছে যাও!

সুতরাং তারা তাই করবে। তারা মূসা আ.-এর নিকট এসে বলবে, হে মূসা! আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনাকে তিনি নিজের রিসালাতের ব্যাপারে নির্বাচিত করেছেন। সমস্ত মানুষের মধ্যে আপনাকে তিনি কথোপকথনের জন্য নির্বাচিত করেছেন। এরপর তারা ওপরে উল্লেখিত বক্তব্যের ন্যায় বক্তব্য পেশ করবে। মূসা আ.ও আগের নবীগণের মতো বলবেন। তারপর তিনি বলবেন, আমি একটি জানকে হত্যা করেছিলাম, অথচ আমাকে আদেশ করা হয়নি তাকে হত্যার। ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী... ইয়া নাফসী... তোমরা অন্য কারো নিকট যাও। তোমরা ঈসা আ.-এর কাছে যাও...!

সুতরাং তারা ঈসা আ.-এর নিকট এসে বলবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং তার কালাম। যা হযরত মারয়াম আ.-এর নিকট নিক্ষেপ করেছেন। আপনি তার পক্ষ থেকে রূহ। আপনি দোলনায়' থেকে মানুষের সাথে কথোপকথন করেছেন। পূর্বে উল্লিখিত একই ধরনের কথা বলবে তারা।

ঈসা আ.ও পূর্বের নবীদের মতো আল্লাহর গোস্বার কথা বলবেন। তিনি কোনো গুনাহের কথা উল্লেখ করবেন না। বলবেন, অন্য কারও নিকট যাও। তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও।

রাসূল সা. বলেন, সুতরাং তারা আমার নিকট আসবে এবং বলবে- হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের শেষ। আল্লাহ আপনার পরের ও পূর্বের সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। এরকমভাবে তারা আগের নবীদের সাথে যেসব বলেছে, সেগুলো এখানে বলবে এবং সুপারিশ করার কথা বলবে।

রাসূল সা. বলেন, তখন আমি দণ্ডায়মান হবো এবং আরশের নিচে অবস্থান করবো। এরপর আমার প্রতিপালকের সামনে সেজদায় অবনত হবো। আল্লাহ আমাকে বিজয় দান করবেন। আমাকে তার প্রশংসনীয় কাজের -
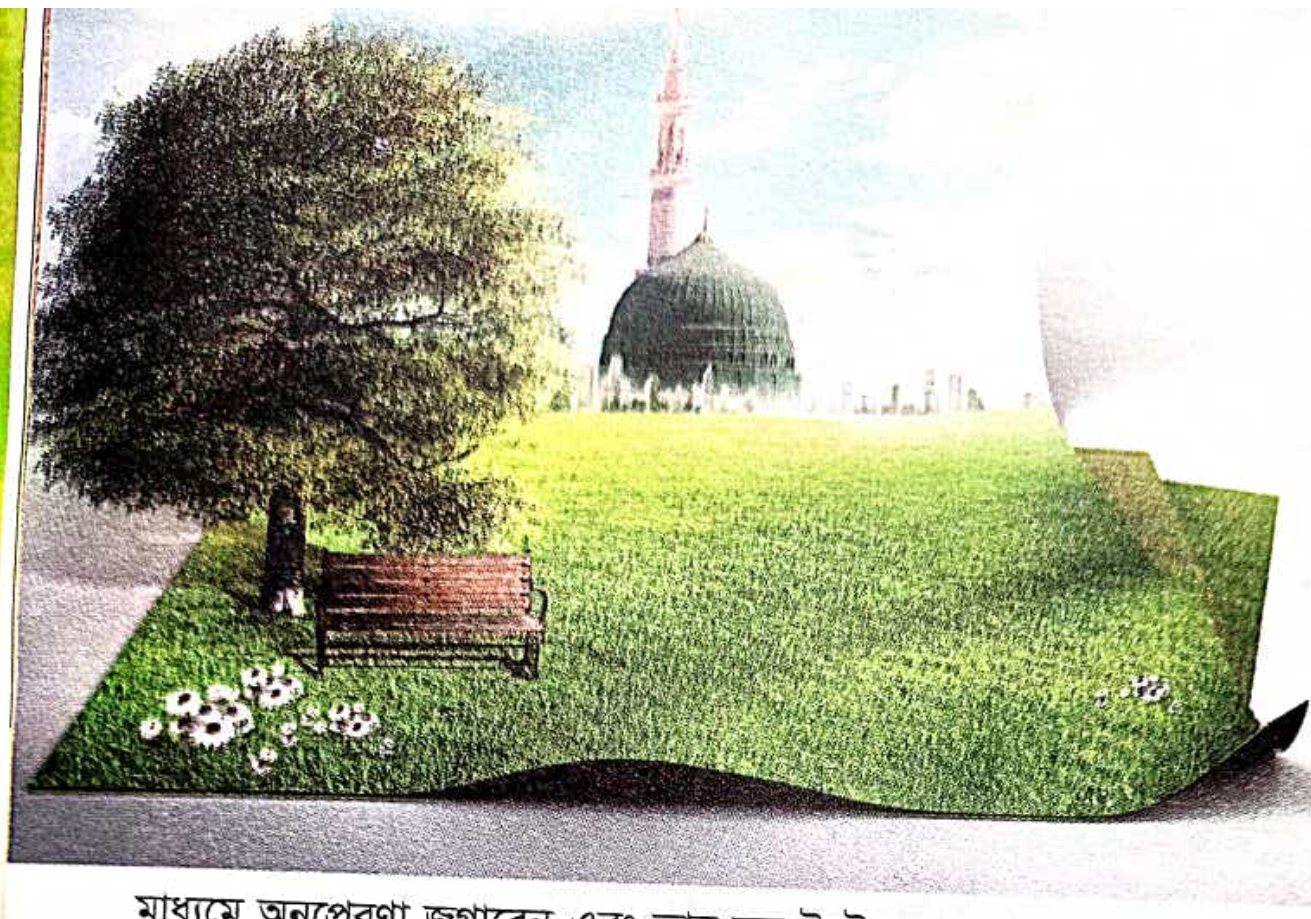
মাধ্যমে অনুপ্রেরণা জুগাবেন এবং তার জন্যই উত্তম প্রশংসা। কেননা তিনি আমার পূর্বে কাউকে বিজয় দেননি।

অতঃপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! আপনার মাথা উত্তোলন করুন। যা চান আপনাকে দেয়া হবে, সুপারিশ করুন কবুল করা হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার রব! আমার উম্মত, আমার উম্মত!! ...হে আমার প্রতিপালক! আমার কওম, আমার কওম!!

তখন তিনি বলবেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার উম্মতের থেকে জান্নাতের ডান পাশের দরজা দিয়ে প্রবেশ করান। তাদের হিসেব নেয়া হবে না। তারা হবে বিভিন্ন স্তরের লোক, এরপর আল্লাহ মানুষের বিচারকার্য সূচনা করবেন।

আশা ও ভয়...

এই সমস্ত ঘটনা ঘটবে হাশরের ময়দানে এবং বড় দুর্ঘটনা ও অস্বস্তিকর অবস্থায়। পেরেশান অবস্থায় নবীগণের সর্দার সুপারিশ করবেন এবং তিনি হলেন পরহেযগারদের সর্দার।

হে মুমিন! তোমার রবের পক্ষ থেকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা পালন করে যাওয়া তোমার কাজ। আশায় বুক বাঁধো; তোমার জন্য সুপারিশ করা হবে। ভয়ে আড়ষ্ট হও। কান্নায় বুক ভাসাও। কারণ, নবীগণও মহা পরাক্রমশালী মালিকের ভয়ে নিজেদেরকে অযোগ্য মনে করবেন।

পুলসিরাতের পরীক্ষা

হযরত বাহলুল রহ. অধিকাংশ সময় কবরস্থানে বসে থাকতেন। একদিন বাদশাহ হারুনুর রশিদ সেদিকেই যাচ্ছিলেন। তিনি হযরত বাহলুলকে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। বাহলুল রহ.কে বললেন– বাহলুল! তুমি এখানে কী করছ?

বাহলুল বললেন, আমি এখানে এমন লোকদের সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি যারা কখনো মানুষের গীবত করে না এবং আমার কাছে কোনো আশা আখাঙ্ক্ষা রাখে না। কোনো মানুষকে কখনো কষ্ট দেয় না।

বাদশাহ হারুনুর রশিদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাহলুলকে বললেন, তুমি আমাকে পুলসিরাত পার হওয়া এবং আখেরাতের সওয়াল-জওয়াব সম্পর্কে কিছু বলতে পারো?

বাহলুল বললেন, নিশ্চয়ই পারি। তবে তার জন্য কিছু ব্যবস্থাপনা করতে হবে। বাদশাহ বললেন, তুমি যেমনটি চাও চেষ্টা করা হবে।

বাহলুল বললেন, হ্যাঁ! হ্যাঁ! তাহলে আপনি বলে দিন।
বাদশাহ হারুন বাহলুল রহ.-এর কথা অনুযায়ী আদেশ দিলেন। বাদশাহর নিদের্শ পালন করতে তার লোকেরা প্রস্তুত হলো।

তখন বাহলুল বললেন, আগুন জ্বালাতে হবে। তার উপর বড় একটি লোহার কড়াই রাখতে হবে। যতক্ষণ না কড়াইটা গরম হয়ে লাল বর্ণ ধারণ করবে, ততক্ষণ তা গরম করতে হবে। আমার এই আবেদন কি পূর্ণ হবে?
বাদশাহ হারুন বললেন, হ্যাঁ, বাহলুলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা হোক।

তাঁর অধীনস্তরা আগুন প্রজ্জ্বলিত করলো। কড়াই আনা হলো এবং গরম হওয়ার জন্য আগুনের উপর রাখা হলো। উপস্থিত সকলের দৃষ্টি পাত্রের দিকেই ছিলো। সকলে পেরেশান হয়ে ভাবতে লাগলো, এসব দ্বারা বাহলুলের উদ্দেশ্য কী? ইতিমধ্যে কড়াই গরমে লাল বর্ণ ধারণ করে। তখন বাহলুল রহ. বললেন– হে বাদশাহ! প্রথমে আমি খালি পায়ে কড়াইয়ের উপর দাঁড়িয়ে আমার পরিচয় বলবো অর্থাৎ আমার নাম কী? আমি কী পরিধান করি এবং আমি কী আহার করি? তরপর এরকমভাবে আপনিও কড়াইয়ের উপর দাঁড়িয়ে আপনার পরিচয় বলবেন।
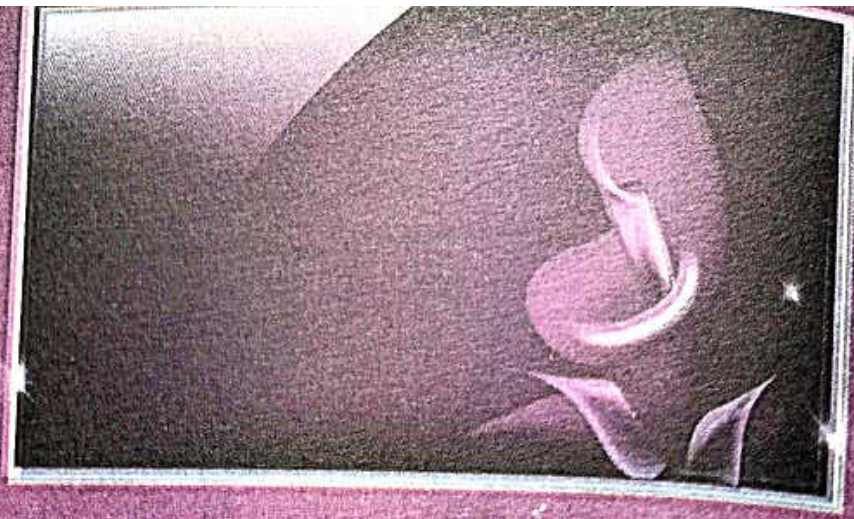
তার কথায় বাদশাহ হারুনুর রশিদ খুবই চিন্তিত হলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তা মেনে নিলেন এবং বাহলুলকে বললেন, তুমি প্রথমে পালন করে দেখাও।

হযরত বাহলুল দ্রুত কড়াইয়ের উপর দাঁড়িয়ে দ্রুততার সাথে বলতে লাগলেন, আমি বাহলুল, আমার পোশাক তালি লাগানো, আমার খাদ্য যবের রুটি ও টক আঙ্গুরের শরবত। এ তিনটি কথা বলে তিনি হুট করে কড়াই থেকে নেমে গেলেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আগুন তার পা জ্বালাতে পারেনি।

এবার বাদশাহ হারুনুর রশিদের পালা! তিনি ভীরু পায়ে কড়াইয়ের কাছে গেলেন। কিন্তু কড়াইয়ের উপর দাঁড়িয়ে বাদশাহী উপাধি'সহ তার নামটাও বলতে পারলেন না। এরই মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে কড়াই থেকে নিচে পড়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন- বাহলুল! তুমি আমাকে কী আযাবের মধ্যে ফেললে?

হযরত বাহলুল মুচকি হেসে বললেন– বাদশাহ! আপনি আমাকে বলছিলেন, আমি যেন আপনাকে কিয়ামতের সওয়াল-জওয়াব সম্পর্কে বলি। এখন আপনি নিজেই তো দেখলেন, সামান্য গরম কড়াইয়ের উপর পা রাখায় কতো মুশকিল! সুতরাং কিয়ামতের কঠিন দিনে যখন সূর্য মাথার অর্ধহাত উপরে থাকবে তখন আপনার কী অবস্থা হবে।

কেমন হবে দিনটি...

চুলের চেয়ে চিকন, হীরার চেয়েও ধারালো পুলসিরাত... পুলসিরাত...; দুনিয়ার আগুনের সত্তরগুণ উত্তপ্ত...; জাহান্নাম... জাহান্নাম...

আল্লাহর ভয় যখন কাজে আসবে না

জাহান্নামীরা জাহান্নামে এত বড় আকৃতিতে প্রবেশ করবে যার পরিমাপ তাদের সৃষ্টিকর্তা ব্যতিত কেউ করতে পারবে না। তাদের শরীর খুবই বড় হবে এবং তাদের ত্বক হবে মোটা। যাতে তাদের শাস্তি বৃদ্ধি পায়।

রাসূল সা. ইরশাদ করেন– কাফেরের চামড়ার ঘনত্ব হবে বিয়াল্লিশ গজ। দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান। জাহান্নামে তার আসন হবে মক্কা ও মদীনার দূরত্ব পরিমাণ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ . فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ. يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ. وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ.

এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, যারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্ক করে। তবে যারা কুফরী করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যার দ্বারা তাদের পেটের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তা এবং তাদের চামড়াসমূহ বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি। *[সূরা আল হজ্জ : ১৯-২১]*

অতঃপর কাফেরদেরকে চাবুক ও উত্তপ্ত লোহার মুগুর দ্বারা আঘাত করা হবে। এতে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। অতঃপর পুনরায় আগের মতো ঠিক হয়ে যাবে। তারপর তাদেরকে আগের মতো আবারো মারতে থাকবে। জাহান্নামের আগুন জাহান্নামীদের গায়ের চামড়া পুড়িয়ে দিবে। চামড়া হলো আগুনে দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করার জায়গা। আর আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামীদের পুড়ে যাওয়া চামড়া অন্য চামড়া দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। যাতে তারা নতুন করে জ্বলে যাওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাবো আগুনে। যখন তাদের চামড়াগুলো পুড়ে যাবে-

তখনই আমি তাদেরকে পালটে দেবো অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে আযাব তারা আস্বাদন করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *[সূরা নিসা : ৫৬]*

এই আয়াতকে কুরআন শরীফের জ্ঞানসমৃদ্ধ অলৌকিকতার মধ্যে গণনা করা হয়। জাহান্নামে একই চামড়ার ওপর বার বার আযাব দেয়া অর্থহীন বলেই জ্বলে যাওয়া চামড়াকে অন্য অক্ষত চামড়া দিয়ে পরিবর্তন করে দেয়া হবে। যাতে সর্বদাই তীব্র যন্ত্রণা অনুভব হতে থাকে।

গরম পানি পান করানো হবে

আযাবসমূহের মধ্যে একটি হলো, জাহান্নামীদের মাথায় উত্তপ্ত পানি ঢালা হবে। আর হামীম হলো ওই পানি, যার উত্তপ্তের তীব্রতার কারণে তাদের পেটের নাড়ি-ভুড়ি'সহ সবকিছু গলে যাবে।
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ. يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَ الْجُلُوْدُ.

তবে যারা কুফরী করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যার দ্বারা তাদের পেটের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তা এবং তাদের চামড়াসমূহ বিগলিত করা হবে। *[সূরা আল-হজ : ১৯-২০]*

তাদের চেহারা ঝলসে দেয়া হবে

মানুষের মুখমণ্ডলই হলো, সর্বাধিক সম্মানজনক। আর এ জন্যই নবী করীম সা. আমাদের কারো মুখমণ্ডলে আঘাত করতে বারণ করেছেন। জাহান্নামী-দের লাঞ্ছিত করার পদ্ধতিসমূহের মধ্যে এটিও একটি পদ্ধতি যে, উত্তপ্ত আগুনে তাদের মুখমণ্ডল জ্বালানো হবে। আগুনের লেলিহান শিখা তাদের কাছে পৌঁছার আগেই ওই আগুনের তাপে তাদের মুখমণ্ডল জ্বলে যাবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ

আগুন তাদের চেহারা দগ্ধ করবে, সেখানে তারা হবে বীভৎস চেহারাবিশিষ্ট। *[সূরা মু'মিনুন : ১০৪]*

হ্যাঁ, আগুন তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে ভূনা করে দিবে। তাদের ঠোঁট দুটি কুঁচকে যাবে। তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যাবে। অতঃপর তাদেরকে তাদের মুখের ওপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

জাহান্নামে আরোহণের পর নিচে ফেলা হবে

জাহান্নামে তাদেরকে আগুনের পাহাড়ে আরোহণ করতে বাধ্য করা হবে। সেখান থেকে তারা নিচের দিকে পতিত হবে। আর এটাও এক প্রকারের শাস্তি। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

سَأُرْهِقُهُ صَعُوْدًا

অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামের পিচ্ছিল পাথরে আরোহণ করতে বাধ্য করবো। *[সূরা মুদ্দাছছির : ১৭]*

অন্তরেও আগুনের তীব্রতা অনুভব করবে

জাহান্নামীরা বিশালাকৃতির দেহের অধিকারী হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আগুন তাদের দেহে প্রবেশ করবে। এমনকি তাদের অন্তর জ্বালিয়ে দিবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. وَمَاأَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ. نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ. الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ.

কখনো নয়, অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামা'য়। আর কিসে তোমাকে জানাবে হুতামা কী? আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন। যা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। *[সূরা হুমাযাহ : ৪-৭]*

আল্লাহর বাণী; التى تطلع على الأفئدة এর অর্থ আগুন তাকে গ্রাস করতে করতে তার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছবে। অতঃপর আগুন যখন তার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছবে, তখন নতুন করে তার দেহ সৃষ্টি করা হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ. وَمَا اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ. لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ. لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ.

অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাব। কিসে তোমাকে জানাবে জাহান্নামের আগুন কী? এটা অবশিষ্টও রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না। চামড়াকে দগ্ধ করে কালো করে দেবে। *[সূরা মুদ্দাছছির/২৬-২৯]*

আল্লাহ তায়ালা বাণী; لا تبقى ولا تذر এর অর্থ আগুন হাড্ডি, গোশত এবং মজ্জাকেও গ্রাস করবে।

জাহান্নামীরা নাড়ী-ভুঁড়ি টানবে

এই শাস্তি ওই ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত, যে মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত করতো। মানুষকে সৎকাজের আদেশ করতো আত্মগরিমা এবং সুখ্যাতির জন্য। অথচ সে নিজে ওই নেক আমল করতো না। মানুষকে অসৎ কাজ হতে বিরত রাখতো, তাদের কাছে তার সততা এবং পরহেজগারী প্রকাশ করার জন্য। অথচ সে কোনো পরোয়া ছাড়াই মন্দ কাজে লিপ্ত থাকতো। রাসূল সা. ইরশাদ করেন– একজন লোককে কিয়ামতের দিন সামনে এনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন সে তার পেটের নাড়ী-ভুঁড়ি টেনে চলতে থাকবে। গাধা যেমন ঘানি নিয়ে ঘুরতে থাকে, তেমনি সে তার নাড়ী-ভুঁড়ি টেনে হেঁচড়ে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। তার নিকট জাহান্নামীরা একত্রিত হয়ে বলবে, তোমার কী হলো! তুমি সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা দিতে না? সে বলবে, আমি সৎকাজে আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে করতাম না। অসৎকাজে বাধা দিতাম, কিন্তু নিজেই তা করতাম।

তাদের আক্ষেপ ও অনুশোচনা

যখন কাফেররা জাহান্নাম দেখবে, তখন তারা ভীষণ লজ্জিত হবে এবং অনুশোচনায় কুঁচকে যাবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ.

যারা জুলুম করেছে, তারা যখন জাহান্নামের আযাব দেখবে, আর জমিনের সবকিছু তাদের মালিকানায় থাকে, তাহলে সবকিছুর বিনিময়ে হলেও লজ্জা গোপন করতে চাইবে। *[সূরা ইউনুস : ৫৪]*

রাসূল সা. ইরশাদ করেন–
কিয়ামতে দিন কাফেরদেরকে উপস্থিত করে বলা হবে, তোমরা কি ভাবছো, যদি তোমাদের এক পৃথিবী স্বর্ণ থাকতো তাহলে তোমরা তা মুক্তিপণ হিসেবে পেশ করে মুক্তি লাভ করতে পারতে? তারা বলবে, হ্যাঁ। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের নিকট তো এরচেয়েও সহজ বস্তু চাওয়া হয়েছিলো।

তোমার থেকে ঈমান তথা আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদের স্বীকারোক্তি এবং তার ইবাদাত চাওয়া হয়েছিলো। অথচ তুমি মিথ্যারোপ করেছিলে এবং উপেক্ষা করেছিলে। তাই আজ তোমার থেকে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না।

তাদের ব্যর্থ চিৎকার ও আকাঙ্ক্ষা

সেখানে তাদের চিৎকারের আওয়াজ উঁচু হবে এবং তাদের বিলাপ তীব্র হবে। আর তারা এই আশায় জাহান্নামে প্রতিপালককে ডাকতে থাকবে, যেনো জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয় হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ

আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের রব, আমাদের বের করে নিন, পূর্বে যে আমল করতাম, তার বদলে আমরা নেক আমল করব'। [আল্লাহ বলবেন] 'আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি যে, তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিলো। কাজেই তোমরা আযাব আস্বাদন কর, আজ জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। *[সূরা ফাতির : ৩৭]*

অনুশোচনা...

নিজেদের চেহারা দেখে জাহান্নামীদের আফসোস বেড়ে যাবে। একে অপরের দিকে দৃষ্টি করার দরুন শাস্তি আরো বৃদ্ধি পাবে। তারা ক্রন্দন করবে। বুক ফেটে কান্না আসবে। অনুশোচনায় আঙ্গুল কামড়াবে। কিন্তু সুবহানাল্লাহ! কোথায় ছিলো এই ক্রন্দন, যখন তোমরা মূর্তির পুজা করতে, রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করতে? কোথায় ছিলো এই আর্তনাদ, যখন তোমরা ব্যভিচার করতে আর শরাব পান করতে? এই কান্না কোথায় ছিলো, যখন নিষিদ্ধ বস্তু আহার করতে আর পিতা-মাতার অবাধ্যতা করতে?

কাঁদো বন্ধু কাঁদো!! সময় থাকতেই কাঁদো...

বুযুর্গ পরিবারের ক্রন্দন ও মৃত্যু

হযরত আমের রহ. বলেন, একবার আমি মসজিদে নববীতে বসাছিলাম। এমন সময় এক হাবশী গোলাম এসে আমার হাতে একটি চিরকুট দিলো। তাতে লেখা ছিলো– হে আমার দীনি ভাই! আল্লাহ তোমাকে দীনি ফিকিরের দৌলত দান করেছেন এবং যাবতীয় অলসতা ও অবহেলা হতে মুক্ত রেখে নির্জনে ইবাদত বন্দেগী করার তাওফিক দিয়েছেন। হে আবু আমের! আমি তোমার তরীকতপন্থী ভাই। আমি অধীর আগ্রহে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষা করছি। কিন্তু হায় আমি যে অপারগ। তোমার সাক্ষাত এবং তোমার সঙ্গে কথা বলার তীব্র বাসনা আমার অন্তরকে জ্বেলে পুড়ে ভস্ম করে দিচ্ছে। তোমাকে আল্লাহর কসম। তোমার সাক্ষাত হতে আমাকে বঞ্চিত করো না। আস সালামু আলাইকুম।

হযরত আবু আমের বলেন, আমার প্রতি লেখকের অনুরাগ ভালোবাসা দেখে পত্রবাহকের সঙ্গেই আমি তার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর আমরা কোবা শহরে উপস্থিত হলাম। সেখানে পত্রবাহক আমাকে একটি বিরাণ বাড়ীতে নিয়ে গেলো। আমি ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম, ঘরদোর একেবারেই জরাজীর্ণ। এক কোণে অসুস্থ বৃদ্ধ কেবলামুখি হয়ে বসা। প্রথম দর্শনেই অনুমান করলাম, তিনি দীর্ঘ যাতনায় দেহের সকল শক্তি সামর্থ হারিয়েছেন। আমি কাছে গিয়ে তাকে সালাম দিলাম। বুঝতে পারলাম তিনি কেবল বৃদ্ধ-ই নন, তিনি একাধারে অন্ধ এবং পঙ্গু।

আমার উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি বললেন, আবু আমের! আল্লাহ পাক তোমার অন্তরকে যাবতীয় পাপাচার হতে পবিত্র রেখেছেন। তোমার সাক্ষাত লাভ এবং তোমার মুখের পবিত্র উপদেশ শোনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরকে জ্বেলে পুড়ে খাক কেরে দিচ্ছে। আমার আত্মায় এমন একটি ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, যা কোনো মানুষের নসীহত দ্বারাই উপশম হচ্ছে না। অবশেষে আমি জানতে পারলাম আমার আত্মার সেই যখম তোমার উপদেশ দ্বারাই দূর হতে পারে। অনুগ্রহপূর্বক তুমি আমার আত্মার চিকিৎসা করো। তা যতই কঠিন ও তিক্ত হোক, আমি সহ্য করতে পারবো।

হযরত আবু আমের বলেন, শায়খের বক্তব্য শুনে আমার অন্তরে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। অনেক চিন্তা ভাবনার পর আমি তাকে বললাম, হে শায়খ! কিছুক্ষণের জন্য আপনার অন্তরের চক্ষুকে আলমে মালাকুত বা ফেরেশতাজগত ও

জান্নাতের বাগানের দিকে নিবদ্ধ করুন। এতে আল্লাহওয়ালাদের জান্নাতের নেয়ামতসমূহ আপনার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠবে। অতঃপর আপনি জাহান্নামের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন গুনাহগারদের জন্য আল্লাহ তায়ালা কত ভয়াবহ আযাবের ব্যবস্থা করেছেন। উভয় দৃশ্য দেখার পর আপনি পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য অনুভব করতে পারবেন।

আবু আমের বলেন, আমার এই বক্তব্য শুনে সেই বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনেকক্ষণ কান্না করলেন। অতঃপর বললেন, আবু আমের! আল্লাহর কসম! তোমার চিকিৎসায় আমি পরিপূর্ণ সুস্থতা লাভ করেছি। আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন।

আমি বললাম, হে শায়খ! আল্লাহ তায়ালা সকল অবস্থায় আপনার জাহের বাতেন দেখছেন। আপনার গোপন কার্যকলাপও তিনি দেখতে পান। এই কথা শুনেই তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, এমন কে আছে যে আমার দারিদ্রতা দূর করতে পারবে? কে আমার ক্ষুধা দূর করবে? আমার গুনাহখাতা ও ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করবে? আয় আল্লাহ! আপনিই আমার সকল প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন। আর আপনিই একমাত্র ক্ষমাকারী। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

বৃদ্ধ বুযুর্গ মৃত্যুবরণ করার পর এক যুবতী আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। মেয়েটির পরনে একটি পশমী জুব্বা ও মাথায় উড়না। কপালে সিজদার চিহ্ন। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নামায আদায়ের ফলে তার পা'দুটি ফুলে গেছে। চোখে মুখে আল্লাহর ভয়।

সে আমাকে বললো, হে আল্লাহর ওলী! আপনি বড় ভালো কাজ করেছেন। আল্লাহ পাকের নিকট আপনি তার বিনিময় লাভ করবেন। মৃত শায়খ আমার পিতা। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর যাবত এই অবস্থায় নামাজ পড়তে পড়তে অর্ধাঙ্গ হয়ে গেছেন। তিনি আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছেন। বহুদিন থেকে তিনি আপনার সাক্ষাত পাওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করছেন। তিনি বলতেন, একবার আবু আমেরের মজলিসে হাজির হওয়ার সুযোগ হয়েছিলো। তার বয়ান শুনে আমার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। যদি জীবনে আবার তার সাক্ষাত পেতাম, তাহলে আমার জীবন ধন্য হতো।

মেয়েটি বললো, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম বিনিময় দিন। এই কথা বলে সে মৃত পিতার নিকট এসে তার কপালে চুম্বন করলো। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বললো, আব্বা! তুমি বড় ভালো মানুষ ছিলে। আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে তুমি অন্ধ হয়ে গেছো। তুমি সর্বদা আল্লাহকে ভয় করতে। মেয়েটি এভাবে কেঁদে কেঁদে নিজের পিতার নেক আমলের কথা বর্ণনা করছিলো।

হযরত আবু আমের বলেন, আমি তাকে বললাম, বেটি! তুমি এত কাঁদছো কেনো? তোমার পিতা জান্নাতবাসী হয়ে আপন নেক আমলের বদলা লাভ করেছেন। এই কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলো। আমি তাদের উভয়ের জানাযা পড়লাম।

নির্জনতা...

আল্লাহর ভয় মানুষকে নির্জনতা ভালোবাসতে শিখায়। একান্তে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে আগ্রহী করে। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার ভয় ও মহব্বত দান করুন।

আবু হুরায়রা রাযি.-এর ক্রন্দন

আমলসমূহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার মূল হলো, আল্লাহর জন্য করা নিয়তকে সহীহ করা এবং তা শরীয়ত অনুযায়ী হওয়া। সুতরাং আমলকে লৌকিকতা এবং বিদ'আতমুক্ত করতে হবে। তাই মানুষ যখন এই উভয়টি থেকে আমলকে মুক্ত করবে, তখন সে সফল ও কৃতকার্য হবে।

শুফায় আল আসবাহী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনার মসজিদে প্রবেশ করলাম, হঠাৎ এক লোককে দেখতে পেলাম। তার চারপাশে লোকজন। আমি বললাম, তিনি কে? তারা বললো, আবু হুরায়রা। তখন আমি তার নিকটবর্তী হলাম এবং তার সামনে বসলাম। তিনি মানুষের সাথে কথা বলছিলেন। যখন থেমে গেলেন এবং নীরব হলেন, আমি তাকে বললাম, আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে এমন একটি হাদিস বলুন, যা আপনি সরাসরি রাসূল সা. থেকে শুনেছেন, বুঝেছেন এবং জেনেছেন। তখন তিনি বললেন, আমি অবশ্যই তোমাকে এমন একটি হাদিস শোনাবো, যা আমাকে রাসূল সা. শুনিয়েছেন, আমি অনুধাবন করেছি এবং আত্মস্ত করেছি। এ কথা বলে তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেলো।

যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদিস শোনাবো যা রাসূল সা. আমাকে শুনিয়েছেন। আর তখন আমি এবং রাসূল সা. এই ঘরেই অবস্থান করছিলাম। আমি এবং তিনি ছাড়া আমাদের সাথে আর কেউ ছিলেন না। এরপর তিনি আবারো বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এভাবে আরো কিছু সময় অতিবাহিত হলো। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, মুখমণ্ডল মুছলেন এবং বললেন, আমি তোমার নিকট এমন একটি হাদিস বর্ণনা করবো, যা রাসূল সা. নিজে আমাকে শুনিয়েছেন। তখন তিনি এবং আমি এই ঘরে অবস্থান করছিলাম। আমি এবং তিনি ছাড়া আর কেউ ছিলো না। এ পর্যন্ত বলে তিনি আবারো জ্ঞান হারালেন। মাথা নিচু হয়ে ঝুঁকে গেলেন। দীর্ঘ সময় এভাবে কেটে গেলো। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন বললেন, রাসূল সা. আমার নিকট বর্ণনা করেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের মধ্যকার বিচারকার্য সমাধান করার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট নেমে আসবেন। অর্থাৎ শুফাই আল আসবাহী ওই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যা আবু হুরায়রা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি কোনো মাধ্যম ছাড়াই শুনেছেন। তখন

আবু হুরায়রা রাযি. এক বিশাল হাদীস বর্ণনা করেন। যেটি তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছেন। যার মধ্যে সেসব লোকদের প্রতি সতর্কবাণী রয়েছে, যারা নিজেদের আমলের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ নয়। যাদের দিয়ে সর্বপ্রথম জাহান্নামকে প্রজ্জলিত করা হবে। যা বর্ণনা করতে গিয়ে আবু হুরায়রা রাযি. নিজের উপর, নিজের নিয়ত এবং এখলাছের ব্যাপারে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যান। তিনি কাঁদতে শুরু করেন এবং হেচকি তুলে কাঁদতে থাকেন। কয়েকবার তিনি বেহুঁশ হয়ে যান এবং পুনরায় জ্ঞান ফিরে পান। অতঃপর বলতে থাকেন, অবশ্যই আমি তোমার নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবো...

তিনি বলেন, তখন সমস্ত সৃষ্টি হাঁটুর ওপর ভর করে থাকবে। তিনি সর্বপ্রথম যাদেরকে তলব করবেন, তারা ওই ব্যক্তি, যে কুরআন শরীফের ইলম অর্জন করেছিলো, যে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছিলো এবং ওই ব্যক্তি, যে অঢেল ধন-সম্পদের মালিক ছিলো।

আল্লাহ তায়ালা তেলাওয়াতকারীকে বলবেন, আমি কি তোমাকে তা শিক্ষা দেইনি, যা আমি আমার রাসূল সা.-এর ওপর প্রেরণ করেছিলাম?

সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক!

তিনি বলবেন, তুমি যা জানতে তার ওপর কি আমল করেছো?

সে বলবে, হ্যাঁ, আমি রাত-দিন তা অনুযায়ী আমল করেছি।

তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশতাগণও তাকে বলবে, তুমি মিথ্যা বলছো।

আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমিতো চেয়েছিলে তোমাকে আলেম বলা হোক। আর সেটাতো বলা হয়েছে। অতঃপর তিনি তার ব্যাপারে আদেশ জারি করবেন। তখন তাকে মুখের ওপর উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর ধনী ব্যক্তিকে আনা হবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি কি তোমাকে স্বচ্ছল করিনি? আমি তো তোমাকে কারো মুখাপেক্ষী করিনি? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! অবশ্যই।

আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাকে যা কিছু দিয়েছি, তুমি তার কেমন ব্যবহার করেছো? সে বলবে, আমি আত্মীয়তা বজায় রেখেছি এবং সদকা করেছি।

আল্লাহ তায়ালা তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশতাগণও বলবে, তুমি মিথ্যা বলছ।

আল্লাহ তায়ালা তখন বলবেন, তোমার উদ্দেশ্য ছিলো লোকজন তোমাকে

দানবীর বলবে। আর তাতো বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে আদেশ দেয়া হবে। তাকে মুখের ওপর উপুড় করে টেনে জাহান্নামে ছুঁড়ে মারা হবে। এরপর শহীদকে উপস্থিত করে বলা হবে, কী কারণে তোমাকে জীবন দিতে হয়েছে? সে বলবে, আমি তোমার রাস্তায় জিহাদ করতে আদিষ্ট হয়েছি। তাই জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়েছি।

আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশতাগণও বলবে, তুমি মিথ্যা বলছ।

তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি চেয়েছিলে তোমাকে বাহাদুর বলা হবে। আর তাতো বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে আদেশ দেয়া হবে। তখন তাকে তার মুখের ওপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, এরপর রাসূল সা. আমার উভয় হাঁটুতে হাত মারলেন। বললেন, হে আবু হুরায়রা! তারা তিনজনই হলো আল্লাহ তায়ালার সর্বপ্রথম সৃষ্টি। যাদের মাধ্যমে কিয়ামতে জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে।

আলোকপাত...

একনিষ্ঠ ওই ব্যক্তি, যে নিজের আমলকে গোপন রাখে। যেমনভাবে সে তার খারাপ আমলকে গোপন রাখে।

এক মহিলা বুযুর্গের ক্রন্দন

শেখ ইস্কান্দারী রহ. বলেন– একবার আমি কোনো আল্লাহওয়ালা পুরুষের সন্ধানে লোকালয় ত্যাগ করে এক পাহাড়ে চলে গেলাম। একদিন হঠাৎ, সেখানে কোথা হতে এক মহিলার আগমন ঘটলো। আমি মনে মনে বললাম, যদি কোনো পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাত হতো তবে ভালো হতো। আমার মনে এই কথা কল্পনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠলো, হে আবু আবদুল্লাহ! কী আশ্চর্য ব্যাপার, তুমি যেখানে একজন মহিলার সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা রাখো না, সেখানে পুরুষের সাক্ষাত তোমার কী উপকারে আসবে?

আমি বললাম, তুমি নিজেকে অনেক বড় দাবী করছো?

সে বললো, ওই দাবি হারাম দাবি, যার পিছনে কোনো দলিল নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার দাবির পিছনে কি কোনো দলিল আছে? সে বললো, আমার দলির এই যে, আমি যা কামনা করি আল্লাহ আমাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ যেভাবে চান আমি সেভাবেই চলি। এবার আমি বললাম, তোমার বক্তব্য যদি সত্য হয়, তাহলে আমাকে একটি ভূনা মাছ এনে দেখাও। আমার বক্তব্য শুনে সে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা পড়ে বললো, তুমি খুব সামান্য বিষয় দাবি করেছো। তুমি বরং এটা দাবি করতে পারতে যে, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার প্রেম ও ভালোবাসার এমন দুটি বাহু দান করো, যা দ্বার আমি তোমার ভালোবাসার আকাশে বিচরণ করতে পারি। এ কথা বলে সে আকাশে উড়ে চলে গেলো।

আবু আবদুল্লাহ বলেন, আমি তার কথা শুনে অনুশোচনা ও লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ার উপক্রম হলাম। আমি সেই উড়ন্ত মহিলার পিছনে পিছনে ছুটে চিৎকার করে বললাম, হে সম্মানিতা নারী! ওই পবিত্র জাতের কসম! যিনি তোমাকে দান করেছেন এবং আমাকে বঞ্চিত করেছেন, আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমার জন্য কিছু দোয়া করো। সে জবাব দিলো, তুমি তো পুরুষদের দোয়া কামনা করছিলে, মহিলার দোয়া তোমার কী উপকার করবে? আমি বললাম, যদি দোয়া করতে না চাও তাহলে অন্তত একটু সুদৃষ্টি দান করো। সে বললো, এখন এমন স্থানে আছি, যা তোমার প্রতি সুদৃষ্টি দেয়া থেকে উত্তম।

সুতরাং আমি সেই আশাও ত্যাগ করলাম। অবশেষে আমি বিনীতভাবে তাকে বললাম, তবে সামান্য দোয়াই করো। সে বললো, আগামীকাল তুমি এমন এক ব্যক্তির দেখা পাবে, যার দোয়া কবুল হয়। এ কথা বলে সে চলে গেলো।
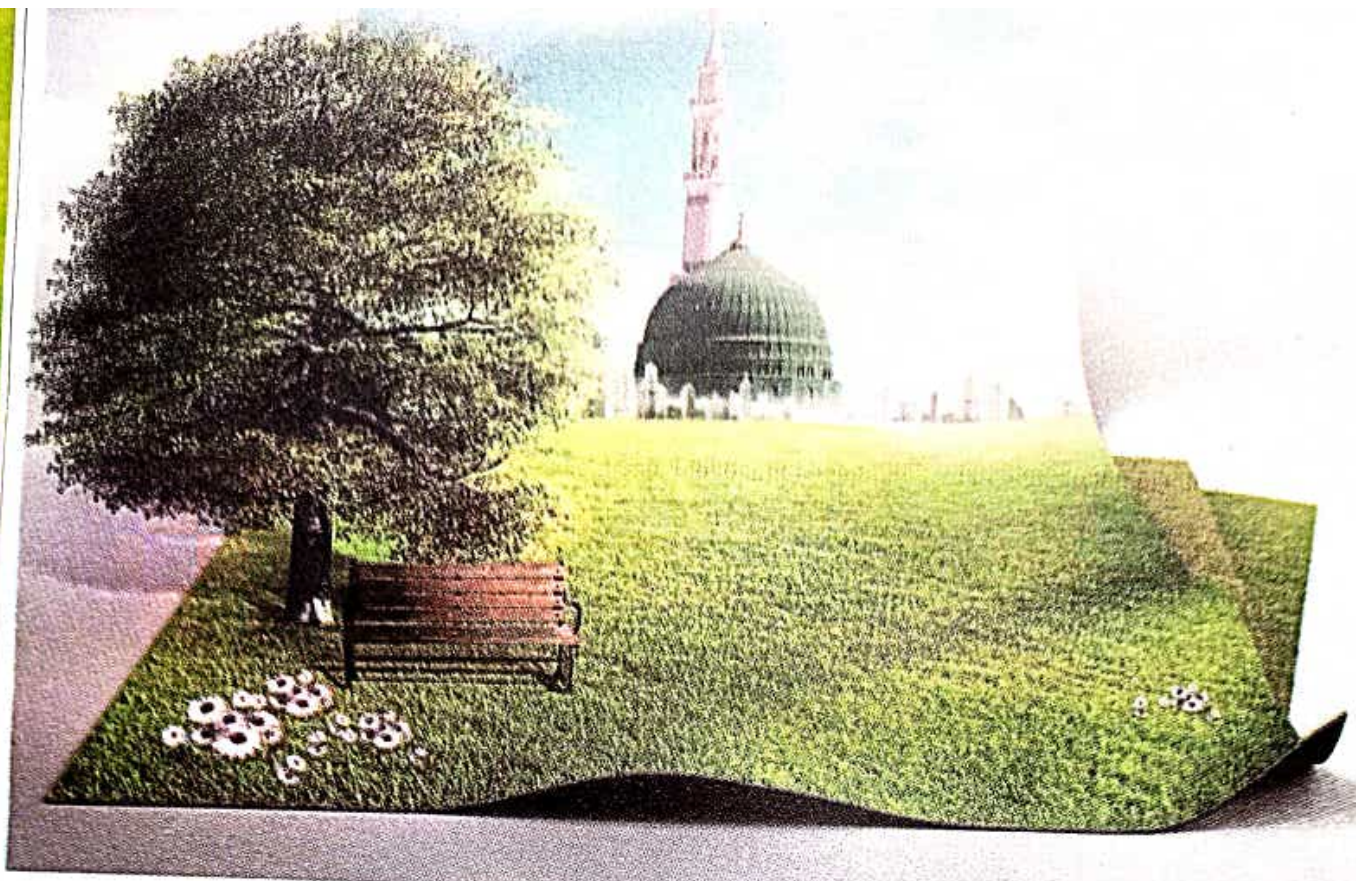
পরদিন সকালে আমি এক আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সাক্ষাত পেলাম। আমি তার নিকট দোয়ার প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, তুমি এক আল্লাহওয়ালী আবেদার দোয়া হতে বঞ্চিত হয়েছো। তুমি কি এমনই অন্ধ যে কুফা নগরীর রাইহানকেও চিনতে পারলে না? আগামীকাল তুমি একজন পাগলের সাক্ষাত পাবে তার পূর্বে আমি তোমার জন্য দোয়া করতে পারবো না। এ কথা বলে তিনিও চলে গেলেন।

পরদিন যথা সময়ে আমি এক বুজুর্গের সাক্ষাত পেলাম। তিনি খুবই করুণ স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। আমি তার কুরআন তেলাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে বললাম, ওই পবিত্র সত্তার কসম! যিনি তোমাকে এত সুন্দর কুরআন তেলাওয়াতের তাওফিক দিয়েছেন, তুমি আমার জন্য রহমতের দোয়া করো। কিছুক্ষণ পর সেখানে অন্য এক বুযুর্গের আগমন ঘটলো। তিনি আমাকে বললেন, এমন পাগলের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক, যার চক্ষু হতে সর্বদা অশ্রু বর্ষণ হতে থাকে?

কিন্তু তোমার জন্য দোয়া করতে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তাই বলছি, বর্ণিত পাগলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে। সর্বদা সুন্নতের অনুসরণ করবে। আমি আরয করলাম, আরো কিছু নসীহত করুন।

তিনি বললেন, আপন নফসের উপর রহম করো। যাবতীয় গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকো। দুনিয়ার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করো। কেননা যে দুনিয়া হাসিলের জন্য মেহনত করবে, দুনিয়া তাকে শেষ করে ফেলবে। আল্লাহ তায়ালা তোমার মঙ্গল করুন। তোমাকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এই বুযুর্গ আমার জন্য যত দোয়া করেছেন তার সবই কবুল হয়েছে।

উপদেশ...

দুনিয়ার মহব্বত সকল পাপের মূল। আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ।
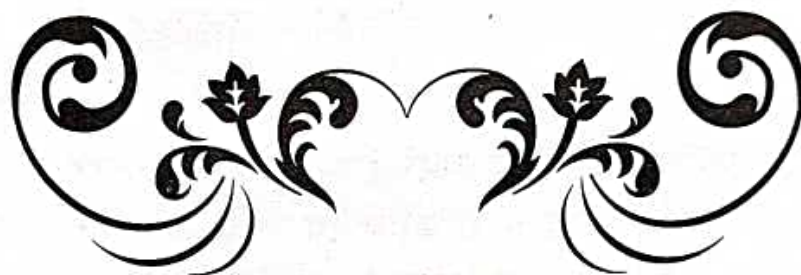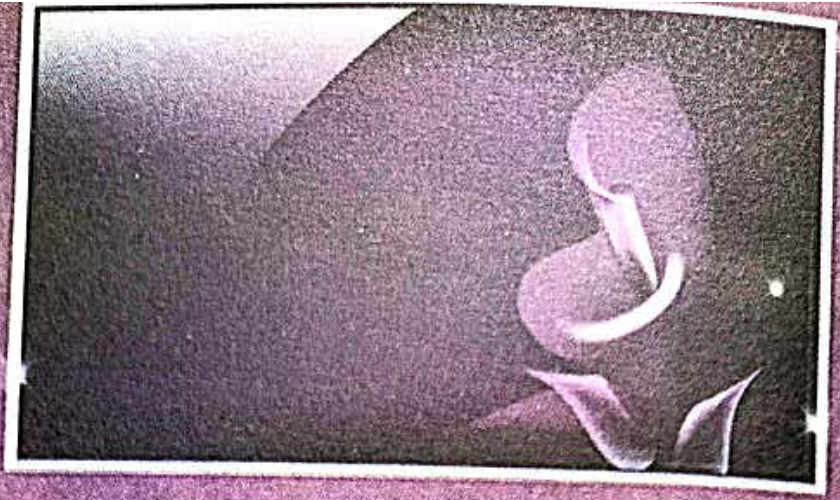
সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ও আল্লাহর হাসি

জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে জান্নাতবাসীদের মধ্যে পার্থক্য ও তারতম্য হবে। তাদের মধ্যে কেউ থাকবে সবার আগে। আবার কেউ তাদের সাথে মিলিত থাকবে। জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে জান্নাতে প্রবেশ করবে তিনি হলেন, আমাদের নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

জান্নাত হলো চির শান্তি ও খুশির আবাসস্থল। অসুস্থ ব্যক্তি তার অসুখ ভুলে যাবে। মসিবতগ্রস্ত ব্যক্তি তার মসিবতের কথা ভুলে যাবে। দরিদ্র ব্যক্তি তার দারিদ্রের কথা ভুলে যাবে। নির্যাতিত ব্যক্তি তার নির্যাতনের কথা ভুলে যাবে। বন্দী তার বন্দিত্বকে ভুলে যাবে। কুশ্রী সে তার কদর্যতা ভুলে যাবে। মজলুম তার প্রতি জুলুমকে ভুলে যাবে। তাতে জমাকৃত ধন-সম্পদে পেরেশানী থাকবে না। পদবী রহিত করা হবে না এবং কোনো রোগ-ব্যাধিও থাকবে না। কোনো ধরনের ভয়-ভীতি এবং শত্রু থাকবে না। কতোই না উত্তম নেয়ামত। কোনো ধরনের অস্বস্তি ও পেরেশানী থাকবে না বরং খুশি আর খুশি, আনন্দ আর আনন্দ। যখন একজন সর্বনিম্ন জান্নাতবাসীর অবস্থা শুনবে তুমি মনে করবে, আমাদের নিকট বড় কোনো নেয়ামত গোপন করা হয়নি।

রাসূল সা. বলেন– সর্বশেষ যে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে এমন ক্ষীণকায় ও দুর্বল ব্যক্তি হবে, যে এক কদম করে সামনে হাঁটবে এবং হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে। জাহান্নামের আগুনে ঝলসে তার শরীরে কালো কালো দাগে পরিণত হবে। সে যখন জাহান্নাম অতিক্রম করে তার দিকে ফিরে তাকাবে, তখন জাহান্নামকে উদ্দেশ্য করে বলবে, মহিমান্বিত ওই সত্তা, যিনি আমাকে

তোমার থেকে নাযাত দান করেছেন। আর আল্লাহ তায়ালা আমাকে এমন জিনিস দান করেছেন, যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অন্য কাউকে দান করেননি। তার জন্য একটি গাছ উদ্গাত করা হবে। সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে এই গাছের নিকটবর্তী করে দাও। যাতে আমি তার ছায়া উপভোগ করতে পারি এবং তার থেকে পানি পানি করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা তাকে বলবেন, হে আদম সন্তান! যদি আমি তোমাকে তা দান করি তারপরও কি আমার নিকট অন্য কিছু চাইবে? সে বলবে? না প্রভু আর কিছুই চাইবো না। সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে। আর তার প্রভুও তার আবদার গ্রহণ করবেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা দেখবেন যে, সে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাকে সেই গাছের নিকটবর্তী করে দিবেন আর সে তার থেকে ছায়া উপভোগ করবে এবং তার পানীয় পান করবে।

তারপর এমন একটি গাছ উদ্গাত করা হবে যা প্রথমটার চেয়ে উত্তম ও সুন্দর। লোকটি বলবে, হে প্রভু! আমাকে এই গাছের নিকটবর্তী করে দাও, যেনো আমি তার পানীয় পান করতে পারি এবং তার ছায়া উপভোগ করতে পারি। এরপর আপনার কাছে আর কিছুই চাইবো না। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার নিকট এই অঙ্গীকার করোনি যে আমার নিকট অন্য কিছু চাইবে না? অতঃপর তিনি বলবেন, যদি আমি তোমাকে এর অনুমতি দেই, তাহলেও কি তুমি আমার নিকট অন্য কিছু চাইবে? অতঃপর সে অন্য আর কিছু না চাওয়ার ওপর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে। এতে আল্লাহ তায়ালা তার আবদার গ্রহণ করবেন। সুতরাং তিনি তাকে তার নিকটবর্তী করে দিবেন। অতঃপর সে তার ছায়া উপভোগ করতে থাকবে এবং তার পানীর পান করতে থাকবে।

তারপর জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী এমন একটি গাছ উদ্গাত করা হবে, যা আগের গাছগুলোর চেয়ে খুবই সুন্দর। অতঃপর সে বলবে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এই গাছের নিকটবর্তী করে দাও। আমি তার ছায়া উপভোগ করবো এবং পানীয় পান করবো। এরপর আপনার নিকট আর আর কিছুই চাইবো না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হওনি যে অন্য আর কোনো কিছু চাইবে না? সে বলবে, অবশ্যই হে প্রভু এরপর আর কিছুই চাইবো না।

আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা যদি আমি তোমাকে এর অনুমতি দেই তাহলে এরপরও অন্য কিছু চাইবে? অতঃপর সে অন্য কিছু না চাওয়ার ওপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে। ফলে আল্লাহ তার আপত্তি গ্রহণ করবেন। কেননা তিনি

তাকে ধৈর্যহীন দেখতে পাবেন। তারপর যখন সে তার নিকটবর্তী হবে, তখন সেখান থেকে জান্নাতবাসীদের অওয়াজ শুনতে পাবে। তারপর সে বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে তাতে প্রবেশ করার সুযোগ দিন।

আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান তোমার না চাওয়ার বিষয়গুলো কোন জিনিসে কর্তন করলো? আচ্ছা আমি যদি তোমাকে দুনিয়া বা তার সাথে আরেক দুনিয়া দান করি তাহলে তুমি কি সন্তুষ্ট বা খুশী হবে? সে বলবে- হে প্রভু! আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছেন? অথচ আপনি রাব্বুল আলামীন?

হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে মাসউদ রাযি. এ পর্যায়ে হেসে ফেলেন।

অতঃপর তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশ্য বলেন, তোমরা কি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না যে আমি কেনো হেসেছি?

তারা বললো আপনি কেনো হেসেছেন?

তিনি বললেন, এখানে রাসূল সা. হেসেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে প্রশ্ন করবে না কি কারণে আমি হেসেছি?

তারপর তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল আপনি কেনো হেসেছেন?

তিনি বললেন, আমার প্রভু হাসার কারণে।

যখন সে বললো, আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? অথচ আপনি রাব্বুল আলামীন।

আল্লাহ বলবেন, নিশ্চয়ই আমি তোমার সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছি না। কারণ, আমি যা চাই তাই করতে সক্ষম। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাকে বলবেন, তুমি কি দুনিয়ার রাজত্বের মতো রাজত্ব চাও?

সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি সন্তুষ্ট। আল্লাহ বলবেন, যাও তা তোমার জন্য এবং তার মতো আরো পাঁচবার বলবে। পঞ্চমবার সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি এতে সন্তুষ্ট। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে দশ ডবল তোমার জন্য এবং তুমি যা চাও সব তোমার জন্য।

সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি অত্যন্ত খুশি ও সন্তুষ্ট। *[মুসলিম শরীফ।]*অন্য বর্ণনায় আছে- অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তারপর তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার কাছে চাও। অতঃপর সে বলবে, হে প্রভু! আমাকে মানুষের সাথে মিলিত করুন। আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি মানুষের সাথে মিলিত হও। এতে সে দ্রুত জান্নাতের দিকে ছুটবে। এক পর্যায়ে যখন সে মানুষের নিকটবর্তী হবে, তখন তার জন্য মণি মুক্তার একটি বালাখানা তৈরি করা হবে। তা দেখে সে সিজদায় অবনত হয়ে মটিতে লুটিয়ে বড়বে।

অতঃপর তাকে বলা হবে তুমি তোমার মাথা উঠাও। তোমার কী হয়েছে? সে বলবে, আমি আমার প্রভুকে দেখেছি। তাকে বলা হবে, তুমি তোমার মাথা উঠাও। এটি তোমারই মানজিল। তারপর সে একজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করবে। যার গঠনাতাকৃতির সৌন্দর্য দেখে তার জন্য সেজদার প্রস্তুতি নিবে। তাকে বলা হবে, তোমার কী হয়েছে? সে বলবে, আমি বিশ্বাস করছি তুমি কোনো ফেরেশতা হবে। সে তাকে বলবে, আমি তোমার খাজানার কোষাধ্যক্ষ এবং তোমার গোলাম। সে তার সামনে সামনে চলবে এবং তার বালাখানাকে তার জন্য খুলে দিবে। সেই বালাখানা হবে ফাঁকা মণি মুক্তার। তার ছাদ, দরজাসমূহ এবং তার তালা চাবি সবই হবে মনি মুক্তার। আর এটা হলো সর্বনিম্ন শ্রেণির জান্নাতিদের মানযিল [বালাগানা]।

[আত তাব বানী ফিল মু'জামুল কাবীর। সহীহ।]

প্রতিদান...

জান্নাতীদের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা হবে। তাদের আকৃতি হবে সুন্দর এবং তাদের দেহ হবে সুদর্শন। যে ব্যক্তি ইহকালে নিষিদ্ধ পোশাক পরিহার করবে তাকে পরকালে বেহেশতী পোশাক প্রতিদান দেওয়া হবে। জান্নাতের অধিবাসীরা এমন খাদেমগণের মাঝে থাকবে তার সেবা করবে এবং এমন পরিবারে অবস্থান করবে, যারা তাকে সম্মান করবে। তারা এমন স্ত্রীগণের কাছে থাকবে যারা তাকে ভালোবাসবে।

বনি ইসরাঈলী মহিলার ক্রন্দন

হযরত জুন্নুন মিশরী রহ. বলেন, একবার বনি ইসরাঈলের এক মহিলার সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তার পরনে ছিলো একটি বড় জুব্বা। মাথায় চাদর আর হাতে ছিলো একটি লাঠি। আমি তাকে সালাম করলে সে সালামের জবাব দিয়ে বললো, মহিলাদের সঙ্গে পুরুষের কী প্রয়োজন?
আমি বললাম, আমি তোমার দীনি ভাই জুন্নুন।
জবাবে সে বললো, মারহাবা। ঠিক আছে বলুন কী প্রয়োজন?

আমি তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলে সে বললো, আমি যখন কোনো শহরে গমন করি তখন সেখানে আমার মাহবুবে হাকীকির নাফরমানী হতে থাকলে আমি সেই শহর ত্যাগ করি। অতঃপর অন্য কোনো পবিত্র শহরে চলে যাই এবং মনের সকল আবেগ অনুভূতি নিয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবারে মুনাজাত করি। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, মহব্বতের হাকীকত কী?

সে বললো, সুবহানাল্লাহ! তুমি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও বিখ্যাত ওয়ায়েজ হয়েও আমার নিকট মহব্বতের হাকীকত জিজ্ঞেস করছো? শোনো, প্রেমিকের অন্তরে মহব্বত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নানাবিধ দুঃখ দুর্দশায় আক্রান্ত হতে থাকে। মহব্বত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পায়। এভাবে মহব্বতের অনলে জ্বলে পুড়ে হৃদয় যখন পবিত্র হয়, তখন আল্লাহ পাক তাকে আপন মহব্বতের অমৃত সুধা পান করান। আর বান্দা আল্লাহ পাকের মহব্বতের শরাব পান করে তৃপ্ত হয়। এ কথা বলে সে বিকট শব্দে এক চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারায়। দীর্ঘ সময় পর জ্ঞান ফিরলে সে বললো, হে আমার মাহবুবে হাকিকী! দুই কারণে তোমার সঙ্গে আমার মহব্বত।

প্রথমত, আমার প্রয়োজনে আমি তোমাকে ভালোবাসি। সেই ভালোবাসার স্বাভাবিক দাবি অনুযায়ী আমি তোমার জিকির করি। জিকির আমাকে তুমি ছাড়া অন্য সকল বস্তু হতে পৃথক করে রাখে।

দ্বিতীয়ত, যেহেতু সেই ভালোবাসা তোমার প্রাপ্য; সুতরাং তার বিনিময়ে তোমার ও আমার মধ্যস্থল হতে পর্দা উঠিয়ে নাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই।

আর এই উভয় প্রকার ভালোবাসার ব্যাপারে আমার নিজের কোনো কৃতিত্ব নেই। এটি তোমার অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

রসুল সা. কান্নার ফযিলত সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন। অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু হাদিস নিম্নে উল্লেখ করা হলো...

তারা আরশের ছায়ায় স্থান পাবে

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– নবী করিম সা. ইরশাদ করেন, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন। যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক। ২. টগবগে যুবক; যে তার প্রতিপালাকের ইবাদতে বিভোর। ৩. যার অন্তর আল্লাহর ঘর মসজিদে ঝুলন্ত। ৪. এমন দুই ব্যক্তি; যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়। ৫. যাকে কোন অভিজাত বংশের সুন্দরী মহিলা কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য আহবান করে, আর সে প্রতি উত্তরে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬. যে আল্লাহর পথে ডান হাতে এমন গোপনে সাহায্য করে যে, তার বাম হাত পর্যন্ত টের পায় না। ৭. যে একা নির্জনে আল্লাহকে ডাকে এবং তার চক্ষুযুগল ক্রন্দনরত।

[বুখারী শরীফ : ১/৩০০, মুসলিম শরীফ : ৩/৪৩ হাদিস : ৬২৯]

দুটো ফোঁটা ও দুটো চিহ্ন অপেক্ষা প্রিয় কোনো বস্তু নেই

হযরত আবু উমামা রাযি. হতে বর্ণিত, হুজুর সা. বলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট দুটো ফোঁটা ও দুটো চিহ্ন অপেক্ষা প্রিয় কোনো বস্তু নেই। দুটো ফোঁটা ১. আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রু ফোঁটা। ২. আল্লাহর পথে (জিহাদে) প্রবাহিত রক্ত ফোঁটা। দুটো চিহ্ন ১. আল্লাহর পথে (জিহাদে) ক্ষত চিহ্ন ২. আল্লাহর ফরীজা আদায় করার সৃষ্ট চিহ্ন। *[তিরমিযি শরীফ : ১/৮১৫ হাদিস : ১৭২৩]*

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনরত ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করবে না

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, হুজুর সা. ইরশাদ করেন- আল্লাহ তায়ালার ভয়ে ক্রন্দনরত ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করবে না। যতক্ষণ দোহন করা দুগ্ধ স্তনে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ আল্লাহর পথে সৃষ্ট ধূলিকণা এবং দোযখের অগ্নি একত্রিত হবে না। *[তিরমিযী ১/৮০২ হাদিস : ১৬৮৬]*
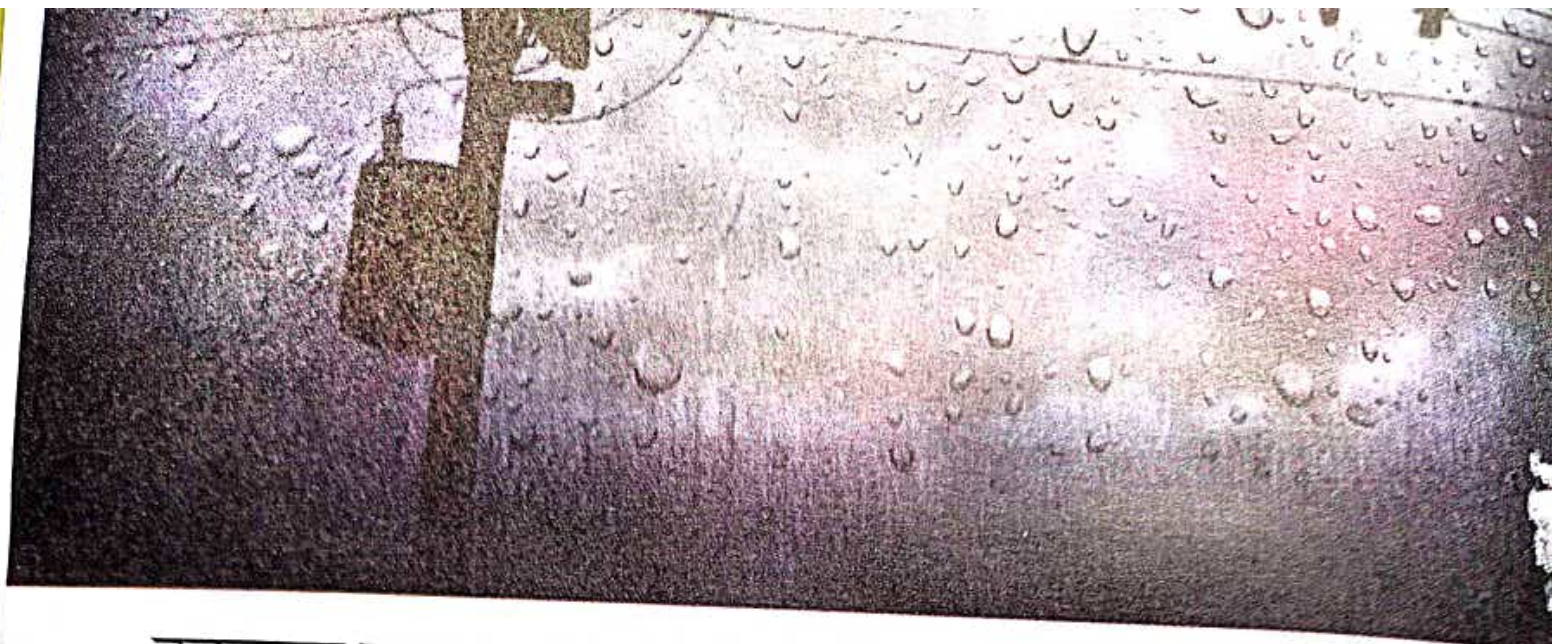
ক্রন্দনরত চক্ষু মৃত্যুর দরখাস্ত করবে

হাশরের ময়দানে যখন জাহান্নামীরা নিজেদের থেকে শাস্তি কমানোর ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে, তখন তারা শাস্তির উদ্দেশ্যে কাঁদতে থাকবে এবং জাহান্নামের দাঁড়োয়ানের কাছে মৃত্যু চাইবে। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ

তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালিক (জাহান্নামের অধিপতি)! তোমার প্রতিপালক আমাদের নিঃশেষ করে দিক। সে বলবে, তোমরা তো এখানেই অবস্থান করবে। *[সূরা যুখরুফ : ৭৭]*

তাদেরকে বলা হবে–

اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

তোমরা এতে প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধর আর না ধর উভয়ই তোমাদের জন্যে সমান। নিশ্চয় তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে যা তোমরা করতে। *[সূরা তুর : ১৬]*

ক্রন্দন...

আল্লাহর ভয়ে আমাদের অন্তর যেনো সদা কম্পমান থাকে। তাঁর কথা মনে হতেই যেনো দু'চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমনই অন্তর দাও। এমনই ভয় দাও, যেনো অন্যসব ভয় দূর হয়ে যায়।

স মা প্ত